# ভূমিকা

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে মূল্যবান্ গ্রন্থগুলির অন্যতম এবং দুরূহতায় শীর্ষস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুরূহতা ভাবের জটিলতায় অথবা পাণ্ডিত্যের কঠিনতায় নয়। সে দুরূহতা ভাষার বৈশিষ্ট্যে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর সব রচনায়ই যথাসম্ভব আধুনিক ভাষার পরিচ্ছদ চড়াইয়া আমাদের কাছে উপস্থিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তেমন নয়। ইহার ভাষায়, বিশেষ করিয়া বানানে, প্রাচীনত্ব আদ্যোপান্ত প্রকট।

পুণ্যশ্লোক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে তখনকার দিনের—অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে-কার—সাহিত্য অনুরাগী শিক্ষিত বাঙালীর অনুধাবনযোগ্য করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণের মূল্য চিরকালই থাকিবে। কিন্তু বইটি ছাত্র পাঠ্যে পর্যবসিত হওয়ায় এবং ছাত্রদের ক্রমবৃদ্ধিশীল বিদ্যামান্দ্যের কারণে বসন্ত বাবুর সংস্করণ সকলের কাছে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি ব্যাখ্যাময় সংস্করণের অভাব আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমাদের ভূতপূর্ব কৃতী ছাত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী সেই অভাব পূর্ণ করিতেছেন দেখিয়া খুশি হইয়াছি। কৃষ্ণপদ বাবু ভাষাবিজ্ঞানী এবং বাংলা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ। তাঁহার ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী যে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হইবে একথা বলাই বাহুল্য। আশা করি কৃষ্ণপদ বাবু অচিরে বাকিখণ্ডগুলির সম্পাদনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই অভিনব ও সময়োপযোগী সংস্করণ সম্পূর্ণ করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীসুকুমার সেন

# নিবেদন

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদিগের উপযোগী করিয়া "আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থখানি রচিত হইল। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" আদি-মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন। ইহার সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য অনস্বীকার্য। বইখানিতে কেবলমাত্র জন্মখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ অংশের টীকা, টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল প্রশ্নেরই একটা ধারাবাহিক আলোচনা আছে। পরবর্তী সংস্করণে পুঁথির অন্তর্গত সমগ্র খণ্ডগুলিরই ভাষাতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থখানির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

ভারতী ভবনের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ ইহার প্রকাশনা ব্যাপারে যে সক্রিয় সহযোগিতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া বইটিতে কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি ও মুদ্রনজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সম্ভব।

পুস্তকখানি পড়িয়া পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগরিত হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় — বিনীত

শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী

# সূচীপত্র

## ॥ চণ্ডীদাস সমস্যা ॥

চণ্ডীদাস-পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের মাধুর্যে ও ছন্দের ঝঙ্কারে চণ্ডীদাসের পদগুলি অতুলনীয়। তাই বাংলার প্রত্যেক নরনারী তাঁহার কবিতার রসাস্বাদনে মুগ্ধ। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে যে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সব পদগুলিই একজন কবির রচনা কিনা।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বড়ু চণ্ডীদাস লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিত অবস্থায় পুঁথিখানিকে বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত এক গৃহস্থ বাড়ীর গোয়াল ঘরেব মাচা হইতে উদ্ধার করা হয়। ইহাতে কবির পরিচয়, রচনাকাল ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় নাই। ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ও বাসলী সেবক চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাব্যেব উপজীব্য। প্রত্যেকটি পদের উপরে সুব ও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কীর্তন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি ছিল। সেজন্য বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত এই সুপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থকেই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে অভিহিত করেন।

এই পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় পর হইতেই চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির ভাষা, ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে এক বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সেই প্রাণোন্মাদনা ও ভাবৈশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। তদুপরি একটা গ্রাম্যভাব ও অশ্লীল শব্দ দ্বারা উহা ভারাক্রান্ত। পুঁথির লিপিতে একাধিক হাতের লেখা সুস্পষ্ট হইলেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিপি বিচার করিয়া উহাকে চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে রচিত বলিয়া মনে করেন। ভাষাতত্ত্বগত খুঁটি-নাটি বিচার করিয়া আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থখানি ১৪০০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এখন বিচার্য, চণ্ডীদাস নামে কয়জন কবি ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু সপার্ষদ চণ্ডীদাস. বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রমুখ কবিগণের পদাবলীর রসাস্বাদন করিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইতেন :

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে :

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।"

নরহরি সরকার তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে চণ্ডীদাসের গানের যশ ভুবনব্যাপী বিস্তৃত হইয়াছিল। খেতুরীর উৎসবে ( ১৫৮৩ খ্রীঃ ) চণ্ডীদাসের পদ গীত হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই চণ্ডীদাস নামে একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের অনুপম পদাবলীর মাধুর্যরসে ভাববিমোহিত হইতেন তিনিই যে পদাবলীর চণ্ডীদাস, শিক্ষিত মহলে এই ধারণা এতাবৎকাল প্রবল ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিষয়ে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। এখন বিচার করা প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত হইয়াছিল কিনা। অনেকে মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখা। প্রাচীন কবিদের লেখা অনেক সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। গায়ক ও লিপিকারদের হাতে পড়িয়া উহা যুগোপযোগী পরিবর্তিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি গোয়াল ঘরের মাচায় অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল বলিয়া উহার ভাষায় পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই; সেজন্য চণ্ডীদাসের ভাষার খাঁটি নমুনা উহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর ভাষা গায়ক ও লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া আধুনিকরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখনী নিঃসৃত। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঃ

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।"

পদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পদাবলীতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আরও কয়েকটি পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের মিল রহিয়াছে। একই কবি অপ্রাপ্ত বয়সে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি রামী ধোবানীর সংস্পর্শে আসিয়া এক স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদ পাইলেন।

নূতন প্রেমের অনুভূতিতে কবির লিখিত পরবর্তী পদগুলি এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের উক্তিই পরস্পর বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন, "চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিলাম কীর্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, কীর্তন যে তাহার অনেক নিম্নে। এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক কবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যূথিকাশুভ্র নির্মলতা বুঝি এখানে তাহা নাই।"

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের রচনা বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উহা বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত একটা সুসংবদ্ধ কাব্য। এই কাব্যে কবির স্ব-রচিত বহু সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে আখ্যায়িকার যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাকা হাতের লেখা। কেন না, উহাতে বাস্তব জীবনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় মিলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দ, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। পুঁথিখানিতে যে সমস্ত উপমা ও রূপক প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত। এইগুলি বড়ু চণ্ডীদাসেব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্মারক।

সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপেই বলা চলে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস এক কবি নহেন। তদুপরি ভাষা, ভাব ও গঠন নৈপুণ্যের দিক হইতে বিচার করিলেও উভয় কবির মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় আদি-মধ্য যুগের (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক) বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। চর্যাগীতির রচনার প্রায় দেড়শ' বছর পরে বাংলা ভাষার স্বাভাবিকরূপটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু পদাবলীর ভাষা আরও পরবর্তীকালের।

পদাবলীর রাধা বৃষভানুনন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। তাঁহার মাতার নাম পদুমা। পদাবলীতে শ্রীমতীর ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একমাত্র বড়ায়ি ব্যতীত রাধার অন্য কোন সখী নাই। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলা অভিন্না ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের সখাদের কোন উল্লেখ নাই; অথচ পদাবলীতে কৃষ্ণের সুবল, সুদাম প্রভৃতি সখার নাম পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্বযুগের ভাগবতাদি, পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থেও রাধার সখীদের নাম পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পূর্বরাগের বর্ণনা নাই; আছে শুধু কৃষ্ণের পূর্বরাগ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ নরনারীর কামজ প্রেমেরই নামান্তর মাত্র। স্থূল দেহের

আকর্ষণই এখানে প্রবল। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিতার অনুপম সৌন্দর্য ও শুচিশুভ্র পবিত্রতা দৃষ্ট হয় না। যদিও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদসমূহে গৌরচন্দ্রিকাবিষয়ক কোন পদ নাই, তথাপি অনেকগুলি পদে মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ পরিস্ফুট। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁহার সখীদের কল্পনা করিয়াছিলেন। চৈতন্য পরবর্তী যুগের রসশাস্ত্র উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শ পদাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মানুমোদিত রাগানুগা প্রেমের উৎকর্ষতার সন্ধানও এই কবিতাগুলিতে মিলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি মধুস্বাদী বৈষ্ণব পদাবলীর সেখান হইতেই আরম্ভ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলীর তুলনামূলক বিচার করিলে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা অন্যূন শতাধিক বৎসরের।· এই সময়ের ব্যবধানে একই চণ্ডীদাসের কল্পনা কবা বাস্তব-বুদ্ধিসম্মত নয়। সুতরাং মনে করা যাইতে পাবে যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্-চৈতন্য যুগে এবং চণ্ডীদাস পদাবলী চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত হইয়াছিল। পদাবলীতে চণ্ডীদাস সম্পর্কে তিনটি উপনাম দেখা যায়। যথা, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু 'চণ্ডীদাস ব্যতীত অন্য কোন চণ্ডীদাসের উল্লেখ নাই।

বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী (<বাসরী <বাগীশ্বরী) দেবীর উপাসক ছিলেন। "বাসলী" বীণাপাণি যা সবস্বতীরই নামান্তর। কবির আর এক নাম অনন্ত। অনেকের ধাবণা, দ্বিজ চণ্ডীদাসই বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে নিজেকে "দীন"রূপে অভিহিত করিতে পারেন। তবে ইহাও স্বীকার্য যে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদের সন্ধান মিলে। আবার অনেকগুলি পদকে সপ্তদশ শতকের রচনা বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর কিংবা তাহারও কিছু পরবর্তী সময়ের "দীন" উপাধিক কোন অখ্যাতনামা কবি স্ব-রচিত পদগুলি চণ্ডীদাসের নামে পরিচায়িত করিয়াছিলেন। সে যুগে নিজের রচিত কবিতাদি কোন

শ্রেষ্ঠ কবির নামের অন্তরালে চালাইবার একটা প্রবল স্পৃহা ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন? আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে এই বড়ু চণ্ডীদাসই চৈতন্যদেবের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্য কোন চণ্ডীদাস নহে। দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পরে এবং দীন চণ্ডীদাস আরও অনেক পরের যুগের কবি ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পদ শুনিয়া ভাবাপ্লুত হইতেন। কিন্তু অনেক বৈষ্ণব ভক্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশী ও বিরহখণ্ডের কয়েকটি পদ ছাড়া অন্যান্য পদগুলির বর্ণনায় একটা কুৎসিৎ নগ্নতা দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব কবিতার অনির্বচনীয় মাধুর্য ইহাতে নাই বলিয়া মহাপ্রভুর পক্ষে এই জাতীয় সীমিত স্থূল কাব্যের পদসমূহের রসাস্বাদন করা সম্ভব নহে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মর্তব্য যে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় স্থানে স্থানে বিকৃত রুচিব পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাহা সত্ত্বেও গীতগোবিন্দে এমন অনেক অংশ আছে যাহা কৃষ্ণভক্তগণের নিকট উন্মাদনার সঞ্চার করে। সেজন্য অদ্যাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোক জগন্নাথদেবের মন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা সুর-তাল-লয়-যোগে গীত হইয়া থাকে। বিলুপ্ত প্রায় হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব পদ জনসাধারণের নিকট একেবারে অপরিচিত ছিল না। কারণ মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাল শিক্ষার যে দুইখানি পুঁথির সন্ধান দেন, তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ১৬টি পদ পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতা প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগবতের "বৈষ্ণব তোষণী" টীকায় "চণ্ডীদাসাদি -দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি"র উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শন হিসাবে চণ্ডীদাসের রচিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সুপরিচিত ছিল। সুতরাং ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠ পদগুলি পাঠ বা কীর্তন করিতেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসাস্বাদন করিলেও বিখ্যাত পদকর্তা হিসাবে চণ্ডীদাসের পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হয় না। মনীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থে চৈতন্য পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব-প্রেমধর্মের প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদসমূহের সন্ধান বেশী পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ভাষাও অবাচীন।

আবার বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম হইতে চণ্ডীদাস পদাবলীর একখানি নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে মনীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদিত পুঁথির সব পদগুলিই পাওয়া যায়। অধিকন্তু আরও ৩৭৭টি নূতন পদ সংযোজিত হইয়াছে। আবার চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি অপরের ভণিতায় পাওয়া যায়। এই পুঁথির সুদীর্ঘ অংশে দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস এবং শুধু চণ্ডীদাসের নামের উল্লেখ রহিয়াছে—কোথাও বড়ু চণ্ডীদাসের নাম নাই। এই কারণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি ছিলেন। একজন চৈতন্য পূববর্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। আর একজন হইলেন চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীকার দীন চণ্ডীদাস। কিন্তু কেবলমাত্র দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই "চণ্ডীদাস সমস্যার" সমাধান হয় না। এ সম্বন্ধে আরও নূতন উপাদান সংগৃহীত না হইলে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বর্তমানে সম্ভবপর নহে।

## ।। নাট্য-গীতিকাব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবি জয়দেবের অনুসরণে রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক নাট্য-গীতিকাব্য। ইহা ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্তঃ—যথা, জন্মখণ্ড, তাম্বুল-খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ [খণ্ড]।

জন্মখণ্ডে পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী রাধাকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণিত

হইয়াছে। তাম্বুলখণ্ডে কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা আছে। রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া কামার্ত কৃষ্ণ বড়ায়িকে দিয়া রাধার নিকট তাম্বুলাদি উপহার প্রেরণ করেন। দানখণ্ডে রাধালাভার্থ কৃষ্ণকর্তৃক দানীর ভূমিকা গ্রহণ এবং রাধাকৃষ্ণের মিলনজনিত সম্ভোগের চিত্র আছে। নৌকাখণ্ডে কাণ্ডারীবেশী কৃষ্ণকর্তৃক ব্রজগোপীগণকে যমুনা পারাপার এবং রাধাকৃষ্ণের যমুনাবিহারের বর্ণনা আছে। ভারখণ্ডে রাধার প্রীত্যর্থে কৃষ্ণকর্তৃক ভারবহন এবং ছত্রখণ্ডে রাধার মস্তকের উপর ছত্রধারণের বর্ণনা আছে। বৃন্দাবনখণ্ডে ব্রজগোপীগণসহ কৃষ্ণের বনবিহার ও যমুনা-খণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জল-কেলি এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্র-হরণের বৃত্তান্ত রহিয়াছে। হারখণ্ডে হারচুরির ব্যাপারে যশোদার নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ এবং বাণখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের মদন বাণ নিক্ষেপ, রাধার মোহ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বংশীখণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধার পূর্বরাগের সঞ্চার, রাধাকর্তৃক কৃষ্ণের বংশী অপহরণ, পরে রাধার বংশী প্রত্যর্পণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। বিরহ-খণ্ডে কৃষ্ণের অদর্শনে রাধার চিত্তে বিরহের সঞ্চার, রাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস এবং পরে কৃষ্ণের মথুরা প্রস্থানের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আধুনিক নাটকের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য না থাকিলেও সংস্কৃত নাটক এবং পরবর্তী যুগের যাত্রা ও পাঁচালীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খানিকটা মিল আছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী বহু প্রাচীনকাল হইতেই জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

নাটকে কাহিনীর ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সত্তাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করিতে হয়। কাহিনীর মধ্যে একদিকে থাকিবে পাত্র-পাত্রীর কর্ম-চঞ্চলতা, আর অন্যদিকে থাকিবে ঘটনার আকস্মিক উত্থান পতন। নাটককে কয়েকটি অঙ্ক বা দৃশ্যে ভাগ করা হয় এবং নায়ক নায়িকার চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কয়েকটি পার্শ্ব বা অপ্রধান চরিত্রের অবতারণা করিতে হয়। বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়া নাট্যকার কখনও উত্তেজনা, কখনও কৌতূহল, কখনও

বা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাট্যকার নিরপেক্ষভাবে পর্দার অন্তরাল হইতেই নাট্যরস পরিবেশন করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জন্মখণ্ডকে প্রস্তাবনা এবং অন্যান্য খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে একটি অঙ্ক বা দৃশ্য হিসাবে গণ্য করা যায়। নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপ নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। বিভিন্নখণ্ডে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ির উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনীর ক্ষিপ্রগতিশীলতা ও সার্থক পরিণতি লক্ষণীয়। রাধাচরিত্রের ক্রমপরিণতিতে নাট্যকারের প্রতিভা সুপরিস্ফুট। নারদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুচিত্রিত। ঘটনা বিন্যাসও মোটামুটি সুসংবদ্ধ। সংস্কৃত শ্লোকগুলির মাধ্যমে সমস্ত ঘটনার একটা পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের তাম্বুল প্রেরণ, দানীর ভূমিকা গ্রহণ, নৌকা-বিলাস, ভৃঙ্গারের জলে রাধার চৈতন্য সঞ্চার, বংশী চুরি প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে নাটকোচিত আকস্মিকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণচরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখা না গেলেও কৃষ্ণবিমুখা বালিকা রাধা প্রেমের বিভিন্নস্তব অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী রাধায় পরিণত হইয়াছেন। সেইজন্য রাধাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কবি সুনিপুণভাবে তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বাণখণ্ড প্রভৃতি অংশের মধ্যে নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রত্যাখ্যান, মান প্রভৃতি ভাবগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় বেগ সঞ্চার করিবার জন্য কবি প্রথমে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান। কংস নিধনার্থ তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধা তাঁহার মূল প্রকৃতি, স্বয়ং লক্ষ্মী :

"তোহ্মে নারী মোর,
নহ আইহণের রাণী।"

কিন্তু রাধা কৃষ্ণের দেবত্বে সন্দিহান। পরকীয়া প্রেমে তাঁহার বিশ্বাস নাই। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে বহির্দ্বন্দ্বের। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করিয়াছেন :

"বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাতে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান।"

সম্মোহন বাণে আহত হওয়ার পর রাধার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সৃষ্টি হইয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্বের। তখন তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণাভিমুখী ঃ

"আন্তর পোড়এ এবেঁ, বিরহে আনলে।"

রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যেও নাট্যধর্ম অনুসৃত হইয়াছে। যেমন, দানখণ্ডে ঃ

রাধা— "ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী।"

কৃষ্ণ— "তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ বাহী।
বিণি কাহ্নু সম্বোধে গমন তোর নাহী।"

সুতরাং নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটকীয় উৎকর্ষে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মর্যাদা দেওয়া যায় না; কারণ চরিত্র মাত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি। বিষয়বস্তুর নির্বাচনেও নূতনত্ব কিছু নাই। ঘটনা ও চরিত্রের শিথিল বিন্যাস এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের দরুণ ইহা সার্থক নাট্যগুণ সমন্বিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সংলাপের পুনরুক্তি ও লেখকের স্বগত উক্তি নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সময়, স্থান ও ঘটনার ঐক্যও যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নাই। পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যকার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই নীতি অনুসৃত হইলেও, বড়ু চণ্ডীদাস সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিজস্ব উক্তিও লক্ষ্য করা যায়।

"দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারাযিল ভোলে।"

অথবা,

"আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে
চলি গেলি রাধিকা হরিষে।"

এইখানে নাটকীয়ধর্ম খানিকটা লঙ্ঘিত হইয়াছে। যমুনাখণ্ড পর্যন্তই নাটকোচিত ঘটনার গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধার অন্তরের তীব্র বেদনাই পরিস্ফুট। বিশেষতঃ বিরহখণ্ড একমাত্র রাধার আর্তি ও হাহাকারেই পরিপূর্ণ; এখানে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের কোন ভূমিকা নাই।

সুতরাং নাটকের উপাদান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রচলিত পদাবলীর মত বংশী ও বিরহখণ্ডের অনেকগুলি পদই গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়া গ্রন্থটি রচিত হইলেও কবির ব্যক্তিমনের উচ্ছ্বাস অনেক স্থলেই কাব্যটিকে "লিরিক ধর্মী" করিয়াছে। রাধার করুণ মর্মস্পর্শী হাহাকারের মধ্যে কবি বড়ু চণ্ডীদাসের মনোভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে:

"যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘুগুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বিহরে বৃন্দাবনে॥"

অথবা,

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥"

অথবা,

"দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল
মোএঁ নারী বড় অভাগিনী॥"

কিন্তু কবির নিজস্ব অনুভূতি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও ইহাকে খাঁটি গীতিকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেন না, কবির ব্যক্তি-মানস রাধাকৃষ্ণের সত্তার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। কাব্যের শেষাংশের গীতধর্মী সুরটি সর্বাংশে আত্মভাবগত নয়। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবৃতি বা বর্ণনা রহিয়াছে। গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে উহাতে যেমন নাটকের উপাদান পাওয়া যায়, তেমনি ভাবগত দিক হইতে বিচার করিলে উহার মধ্যে গীতিকাব্যের লক্ষণও মিলে। আখ্যায়িকার

ক্রমবিকাশ নাট্যধর্মিতা ও গীতিধর্মিতার মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে নাটকের কিছু লক্ষণ থাকিলেও গীতেরই প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উভয়বিধ গুণই বিদ্যমান। তবে গীতিকাব্যের লক্ষণ অপেক্ষা নাটকের উপাদানই বেশী। কাব্যটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়; আর গীতিকাব্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে বংশীখণ্ড হইতে।

## ।। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ ।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি এই তিনটি প্রধান চরিত্র। তন্মধ্যে একমাত্র আকর্ষণীয় চরিত্র হইল রাধার। অন্য চরিত্রগুলি রাধা চরিত্রকে যথাযথ রূপ দিবার জন্য অঙ্কিত। কাব্যের গঠন, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও রচনাশৈলীতে নানাপ্রকার দৈন্য থাকিলেও এই চরিত্র চিত্রনে কবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য রাধা চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা রক্তমাংসের গঠিতা সাধারণ নারী। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই আখ্যানবস্তুর বিবর্তন হইয়াছে।

রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। তাঁহার মাতার নাম পদুমা। কবি প্রথমেই জন্মখণ্ডে তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়াছেন:

"তীন ভুবন জন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী।
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনক পুতুলী॥"

এই সর্বসুলক্ষণযুক্তা নারী নপুংসক আইহনের পত্নী। বৃদ্ধা বড়ায়ি ছিল রাধার একমাত্র সহচরী। "এগার বৎসরের বালী"কে কবি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার অসাধারণ আত্মস্বাতন্ত্র্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্বুলখণ্ডে দেখিতে পাই কৃষ্ণ বড়ায়ির

নিকট রাধার অপূর্ব রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছেন ঃ

"তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি লৗ ॥
দারুন কুসুম শর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥"

প্রেম নিবেদনচ্ছলে তিনি বড়ায়িকে দিয়া রাধার নিকট ফুল ও কর্পূরবাসিত তাম্বুল পাঠাইলেন। কিন্তু রাধা ঘৃণাভরে সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন ঃ

"যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ ॥"

তিনি যে হিন্দুঘরের মেয়ে। সামাজিক বন্ধন ও চিরাচরিত সংস্কার বিসর্জন দিবেন কেমন করিয়া ঃ

"নিষেধ নিষেধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন
তার প্রতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন ॥"

রাধার এই আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। স্বামীর প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ঃ

"ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥"

"ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে [হএ] স্থিতী ॥"

দানখণ্ডে প্রথমেই দেখি বড়ায়ি কৃষ্ণের দৌত্য করিতে গিয়া ব্যর্থকাম এবং রাধাকর্তৃক প্রহৃত হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষের দিকে রাধার অনিচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের মধ্যে মনের কোন সম্পর্ক ছিল না। মিলনের পরে তাহার মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব

প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নৌকাখণ্ডে দ্বিতীয় বারের আত্মসমর্পণের মধ্যেও রাধার চিত্তের কোন সংযোগ ছিল না। পূর্বের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব এই খণ্ডে খানিকটা প্রশমিত। রাধা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের ইঙ্গিত এখানেই মিলে। জলমগ্ন হইয়া রাধার মৃত্যু ঘটিবার উপক্রম হইলে কৃষ্ণ তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। তাম্বূলখণ্ডে রাধার সেই তীব্র ব্যক্তিত্ব বা তেজস্বিতা এখানে অনেকটা স্তিমিত। নৌকাখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি যে আনুগত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সতর্ক পদক্ষেপে ক্রমে ক্রমে পূর্বরাগ ও অনুরাগে রূপান্তরিত হইয়াছে। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত ভারখণ্ডেও লক্ষণীয়।

ছত্র ও বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কৃষ্ণ রাধার জন্য ভারবহন ও ছত্রধারণ করিয়াছেন। রাধার এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করিতে কবি যেভাবে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়াছেন এবং বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার মধ্য দিয়া "এগার বৎসরের বালী"কে প্রেমপরিপূর্ণা কৃষ্ণগতপ্রাণা নারী-রূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। বৃন্দাবনখণ্ডেই সর্বপ্রথম রাধার সক্রিয় মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য গোপীগণের নিকট হইতে পৃথক হইয়া নানাপ্রকার ফল-ফুলশোভিত সৌন্দর্য-নিকেতন বৃন্দাবনে রাধার কৃষ্ণসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কালীয়দমনখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি উৎকণ্ঠা স্বতঃস্ফূর্ত। যে রাধা পূর্বে কৃষ্ণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন সেই রাধাই এখন কৃষ্ণের জন্য উদ্বিগ্না। যমুনা ও হারখণ্ডে তাঁহার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করা যায়। হারখণ্ডে রাধা যশোদার নিকট হারচুরির অভিযোগ করিয়াছেন। এই মানসবিপ্লবের মূলে রহিয়াছে হিন্দুঘরের মেয়ের আজন্ম সামাজিক সংস্কার ও ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। কুলধর্ম, সমাজ ও ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া এই অবৈধ প্রেমের প্রতি যে স্বীকৃতি তাহা মোহগ্রস্ত চিত্তেরই বিকার মাত্র। অতঃপর বাণখণ্ডে কবি সুকৌশলে কৃষ্ণের হাত দিয়া রাধাকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করিলেন। পুষ্পশরে মূর্ছিতা

রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইলেন। পরে উভয়ের মিলন হইল।

বংশীখণ্ডেই রাধার পূর্বরাগ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পদাবলীর রাধার মত তিনি বংশীধ্বনি শ্রবণে আত্মহারা, পাগলপারা। বাঁশীর মধুরস্বরে রাধার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম গাঢ় হইয়াছে। যে রাধা পূর্বে বলিয়াছিলেন "কাল কাহ্নাঞি তোক বড় ডরাওঁ", শেষ পর্যন্ত সেই রাধাই কৃষ্ণের সহিত মিলনলোলুপা। বংশীরব তাঁহার চিত্তে বিরহ জাগাইয়া তোলে ঃ

'বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
না বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে॥"

বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় চিরযুগের বিরহীর আকুল আর্তনাদ। জাগতিক কোন ব্যাপারেই তাঁহার আর আকর্ষণ নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া রাধা তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। "আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী"। কৃষ্ণবিহনে তাঁহার নিকট সংসার শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ঃ

'কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিশ লাগে মোর শুন।"

অহরহ যে বাঁশী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে সেই বাঁশীই রাধা একদিন চুরি করিলেন। এই চুরির কৌতুক রহস্যের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্বের আভাস দেখা যায়।

বিরহখণ্ডে কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী রাধার হৃদয়ভেদী করুণ আর্তনাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রেমানুভূতি অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া সমগ্র বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমে এখন তাঁহার চিত্ত ভরপুর। রাধার নিকট এখন পৃথিবী শূন্য, যৌবন ও জীবন অসার ঃ

"এ ধন যৌবন বড়াযি সবই আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার॥"

কখনও আত্মগ্লানি আবার কখনও পূর্ব দুষ্কৃতির জন্য তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ ঃ

"বিরহ বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয বালী॥"
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদন মুরুতী॥"

অথবা,

"আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ সুরতী।
তে কারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী॥"

দুঃখের আতিশয্যে বলেন ঃ

"সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারি
তোর বিরহ সন্তাপ সহিতেঁ না পারি।"

আবার কখনও কাতর কণ্ঠে আবেদন জানান ঃ

"আল হের [ বড়ায়ি ]
কাহ্নাঞিঁ মোরে আনি আঁ দে।"

তাঁহার মর্মভেদী জ্বালা সুদীর্ঘ বিরহ অংশের মধ্যে নানা সুরে ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

"দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী॥"

পদাবলীর রাধার মত তিনি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যোগিনী হইয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন ঃ

"মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়াইবোঁ নানা দেশে।"

যে কৃষ্ণের জন্য রাধা নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণই এখন তাঁহার প্রতি বাম। কৃষ্ণের অদর্শনে পদাবলী রাধার মতই তিনি বড় আক্ষেপে বলিতেছেন ঃ

"যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘুগুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আনলআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥"

কৃষ্ণবিরহে তাঁহার ব্যাকুল আর্তি প্রতি ছত্রে ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে :

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দেঁ।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥"

এই সকল পদে সর্বদেশের প্রেমিক প্রেমিকার বাহির ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য অপরূপ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিরহখণ্ডের শেষ অংশে রাধা-কৃষ্ণের ক্ষণস্থায়ী মিলনান্তে আবার বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদ-জনিত মর্মান্তিক হাহাকারের মধ্যেই কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

একদিন যে বালিকা রাধা নীতি বহির্ভূত অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই রাধাই আবার কৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের অনুপম কবি প্রতিভা রাধা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

## ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলী ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর কিয়ৎ পরিমাণে মিল থাকিলেও ভাব, ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। রচনারীতি ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর ব্যবধান রহিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভোগের কবি। তাঁহার রচিত কাব্যের উপস্থাপনারীতি ও গঠনশৈলী স্থূল। কবির উদ্দেশ্য ছিল আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করা। কৃষ্ণের দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য রাধার জন্মগ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া

কাব্যের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক প্রেমোপাখ্যান। জন্মখণ্ড হইতে বিরহখণ্ড পর্যন্ত একটা অখণ্ড কাহিনী ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। অবশ্য এই কাহিনীর মধ্যে কখনও কখনও গীতি-কবিতার সুর প্রতিধ্বনিত হয়। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পদের সঙ্গে প্রচলিত পদাবলীর সাদৃশ্যও রহিয়াছে। কিন্তু পদাবলীর পদগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ। পদাবলীকারগণ স্বল্পায়তন গীতি-কবিতার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করিয়া একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাই নিম্নস্তবের লৌকিক প্রেমকাহিনী। এখানে ঐশ্বর্যভাব ও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য রহিয়াছে। কৃষ্ণকে কামুক ও ইন্দ্রিয়াসক্তরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। স্বীয় বিভূতি ও ঐশ্বর্যের কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে প্রলুব্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু পদাবলীতে কৃষ্ণ সর্বগুণনিধি প্রেমিক-নায়ক। তিনি আত্মার আত্মীয় বলিয়া তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, নিকুঞ্জবিহারী। তাঁহাব চিত্ত অনুক্ষণ রাধার প্রেমে বিভোর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা বৃষভানুনন্দিনী নহেন। তাঁহার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে সাগর-গোয়ালা ও পদুমা। একমাত্র বড়ায়ি ব্যতীত রাধার আর কোন সখীর নাম পাওয়া যায় না। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। এখানে কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেম দেহাশ্রয়ী; কিন্তু পদাবলীতে রাধার প্রেম স্বর্গীয়। মধুরভাবই এখানে প্রধান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইন্দ্রিয়লালসার নগ্নরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর পদাবলীতে রহিয়াছে কাম-গন্ধহীন অনাবিল প্রেমের আস্বাদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে রচিত বলিয়া মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের স্বীকৃতি সেখানে নাই। পক্ষান্তরে পদাবলীর চণ্ডীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও প্রেমধর্মের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পদাবলী রচনা করেন। তজ্জন্য রাধাকে ভক্তিভাবের প্রতিমূর্তি করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একমাত্র কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা আছে। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যে রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক পরিচয় পূর্বরাগের মধ্য দিয়া হয় নাই। বড়ায়ির মুখে রাধিকার অসামান্য রূপবর্ণনা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের কামনা উদ্দীপিত হইয়াছে:

"তোর মুখে শুনী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে॥"

কিন্তু কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনার মধ্যে পদাবলীর সেই স্বর্গীয় সুষমা নাই। তাহা দৈহিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবপদাবলীতে কৃষ্ণের পূর্বরাগের অপরূপ বর্ণনা নানা সুরে ও ছন্দে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে।

পদাবলীর রাধা প্রথম হইতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা। কৃষ্ণকে দর্শন মাত্রেই তাহার অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। কৃষ্ণ অনুরাগে তিনি কুল, মান ও সামাজিক অনুশাসন সবই পরিত্যাগ করিয়া শ্যামসিন্ধুর প্রতি ধাবমানা হইয়াছেন। ঘর অপেক্ষা পরই তাঁহার কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তিনি আত্মবিস্মৃতা হন:

"সদাই ধেআনে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।"

কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে তাঁহার দেহ-মন অবশ হইয়া যায়:

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

রাধার প্রেম প্রেমাস্পদের স্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার অতলস্পর্শীপ্রেম রূপ হইতে রূপাতীতের পথে যাত্রা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেম জৈবিক ক্ষুধারই নামান্তর মাত্র। এখানে নায়ক নায়িকা মিলনের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে; আর পদাবলীতে

নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা ও ব্যাকুলতা বাজিয়া উঠিয়াছে :

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

এ প্রেম কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। একান্ত নিবেদনেই এই প্রেমের চরম সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কৃষ্ণধ্যানরতা স্বর্ণপ্রতিমা নহেন। তিনি সাধারণ মানবী। তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধ লক্ষণীয়। স্বামীর প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা :

"ঘরের স্বামী মোর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।"

পর পুরুষের সঙ্গে তাঁহার কিসের সম্বন্ধ :

"ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তাব পতী।"

পদাবলীর রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি"র জন্য তাঁহার আবির্ভাব। দয়িতকে পাওয়ার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন :

"বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে.
যেমতি যোগিনী পারা।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা যদিও আক্ষেপের সহিত বলেন :

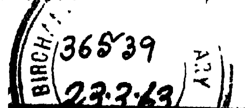
"আলো মরিবোঁ জাসী আগুনী।"

কিন্তু তাঁহার মূলে রহিয়াছে দৈহিক ক্ষুধানিবৃত্তির উদগ্র বাসনা। কৃষ্ণকে পাইলে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে :

"কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ
কাহ্ন আলিঙ্গিয়া সকল দেহ জুড়াইব।"

বংশী ও বিরহখণ্ডে কৃষ্ণপ্রেম বিমুখা রাধার চরিত্রেও ধ্যানধারণার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। অজ্ঞাত যৌবনা রূঢ়ভাষিণী বালিকার প্রেমমুগ্ধ রূপটি আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা উন্মনা হইয়া উঠেন :

"আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।"



কিন্তু কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে তেমন সুরের মূর্ছনা নাই যেমন পদাবলীতে দৃষ্ট হয়ঃ

"শ্যামের বাঁশিটি দুপুরে ডাকাতি
সব বল হরি নিল।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার আক্ষেপবাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে ঃ

"এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুব।
বাহুব বলয় মো করিবোঁ শঙ্খচুর।"

কিন্তু এই আক্ষেপ পদাবলীতে আরও মর্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর মধ্যে একটা গ্রাম্য ভাব ও স্থূলতা দেখা যায়। রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিয়া অস্বীকার করেন ঃ

"চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয় আখী।
যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ তোহ্মা নারী সতী।
তবেঁ কাল সাপ খাই এ আজিকার রাতী।"

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণের উক্তিও অতি নীচস্তরের ঃ

"নটকী গো আলা ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ না হিঁ মোরে।"

কিন্তু পদাবলীতে এইরূপ অমার্জিত অশ্লীল ভাব দেখা যায় না। রাধার প্রেম শত দুঃখে ম্লান হয় নাই। তাঁহার মধ্যে একটা আত্মসমর্পণ-মূলক ধ্যানগম্ভীর মূর্তি লক্ষ্য করি ঃ

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম
তোহারি চরণ খানি।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেমের মধ্যে আত্মবিস্মৃতি নাই; উহা একান্তই বহির্মুখী। এই প্রেম আপন মহিমায় অপার্থিব লোকে পৌঁছিতে পারে নাই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি,

বৈষ্ণবপদাবলীর সূচনা হইয়াছে সেখান হইতেই। পদাবলীর রাধার "মহাভাবময়ী" রূপটি বংশী ও বিরহখণ্ডের স্থানে স্থানে প্রকট হইয়াছে। এই দুইখণ্ডে রাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার ও বিরহ প্রভৃতি ভাবগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। সেজন্য প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন অংশের আকারগত ও ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে রাধা উতলা হইয়া বলিতেছেন :

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥"

পদাবলীতে এই পদের প্রতিধ্বনি পাই :

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বংশীধ্বনি রাধার অন্তরে বিরহ জাগাইয়া তোলে :

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্নু গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে।"

পদাবলীতে অনুরূপ পদ পাওয়া যায় :

"কি লাগিয়া ডাকরে বাঁশী আর কিবা চাও,
বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও।"

বিরহখণ্ডের একটি পদের সঙ্গে পদাবলীর একটি পদের অবিকল মিল রহিয়াছে। যেমন :

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিয়া কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।"

পদাবলীতে দেখি :

"প্রথম প্রহর নিশি    সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিযে তোমারে।
বসিয়া কদমতলে    সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।"

বিরহখণ্ডের একটি পদে পদাবলীর রাধার ব্যথাতুর অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

"হেন মতেঁ পড়িহাসে    সে আন যুবতী সঞোঁ
কাহ্ন রতি ভুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে।"

পদাবলীতে দেখি :

"আমার প্রিয়া যে    আন বাড়ী যায
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা যখন গরল ভক্ষণ করিতে চান তখন সঙ্গে সঙ্গে পদাবলীর রাধার কথাও মানস-পথে উদিত হয়। যেমন :

নিজ হাতে তুলিয়া যো খাইবো গরলে।"

পদাবলীতে রহিয়াছে :

"নিচয জানিও মুঞি ভখিব গরলে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই :

"সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে।"

এই পদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পদে :

"লোক মুখে শুনি    ইহা বলে লোক
কানু সনে রাধা আছে।"

"মাথা মুণ্ডিআঁ    যোগিনী হআঁ
বেড়াযিবোঁ নানা দেশে"

এই পদের সঙ্গে পদাবলীর নিম্নলিখিত পদের মিল আছে :

"আমি যোগিনী হৈযা যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই ঃ

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।"

পদাবলীতে অছে ঃ

"শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।"

আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ঃ

"দাসী হঞা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা "

ইহার সঙ্গে পদাবলীর নিম্নলিখিত পদের সাদৃশ্য আছে ঃ

"সব সমর্পিযা একমন হৈযা
নিশ্চয হৈলাম দাসী।"

এতদ্ব্যতীত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলীর কিছু আঙ্গিকগত মিলও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী দুই-ই গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রত্যেক পদের শীর্ষে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীব উল্লেখ আছে। পদাবলীতে যদিও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই, তথাপি এইগুলি গেয় কবিতা। পদাবলীতে যেমন পদশেষে ভণিতা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রত্যেক পদের শেষে "গাইল চণ্ডীদাসে", "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে" প্রভৃতি ভণিতা আছে।

বাঙ্গালীর চিত্ত গীতি-প্রবণ। গীতি-কবিতার বাঙ্ময়রূপটি প্রথমে বিধৃত হয় চর্যাপদে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানে। পদাবলীতে গীতি-কবিতার সুরটি আরও সুন্দরভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক গীতি-কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। সাধারণ গীতি-কবিতায় কবির ব্যক্তি-অনুভূতির সূক্ষ্ম রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পদাবলীতে ভক্তিরসেরই পরিক্রমা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীতে গীতি-ধর্মের স্বচ্ছন্দময়তা চোখে পড়ে। যেমন,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই ঃ

"শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।"

পদাবলীতে আছে :

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে :

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥"

পদাবলীতে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে রাধার অঙ্গ অবশ হইয়া যায় :

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির বর্ণনারীতিতে ও কল্পনাভঙ্গীতে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, যাহা পদাবলীতে নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গীতগোবিন্দ, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অসীম প্রভাব রহিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী এখানে অলঙ্কারাদি গৃহীত হইয়াছে। উপমার প্রয়োগ বাহুল্যেও উহা ভারাক্রান্ত।

পদাবলীতে চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। রূপক ও উপমার বাহুল্যে পদাবলীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত উপমাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থূল ; কিন্তু পদাবলীতে উপমার প্রয়োগে যে নৈপুণ্য ও অনন্য ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা দেখা যায় না। পদাবলীর মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসমূহ গাওয়া হইত। কিন্তু পদাবলীতে যে সুরঝঙ্কার স্বতোৎসারিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার একান্তই অভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ পাওয়া যায় ; তবে পয়ারই হইল প্রধান ছন্দ। কিন্তু তখন স্বরধ্বনির উচ্চারণ সর্বক্ষেত্রে একমাত্রাবিশিষ্ট ছিল না বলিয়া সময় সময় প্রতিছত্রে চৌদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়। আবার কখনও চৌদ্দ অক্ষরের বেশীও চোখে পড়ে। যেমন :

"শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।"

অনেক সময় অন্ত্যঅক্ষরে মিল পাওয়া যায় না; এইদিক হইতে পদাবলীর তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ দুর্বল। পদাবলীতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরধ্বনির উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। পদান্তস্থিত অ-কারধ্বনি উচ্চারিত হইত না। শ্বাসাঘাতের দরুণ স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ কিংবা লুপ্ত হওয়ার ফলে পয়ার ছত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের বেশী গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দিল। অবহট্‌ঠ হইতে আগত ব্রজবুলির শব্দ, বাগ্‌ধারা ও ছন্দ বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল।

## ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর ভাষাগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে আদি-মধ্যযুগের ( ১৩৫০-১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ) বাংলার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। আর পদাবলীতে অন্ত্য-মধ্যযুগের ( ১৫৫০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ) বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার ( চর্যাগীতির ) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রক্ষিত হইলেও পদাবলীতে সেইগুলি পাওয়া যায় না। প্রাকৃত ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী। চণ্ডীদাসের ভাষায় যে অননুকরণীয় পাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ দেখা যায়, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) আদিস্বরে শ্বাসাঘাত বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা অ>আ হইয়াছে। যেমন—আতিশয় ; আম্বল ; আনেক, আসুর ইত্যাদি।

(২) পদান্তস্থিত "অকার" উচ্চারিত হইত।

(৩) আনুনাসিক্যধ্বনির প্রয়োগ বাহুল্য।

(৪) দ্রব্যবাচকশব্দে ও বহুত্ববোধক "গণ" শব্দের ব্যবহার। যথা —আভরণগণ ; বাদ্যগণ ইত্যাদি।

(৫) পঞ্চমীর অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ। যথা—
জলেতে = জল হইতে ; সেজাত = শয্যা হইতে ইত্যাদি।

(৬) অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকালে অতীতকালের "লি" প্রত্যয়ের ব্যবহার।
যথা—চলিহলি = চলিও, করিহলি = করিও ইত্যাদি।

(৭) সামান্য অতীতের অর্থে নিত্যবৃত্তকালের প্রয়োগ। যথা—
পূর্ণঘট পাতি বড়ায়ি চাহিত ( =চাহিল ) মঙ্গলে।

(৮) অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালে স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার। যথা—উত্তরলী-হয়িলী-রাহী ; আইলী বড়ায়ি ইত্যাদি।

(৯) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" বিভক্তির প্রয়োগ। যথা—শোভের= শোভে ; বাজের=বাজে ইত্যাদি।

(১০) কর্মভাববাচ্যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার। যথা—
"মেদনী বিদার দেউ পশিআঁ লুকাওঁ।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পদাবলীতে দৃষ্ট হয় না ঃ

"রা" বিভক্তির সাহায্যে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ—আহ্মারা তোহ্মারা পদাবলীতে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে আহ্মে, আহ্মি, তুহ্মে, তুহ্মি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও পদাবলীতে নাই।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঃ

(১) "ইল" অন্তক অতীতের এবং "ইব" অন্তক ভবিষ্যতের কর্তবাচ্যে প্রয়োগ।

(২) অসমাপিকার সহিত "আছ্" ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন।

নিম্নলিখিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি পদাবলীতে লক্ষণীয় ঃ

(১) ই-কার ও উ-কার ধ্বনির অপিনিহিতি। যথা—রাতি>রাইত ; কালি>কাইল ; আশু>আউশ ইত্যাদি।

(২) দুই স্বরযুক্ত ধ্বনির এক স্বরধ্বনিতে পরিণতি।

(৩) মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতার লোপ। যথা—আহ্মি=আমি ; তোহ্মারা=তোমরা ; কাহ্নু=কানু ; বুঢ়=বুড় ইত্যাদি।

(৪) অন্ত্য অ-কারের সংস্কৃত উচ্চারণ।

(৫) -ইআ>-এ্যা,-এ ; -উআ>-ও। যথা—জালিয়া>জাল্যা, জেলে ; সাথুয়া>সেথো ইত্যাদি।

(৬) কর্তার বহুবচনে "রা" বিভক্তি, নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি এবং তির্যক কারকের বহুবচনে "দি" "দিগ" প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে লক্ষণীয়।

(৭) তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার।

(৮) বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার প্রচলন।

## ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দ ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব ॥

কবি জয়দেব যদিও সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন, তথাপি বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে আদি কবির সম্মান দেওয়া হয়। যমুনাতটে রাধামাধবের কেলি-বিলাসকে কবি সুমধুর ভাবে ও ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। গীতি-প্রবণ বাঙ্গালী কবিমানস জয়দেবের "মধুর-কোমল কান্তপদাবলী"র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা বিভিন্ন পুরাণ ও জয়দেবের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাই। জন্মখণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে : "কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে"—কংশের অত্যাচারে সৃষ্টি ধ্বংশ হইবে মনে করিয়া দেবতাগণ ব্রহ্মার সঙ্গে ক্ষীরোদসাগর তীরে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে প্রীত হইয়া শ্রীহরি বলিলেন যে বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে "শুক্লকেশরূপে" বলরাম এবং "কৃষ্ণকেশরূপে" শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন। [ "ধলকাল দুই কেশ দিল নারায়ণে"]

ভাগবতে রহিয়াছে :

"ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দীতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।"

বিষ্ণুপুরাণে পাই :

"এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।"

পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংশ নিহত হইবে, ইহাই বিধির বিধান। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলদেব ও অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। ভাদ্র মাসের রোহিণী নক্ষত্রাশ্রিত কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শুভ বিজয় লগ্নে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

পিতা বসুদেব সেই রাত্রেই নবজাত শিশুকে অত্যাচারী কংশের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে নন্দরাজ গৃহে রাখিয়া আসেন এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে নিয়া আসেন। দুরাত্মা কংশ এই কন্যাকেই দেবকীর সন্তান ভাবিয়া শিলাপটে নিক্ষেপ করিল। সেই মুহূর্তে আকাশবাণী হইল, নন্দের গৃহে যে শিশু বাড়িতেছে সে-ই কংশকে নিধন করিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া কংশ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য নানাপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করিল এবং গোকুলে পূতনা, কেশি, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি রাক্ষসগণকে পাঠাইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের এই অংশের সহিত ভাগবতাদি পুরাণের সাদৃশ্য রহিয়াছে। চণ্ডীতে দেবী বলিয়াছেন যে তিনি নন্দগোপ গৃহে যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবেন। ["নন্দগোপ গৃহে জাতা যশোদা গর্ভ সম্ভবা।"] ইনিই হইলেন যোগমায়া।

কিন্তু শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত কোন পুরাণ হইতে গৃহীত হয় নাই। রাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগোপাল-তাপনীতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রাধার নাম রহিয়াছে। আবার রাধাতন্ত্রে রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব লীলাপ্রসঙ্গ অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণভানু এবং মাতার নাম কলাবতী। পদ্মপুরাণে রাধার মাতার নাম কীর্তিদা বা কীর্তিকা। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত "ললিত মাধব" নাটকে রাধাকে বিন্ধ্যপর্বতের কন্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার জন্মবৃত্তান্ত অন্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবতাবৃন্দ শ্রীমতী রাধাকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে অনুনয় করেন। সেই কারণে রাধা পদুমার উদরে সাগর গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন :

"কাহ্নাঞি'র সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে
আল রাধা পৃথিবীতে কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার।"

আবার ঃ

"দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা।"

পদটির সঙ্গে কুমারসম্ভবেধৃত নিম্নলিখিত পদটি তুলনীয় ঃ

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী। জন্মখণ্ডে নারদের চরিত্রও পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার নৃত্য-কৌতুক ও হাস্যরসের বর্ণনা পুরাণেও কিছু কিছু মিলে।

বৃন্দাবনখণ্ডে রাসের বর্ণনার সঙ্গে ভাগবতের সাদৃশ্য আছে। তবে ভাগবতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে রাসলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় যে সৌন্দর্য নিকেতন বৃন্দাবনে রাসলীল দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাসলীলার সময় প্রত্যেক গোপীই নিজেকে কৃষ্ণের বেশী প্রিয়তমা মনে করিল ঃ

"সব্বে জানিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে॥"

কিন্তু ষোড়শ সহস্র গোপীর সান্নিধ্যলাভ করিয়াও একমাত্র রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণ। তিনি তাঁহার বহুমূর্তি সংহৃত করিয়া রাধার নিকট চলিয়া গেলেন ঃ

"সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জ গেহে।"

এই বর্ণনার মধ্যেও ভাগবতের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। কালীয়দমনখণ্ডে কালীয়নাগ বিনাশের ঘটনা অনুরূপভাবে পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তবে পুরাণে বর্ণিত কালীয়দমন বৃত্তান্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত ঘটনার সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগ বধের নিমিত্ত এক বৃক্ষ হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত জল হইতে না উঠায়

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁর দশাবতার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস অবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম রাম, বুদ্ধ ও কল্কীর পরে সংযোজিত করিয়াছেন :

"শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বাঁধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।
কলকীরূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ।"

এখানেও পুরাণের সঙ্গে একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বরাহপুরাণে রহিয়াছে :

"মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ।"

যমুনাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের বিষয়েও ভাগবতের সঙ্গে মিল দেখা যায়। তবে ভাগবতে প্রথমে কালীয় নাগ দমন, পরে বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গ আছে। রাসলীলার বর্ণনা পরে পাওয়া যায়।

বিরহখণ্ডে দেখি কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য বড়ায়ি রাধিকাকে চণ্ডীপূজার অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন :

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।"

ভাগবতেও শারদরাস বর্ণনায় দেখা যায় ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাত্যায়ণীপূজা করিয়াছিলেন। শারদরাসে কাত্যায়ণীব্রত পরায়ণা কুমারীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করাই ব্রজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রজগোপীগণ সকলেই কৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ সকলের তৃপ্তি বিধান করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাম্বুলখণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পদটি পাওয়া যায় :

"কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥
তিল ফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।
কনক যূথিকামালা বাহু যুগলে"

ইহার সঙ্গে জয়দেবের নিম্নলিখিত পদ তুলনীয় ঃ

"বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্ ।"
[ গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ ]

দানখণ্ডে পাই ঃ

"নীল উতপল তোর নয়নে ।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥"

তুলনীয় ঃ

"নীলনলিনাভমপি তম্বি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদ রূপম" [গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ]

"ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে
নাসিকা গালিক যন্ত্র সমানে ।"

তুলনীয় ঃ

"ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণ পালিরিতি স্মরেণ ।" [ গীতগোবিন্দ-তৃতীয় সর্গ ]

"ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশন দংশনে ।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মণে ।"

তুলনীয় ঃ

"সত্যমেবাসি যদি সুদতিময়ি কোপিনী-
দেহি খরনয়নশরঘাতম্ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনযরদখণ্ডনম্ ।
যেন বা ভবতি সুখ জাতম ।" [ গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ ]

নৌকাখণ্ডে পাই ঃ

"মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার ।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতী হার ।"

তুলনীয় ঃ

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগনয়নে মৃগমদরুচিরূষিতে ।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ।।" [গীতগোবিন্দ-সপ্তম সর্গ]

বৃন্দাবনখণ্ডে পাই ঃ

"এথা আন সঙ্গে আহ্মে দেবী।
অমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী।"

তুলনীয় ঃ

"অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।"
[ গীতগোবিন্দ-পঞ্চম সর্গ ]

"তোর রতি আশোআশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে।"

তুলনীয় ঃ

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্"।
[ গীতগোবিন্দ-পঞ্চম সর্গ ]

"যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মাবে।"

তুলনীয় ঃ

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম।"
[ গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ ]

"তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে।"

তুলনীয় ঃ

"নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্।
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি।
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥"
[ গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ ]

বিরহখণ্ডে যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদে রাধার বিরহজনিত মনোবেদনা বড়ায়ি

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইগুলিও গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গের কয়েকটি পদের ভাবানুবাদ ঃ

"তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতিহৃদয়ে খিনী বাধা চলিতেঁ না পারে।"

তুলনীয় ঃ

"স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥"
[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"সরস চন্দন পঙ্কে
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।"

তুলনীয় ঃ

"সরসমসৃণমপিমলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিববপুষিসশঙ্কম্ ॥"
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"তোব বিরহ দহনে।
দগধিলী বাধা জীএ তোব দরশনে।"

তুলনীয় ঃ

"জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া"
[ গীতগোবিন্দ-ষষ্ঠ সর্গ ]

"কুসুম শর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি একপাশে।
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে।"

তুলনীয় ঃ

"শ্বসিত-পবন মনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ।।
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালম্ ।।
নয়ন বিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পম্ ।।" [ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে।"

তুলনীয় ঃ

"নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্।"
[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে।"

তুলনীয় ঃ

"কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্।"
[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।"

তুলনীয় ঃ

"অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।"
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।" [ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ।।
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলেঁ সরূপ ।।"

তুলনীয় ঃ

"বহতি চ বলিত-বিলোচন জলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃত ধারম্।
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্।।"

[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

"তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥"

তুলনীয় ঃ

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্।"

[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে যে সমস্ত উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে গ্রাম্য স্থূলতা ও অশ্লীলতা থাকা সত্ত্বেও কবির শক্তি ও মৌলিকতাকে আমাদের স্বীকৃতি দিতেই হইবে।

## ।। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা ।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত লৌকিক কাব্য। গ্রন্থখানির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে আদিরসের অশ্রান্ত প্লাবন। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় উদগ্র যৌনতৃষ্ণার লেলিহান জিহ্বা যেন কাব্যের রসটুকু প্রায় নিঃশেষে পান করিয়াছে। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্যই রাধার জন্মগ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া কাব্যের কাঠামো রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ চরিত্রহীন কামার্ত যুবক। মাতুলানী সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া তিনি দেহভোগ লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে উৎসুক। রাধা যখন প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

"এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ।।"

প্রত্যুত্তরে চরিত্রহীন কামান্ধ কৃষ্ণ বলেন ঃ

"হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥"

কৃষ্ণ স্বীয় ঐশীশক্তি সগর্বে প্রচার করিয়া এবং নানাবিধ কলাকৌশল অবলম্বন করিয়া নায়িকা রাধিকাকে আপনার ইচ্ছায় বশীভূত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পদাবলীর রাধার মত তিনি প্রথম হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা নহেন, তিনি গর্বিতা যুবতী। স্বামী আইহনের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা। কৃষ্ণের অশোভন প্রস্তাবে তিনি বড়ায়িকে অপমানিত করিয়াছেন। প্রাকৃত রমণীর মতই তিনি বলেন ঃ

"কাল হাণ্ডির ভাত না খাও।
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ।
কালিনী রাতি মো প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ
কাল গাইর ক্ষীর নাহিঁ খাওঁ।
কাল কাজল নয়নে না লওঁ
কাল কাহ্নাঞি লোক বড় ডরাওঁ।"

কৃষ্ণের দেবত্বের প্রতি তাঁহার বিদ্রূপোক্তিও লক্ষণীয় ঃ

"আছুক তোহোর কথা হেন করিতে
নারে তোর বাপে।"

বংশী চুরির অপবাদ অস্বীকার করিয়া বলেন ঃ

'চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী।"

স্থানে স্থানে কৃষ্ণের উক্তিও পরিচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচায়ক নহে ঃ

"পামরী ছেনারী নারী হআঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী মানবিকরসে সিঞ্চিত। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-কল্পনা উন্নত ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহাদের পারস্পরিক অনুরাগ পূর্বরাগের মধ্য দিয়া সঞ্চার হয় নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক সম্ভোগ জনিত

অবস্থা হইতেই রাধার চিত্তে প্রেমোদ্গম হইয়াছে। যে পূর্ণবিকশিত লাবণ্যযুক্ত নারীদেহ পুরুষের কামনায় ইন্ধন যোগায় কবি সুনিপুণভাবে রাধার সেই রূপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ঃ

"নয়ন যুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈষৎ কটাক্ষে মোহে মুনি মনে।
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলা।"
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোক যুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা।"

রাধা-কৃষ্ণের মিলনের দৃশ্যেও প্রাকৃত লালসার নগ্নচিত্র প্রকটিত হইয়াছে।

"ভুজযুগে ধরা কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহে ধরিলেক আতি জতনে।"

কিন্তু বাহ্যতঃ স্থূলতা ও অশ্লীলতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদে কবির গভীর সৌন্দর্যবোধ ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক সাহিত্যকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভক্তিমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে রুচি বহির্ভূত লৌকিক উপাদানেরও সন্ধান মিলে। বড়ু চণ্ডীদাস সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি জয়দেবের মত তিনি উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার কাব্যের আভিজাত্য বর্ধন করিয়াছেন। বংশী ও বিরহখণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাসের যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, তাহার পূর্বাভাষ অন্যান্য খণ্ডগুলিতেও দেখা যায়। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন ঃ

"নীল কুটিল ঘন মৃত্নদীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥"

অথবা,

"দেহ নীল মেঘছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা।
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা॥"

রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় মিলে ঃ

"নীল জলদ সম কুন্তল ভারা
বেকল বিজুলি শোভে চম্পকমালা।
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা॥"

অথবা,

"কনক নিকস সম তনু কান্তি লীলা।
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা।"

নৌকাখণ্ডের মাঝ যমুনায় তরঙ্গমালার মধ্যে বিহ্বলা রাধার মনোভাব সুন্দর-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

"মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ।
যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ॥"

নানা ফল-ফুলে শোভিত বৃন্দাবনের উদ্যানের বর্ণনাও মনোমুগ্ধকর। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে তাম্বূলখণ্ড হইতে বাণখণ্ড পর্যন্ত একটা অমার্জিত রুচি ও গ্রাম্যভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু বংশীখণ্ডের সূচনাতেই দেখি কাব্যের স্থূলভাব অনেকটা অপসারিত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই একটা অভাবনীয় পরিবর্তন আসিয়াছে। কৃষ্ণের রাধার দেহের উপরে আর কোন আকর্ষণ নাই।

সুরত বাঞ্ছা চরিতার্থ হইতে না হইতেই তিনি নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের চিত্ত সংহত করতঃ যোগসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। উদ্ভিন্না যৌবনা রাধার ব্যাকুল প্রেম ও আত্মনিবেদন তিনি নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রেমের গাঢ় অনুভূতিতে ও বিরহের অন্তর্দাহে প্রেমাভিনয়ে অনভিজ্ঞা রাধার প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বংশীধ্বনি

শ্রবণে উন্মাদিনী রাধার মনোভাবকে বড়ু চণ্ডীদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া রূপ দিয়াছেন। রাধার কৃষ্ণার্তি বংশীও বিরহখণ্ডের প্রতি ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে কয়েকটি পদে রাধার জৈবিক ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষাই রসরূপলাভ করিয়াছে। তাঁহার আক্ষেপবাণীর মধ্যে যেন কোন অতৃপ্তা প্রাকৃত রমণীর ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিয়াছে ঃ

"নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহাব পাশত পুরুষ নাহী ॥"

অথবা,

"তাব শুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী
যে নাবীক লঞা কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী ॥"

কিন্তু কতকগুলি পদ আমরা যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করি, তাহা হইলে সেখানে বিশুদ্ধ উচ্চভাব ও কবির মৌলিক কল্পনাশক্তিব পরিচয় পাওয়া যায়। এই পদগুলি ইঙ্গিত ধর্মী ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত। পদাবলীর রাধার মতই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব রাধা প্রেমাভিসাবে যাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন ঃ

"বাঁশীব শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তাব আনুসারে।"

তাঁহার আক্ষেপ বাণীর মধ্যে ধ্বনিত হয় চিরযুগের বিরহীর আকুল আর্তনাদ ঃ

"দহ বুলী ঝাপ দিলেঁ। সে মোব সুখাইল ল
মোঞেঁ নাবী বড় আভাগিনী ॥

অথবা,

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
বাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥"

বিরহজনিত অবস্থায় রাধার উক্তির মধ্যে কবির গভীর জীবনবোধ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।"

রাধার মনোবেদনা রূপায়ণে নিম্নলিখিত পদগুলিও সুর-মূর্ছনাময় সঙ্গীতধর্মী হইয়া উঠিয়াছে :

"মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী।
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥"

অথবা,

"ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয় হৃদয়ে কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥"

অথবা,

"আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥"

এই জাতীয় রসোত্তীর্ণ পদগুলির মধ্যে আমরা পদাবলীর রাধার "মহাভাবময়ী" রূপটি প্রত্যক্ষ করি। এখানে ভক্তিতত্ত্বের বীজও নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তির ভিতর দিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ব্যঞ্জনাহীন স্থূল কাব্য মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কতকগুলি পদ মাধুর্য ভাব-মণ্ডিত। অফুরন্ত সৌন্দর্য-সুধা এই পদগুলি হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। যে কোন ভক্ত রসিকের পক্ষেই এই পদগুলি আস্বাদ্য। এই হিসাবে বংশী ও বিরহখণ্ডের শ্রেষ্ঠ পদসমষ্টিকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের "প্রাক্-রূপ" বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

"বিশ বৎসর হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা সাধারণ সাহিত্যরসিক এবং যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী ভক্ত, তাঁহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি কিছুমাত্র

আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নহে। তবে এই অবহেলার একটু কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের, কিন্তু ইহার ভাষা প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ্য বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। আনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের বণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্যকুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন।”

## ॥ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

সকল দেশেই ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ হইয়াছে। বৌদ্ধসহজিয়া সাধকগণের সাধনতত্ত্বদ্যোতক চর্যাপদগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এই পদগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯৫০-১২৫০ এর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। সহজধর্মের দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশ করাই রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল। অদীক্ষিত লোকের নিকট চর্যাপদের আভ্যন্তরীণ অর্থ যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য কবিগোষ্ঠী এই পদগুলি হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় রচিত করিয়াছিলেন। পদগুলি ধর্মসঙ্গীত। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পদসমূহ রচিত না হইলেও কয়েকটি পদ পাওয়া যায় যেগুলি চিত্রধর্মী এবং গূঢ়ব্যঞ্জনাময়। গীতিপ্রবণতা বাঙ্গালীর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। বাস্তব জীবনের পটভূমিকা হইতে গৃহীত উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের অন্তরালে গুরুমুখী সূক্ষ্ম সাধনতত্ত্বকে কবিগণ যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উচ্চাঙ্গের কবি প্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন। চর্যাপদের জন্ম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গীতিকবিতার ধারাটির অনুবর্তন পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও দেখিতে পাই। শবর পাদের রচিত নিম্নলিখিত পদটিকে যে কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রধর্মী কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ঃ

“উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী-বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী।
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।

তিআ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥" ইত্যাদি।

চর্যাপদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাবগত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। বিষয়ের স্থূলতা ও রুচির গ্রাম্যতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক কাব্য। চর্যার মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি গাওয়া হইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রত্যেক পদের উপরে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।

চর্যাপদের যেমন কয়েকটি পদ গীতধর্মী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশী ও বিরহখণ্ডের অনেকগুলি পদ গীতিকবিতার অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আগাগোড়াই প্রেমকাব্য। চর্যায় দুই একটি পদে প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে লৌকিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হইয়াছে; চর্যায় অন্ত্যজ সমাজের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ধর্মের দিক দিয়াও চর্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খানিকটা মিল আছে। বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীরা তান্ত্রিক ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তন্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী চর্যায় যথাক্রমে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা নাড়ীরূপে কল্পিত হইয়াছে। চর্যার ধর্মমত পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অফুরন্ত রূপের উৎস। তিনি প্রেমময় এবং আনন্দময়। সহজিয়া সাধনতত্ত্বেরও মূলে রহিয়াছে করুণা বা প্রেম এবং মহাসুখানুভূতি। চর্যায় শবর পাদের উল্লিখিত পদটিতে পরকীয়াতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চর্যার মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পদে যোগসাধনার কথা রহিয়াছে। চর্যাপদে পাই:

"কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে:

"আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই।
মূল কমলে করিলোঁ মধুপান।
এবেঁ পাইআঁ আহ্মে ব্রহ্ম গেআন॥

দূর আন্থসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞি॥
ইডা পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিলেঁা কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট॥"

চর্যাপদে যেরূপ সার্থক উপমা ও রূপকের অন্তরালে ধর্মমত অভিব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বড়ু চণ্ডীদাস উপমা ও রূপকের প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সাধারণ কাব্যের লক্ষণসমূহ অর্থাৎ ছন্দ, অলঙ্কার, রস প্রবাদ ইত্যাদি উভয় কাব্যগ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। চর্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা জাত সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। যেমন—

(১) আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী—হরিণ নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য জগতের শত্রু।

(২) নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক—মানুষের অন্তরেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, লঙ্কায় অর্থাৎ দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(৩) বর শূন্য গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে—দুষ্ট বলদ হইতে বরং শূন্য গোয়ালও ভাল।

(৪) বলদ বিআঅল গবিয়া বাঁঝে—আপাত বিরোধী উক্তির মধ্য দিয়া অধ্যাত্ম সত্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত কতকগুলি প্রবাদ বাক্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আহৃত হইয়াছে। যথা—

( ১ ) আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।

( ২ ) মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারীকল।

( ৩ ) মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী।

( ৪ ) পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।

( ৫ ) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। ইত্যাদি।

চর্যায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ বা পংক্তি অনুরূপ অর্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—

(ক) চর্যায় ঃ

"অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঃ

"বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী।"

(খ) চর্যায় ঃ

"আইস সংবোহে কো পতিআই।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঃ

"তা শুণি কে বা পাতিআএ"

( গ ) চর্যায় ঃ

"কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমায।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঃ

"তাত না সমাএ চরী"।

( ঘ ) চর্যায় ঃ

"কাঅ নাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঃ

"বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে।"

চর্যার ভাষার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ব্যাকরণগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। চর্যাপদে শৌরসেনী অপভ্রংশজাত কয়েকটি শব্দ পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাতে দৃষ্ট হয়। অপভ্রংশ যুগের লৌকিক প্রভাব অতিক্রম করিয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক হইতেই বাংলার গণচিত্তে পৌরাণিক ভাবধারা ও আদর্শ বদ্ধমূল হইতে থাকে। সেজন্য চর্যাপদের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও সংস্কৃতানুসারী। চর্যায় বাংলার সমস্ত লক্ষণগুলি যথাযথভাবে পরিস্ফুট না হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা উজ্জলভাবে উপস্থিত।

নিম্নলিখিত ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলিই উভয়গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ঃ—

( ১ ) প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে জাল, লোক, গণ, সব প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের পদ গঠন।

চর্যায়—জোইণি জালে ; বিদুজন লোঅ = বিদ্বজ্জন লোক ;

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—সখিসবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "গণ" দ্রব্যবাচক শব্দেও প্রযুক্ত হইয়াছে—যেমন, বাস্তগণ, আভরণগণ ইত্যাদি।

( ২ ) সম যুগ্মব্যঞ্জনধ্বনির একটির লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি। যেমন—চর্যায়—ধাম<ধর্ম ; জাম<জন্ম ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—হাথে<হস্তে ; লাগ<লগ্ন ; চৌঠ<চতুর্থ।

( ৩ ) স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—হাড়েরি মালী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—উত্তরলী হয়িলী রাহী ; অনাথী নারীক ইত্যাদি।

( ৪ ) করণে "এ" বা এঁ বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—কুঠারেঁ ; আলিএঁ কালিএঁ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—নেহাএঁ ; মাথাএ ইত্যাদি।

( ৫ ) গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে-ক,-কে,-রে বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—ঠাকুরক ; নাশক ; তোহোরে ; রসানেরে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—মথুরাক ; কাহ্নাঞিঁকে , কংশেরে ইত্যাদি।

( ৬ ) সম্বন্ধপদে—আর,-এর,-র বিভাক্তর প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—ডোম্বীএর ; রুখের ; মুসার ; হরিণীর ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—তিরীর যৌবন ; কাখের কুম্ভত ইত্যাদি।

সংস্কৃত ষষ্ঠী বিভক্তির কিছু চিহ্ন চর্যায় পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। যেমন—চর্যায়—খনহ<ক্ষণস্য ; গঅনহ<গগনস্য ইত্যাদি।

(৭) অপভ্রংশের পঞ্চমীর "হু," "হুঁ" বিভক্তি চর্যায় দুই একটি শব্দে রক্ষিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার প্রয়োগ নাই। যেমন—

চর্যায়—রঅণহু<রত্নাৎ ; খেঁপহু<ক্ষেপাৎ ইত্যাদি।

(৮) অন্তর, সম, সঙ্গ, দিয়া প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—তোহোর অন্তরে ; তোএ সম ; ডোম্বীএর সঙ্গে ; দিআঁ চঞ্চালী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—দানের আন্তরে ; তা সমে কি মোর নেহা ; বড়ায়ির সঙ্গে হাথ দিআঁ।

(৯) ক্রিয়াপদে বর্তমানকালে সংস্কৃতের মধ্যম পুরুষের "সি" বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—পুচ্ছসি; অইসসি; যাসি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—করসি; দেসি; বাসসি।

(১০) অনুজ্ঞাভাবে বর্তমানকালে উ<তু বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—করউ; দেউ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—করউ; করিউ; দেউ।

(১১) ক্রিয়াপদে অতীতকালে-"ইল" এবং ভবিষ্যৎকালে-"ইব" বিভক্তির ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—দেখিল; আইলা; গেলা; করিব; জাইবে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—শুনিলোঁ; বহিল; পোহাইবোঁ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতকালে "লি" বিভক্তির প্রয়োগ অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকালেও পাওয়া যায়। যথা—করিহলি (=করিও); চলিহলি (=চলিও)। কিন্তু চর্যায় এইরূপ প্রয়োগ নাই।

(১২) অকর্মক ক্রিয়ায় কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালে স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ।

চর্যায়—রাতি পোহাইলী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—ঈষত হাসিলী চন্দ্রাবলী; মুরুছা গেলী রাধিকা।

(১৩) -ইলে, ইতে অন্তক অসমাপিকার ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—জীবন্তে মইলেঁ; মূঢ়া আচ্ছন্তে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—নঠ হৈলেঁ; ভার লআঁ জাইতেঁ পসার।

(১৪) চর্যাপদগুলির অধিকাংশই "চতুষ্পদী" ছন্দে রচিত। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের উৎস চর্যাপদে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

চর্যায় নিম্নলিখিত পদটিতে পয়ার ছন্দের সুর ধ্বনিত হইয়াছে:

"অহনিশি সুরঅ। পসঙ্গেঁ জাঅ।
জোইণি জালে। রঅণি পোহাঅ॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ারই মুখ্য ছন্দ:

"নিন্দএ চান্দ চন্দন। রাধা সবখনে।
গরল সমান মানে। মলয় পবনে॥"

## ॥ বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বিদ্যাপতির জীবনীকাল ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রায় সমসাময়িক। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ মৈথিলী ভাষায় লিখিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাঙ্গালা ও মিথিলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য যে সমস্ত বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় যাইতেন তাঁহারা বিদ্যাপতি ঠাকুর রচিত পদাবলী সাহিত্য নিজ দেশে নিয়ে আসেন। এইভাবেই বিদ্যাপতির প্রভাব বাংলা দেশে বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিগণ বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। সেইজন্য বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই কবি জয়দেবের নিকট ঋণী। কিন্তু উভয় কবির রচনাদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রধানতঃ আখ্যায়িকা কাব্য। দৈহিক ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি দ্বারা বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলাকে মানবিকরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি দৈবীলীলাকে নানাস্তরে ভাগ করিয়া প্রেমের বৈচিত্র্য ও ইহার রহস্যময় স্বরূপটি অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত যে পদগুলির মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

(১) "লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো
রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"লুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায়।" [বিদ্যাপতি]

(২) "ললাট তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

অলকে তিলকে সসধর তুল।" [বিদ্যাপতি]

(৩) "মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"ধরণী পসিএ যদি পাউ পরকাশ।" [ বিদ্যাপতি ]

(৪) "কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্ন।" [ দানখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্ন।" [ বিদ্যাপতি ]

(৫) "প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার।" [ দানখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"মোহরে মুদল অছ মদন ভঁড়ার" [ বিদ্যাপতি ]

(৬) "ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি তুহ্নি হাথে না খাইএ।" [দানখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"বড়ও ভুখল নহি তুহু কওরে খাএ।" [ বিদ্যাপতি ]

(৭) "মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।" [ দানখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"বানর কণ্ঠে কি মেতিম মাল।" [ বিদ্যাপতি ]

(৮) "বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞি বেড়াএ বিছোহে।" [ দানখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"বিছোহ বিকল ভেল দুহুক পরান।" [ বিদ্যাপতি ]

(৯) "কনক কুম্ভ আকারে তুহ্নি তোর পয়োভারে

তাহাত উপর গজমুকুতাব হারে।

যেহ্ন শোভকরে সুমেরু গঙ্গার ধারে

তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে।" [ দানখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর

উপর মতিম হার।

জনি কনকাচল উপর বিমল জল

দুই বহ সুরসরি ধার।"

(১০) "অপরুব কুচ চক্রবাক যুগল" [ ছত্রখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"কুচ জুগ চারু চকেবা।" [ বিদ্যাপতি ]

(১১) "দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী।" [ বাণখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"সরদ চান্দ সোহাঞোনা।
উগিতহি অথ গেলা।"  [ বিদ্যাপতি ]

(১২) "আছুক লাভ মোর মূলত আফার।"  [ বাণখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"লাভ লাই গেলাহু মূলহু ভেল হানি।"  [ বিদ্যাপতি ]

(১৩) "কাহ্নাঞি বিহাণে মোর  সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।"  [ বংশীখণ্ড ]

তুলনীয় ঃ

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥"  [ বিদ্যাপতি ]

(১৪) "এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ [ মো ] যে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয় মো করিবোঁ শঙ্খচুর।"  [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
প্রিয়াঁ যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীথার সিন্দুর পো ছি কত দূর।
পিয়া বিণু সবহি নৈরাস রে॥"  [ বিদ্যাপতি ]

(১৫) "কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে॥"  [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।
"চানন শীতল মোহি ন শোহায়॥"  [ বিদ্যাপতি ]॥

(১৬) "সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী"  [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

তাহি দেস বসন্ত ন ভেলা।"  [ বিদ্যাপতি ]

(১৭) "মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রা এ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব ॥ " [ বিদ্যাপতি ]

(১৮) "নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"যামিনী ঘন আধিঁয়ার।
নিসি আন্ধিয়ারি ডরাসী ॥" [ বিদ্যাপতি ]

(১৯) "গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হর্আ সমান আকারে সুরেশরী তুঈধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিমহার।
জণি কনকাচল উপর বিমল জল
তুই বহ সুরসরি ধার ॥" [ বিদ্যাপতি ]

(২০) "আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"মাস আষাঢ় উন্নত নব মেঘ।
পিয়া বিশলেখে রহঞো নিরথেঘ ॥" [ বিদ্যাপতি ]

(২১) "পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী যাওঁ তথা।" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় ঃ

"পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কহোঁ তছুপাশে ॥" [ বিদ্যাপতি ]

(২২) "ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় :

"ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহকয় দাদুল মোর॥
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥" [ বিদ্যাপতি ]

(২৩) "ভাঁগিল সোণার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী॥" [ রাধাবিরহ ]

তুলনীয় :

"সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দ হইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥" [ বিদ্যাপতি ]

## ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও লোকসাহিত্য ॥

লোকসাহিত্যে প্রচলিত কতকগুলি বাক্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে এক লৌকিক গ্রাম্য প্রণয় কাহিনী রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠে রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাগতিতে লৌকিক সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে প্রাচীন ছড়া, ডাক ও খনার বচনের উল্লেখ রহিয়াছে।

নিম্নলিখিত পদগুলি বিচার্য :

(১) "মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারীকল"

তুলনীয় :

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল [ মৈমনসিংহ-গীতিকা ]

(২) "তপত দুধ নালে না পীএ
জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ॥"

(৩) "মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।"

(৪) "এবেঁ মোর মণের পোড়ণী।"
"যেন উয়ে কুম্ভারের পণী॥"

(৫) "পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।"

তুলনীয় :

"পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার" [ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ]

(৬) "সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।"

তুলনীয় :

শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও।" [ মৈমনসিংহ-গীতিকা ]

(৭) "দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল।"

তুলনীয় :

"দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়" [ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ]

(৮) "এর্কে দহ দহ ঘসির আগুণ
আরে কেনা জালে ফুকে।"

(৯) "পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন।"

(১০) "সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ
জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে
জুড়িএ কাহার বাপে।"

(১১) "যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসবামে।"

তুলনীয় :

"যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায়।" [ মৈমনসিংহ-গীতিকা ]

(১২) "কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।"

প্রাচীনকাল হইতেই সমাজে কতকগুলি সংস্কার প্রচলিত ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত পদগুলি বিচার্য :

(১৩) "ভাদর মাসে তিথি চতুর্থীর রাতী।
জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।"
[ শাস্ত্রে ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ ]

(১৪) "গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ।
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গা এ।"

নিম্নলিখিত পদগুলির খনার বচনের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে :

(১৫) "কোন আসুভখনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥
* * * *
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥"

তুলনীয় :
"শূন্য কলসী শুক্না না।"
শুক্না ডালে ডাকে কা॥". [ খনার বচন ]

(১৬) "আজি জখনে মো বাঢাইলোঁ পাএঁ।
পাছে ডাক দিল কালিনী মাএ॥"

তুলনীয় :
"আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।" [ খনার বচন ]

বড়ু চণ্ডীদাস লৌকিক সাহিত্য হইতে এই সমস্ত প্রবাদ-প্রবচন আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছেন।

## ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ॥

চর্যাপদের পরই ভাষাগত পরিণতির সার্থকরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যগ্রন্থখানিই আদি-মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার খাঁটিরূপ ইহাতে রক্ষিত আছে। নব-জাত বাংলা ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের মত শক্তিশালী কবির হাতে পড়িয়া অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি এবং রচনাশৈলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আপন স্বভাবে ভাস্বর। চর্যাপদের রচনাকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসরের ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যের আর কোন

গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মনে হয়, তুর্কী অভিযানের ফলে মঠ, মন্দির এবং অন্যান্যস্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কতিপয় আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। বইখানি পঞ্চদশ শতকের পরে লিখিত হইলে আরও বেশী পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেশী। অন্-আর্য ভাষা হইতে আগত কতকগুলি শব্দও পাওয়া যায়।

**আরবী-ফারসী শব্দ**—মজুরিআ, মজুবী, কামান, খরমুজা, পসারা, বাকী।

**দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর শব্দ**—অগুরু, অনল, কাল, চন্দন, চূড়া, পণ, নীর, ময়ূর ; মাল (=মাল্য), মুক্তা, বলয়া, তণ্ডী, পিক, মীন ইত্যাদি।

**কোল গোষ্ঠীর শব্দ**—কদলী, তাম্বুল, ডমরু ইত্যাদি।

**দেশী শব্দ**—ছোলঙ্গ, টলে, টাভা, টেটন. টেণ্টন, ঠেঁটা, পোটলী, হোচাল, ডাকর, ডাল, ডালী, ডুবিআঁ, ডুসাআঁ, টলবল, ঢেউ, ডোহাকু (তুলনীয় ডহুআ, টীকাসর্বস্ব) ইত্যাদি।

**নিম্নলিখিত ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়**

১। শব্দের অন্ত্য অকারের উচ্চারণ স্পষ্ট।

২। মহাপ্রাণ এবং আনুনাসিক ধ্বনির অজস্র প্রয়োগ। যেমন—আহ্মি, তোহ্মা, কাহ্নাঞি, কথাহোঁ, আপর্ণেঞি, এখোহি, কভোহি, কথাহো, গঢায়িবোঁ ইত্যাদি।

৩। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ "অ-কার" "আ-কারে" (অ>আ) পরিণত হইয়াছে। যেমন—আতিশয, আভিসার, আনল, আসুখ, আভাগী, আমৃত, আঝর, আধিক ইত্যাদি।

৪। চর্যার অনাদ্য শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত কখনও কখনও পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার রীতি প্রায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যেমন—আন্ধারী<অন্ধকার ; আইহন<অভিমন্যু , আথান্তর<অবস্থান্তর ; আয়র<অপর ; আমান<অমান্য ইত্যাদি।

৫। ই-কার উ-কারে পরিণত ( ই>উ )। যেমন—দুগুণ=দ্বিগুণ, দুচারিণী=দ্বিচারিণী ইত্যাদি।

৬। উচ্চারণে ই-কার এবং ঈ-কারের পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই।

**ই>ঈ—যেমন—তীন, চুরী, কুমতী, অনুমতী, অসম্মতী ইত্যাদি।**

**ঈ>ই—যেমন সিতল (=শীতল); সিতা (=সীতা); সিশের (=শীর্ষের) ইত্যাদি।**

৭। ক্ষ>খ অথবা ছ—যেমন, খেমা<ক্ষমা ; খঅ<ক্ষয় ; ঝুরত্র<ক্ষরতি ছুইআঁ<ক্ষুভিত।

**ধ্বনি পরিবর্তনের নিম্নলিখিত সূত্রগুলিও লক্ষণীয়**

(ক) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : পরসন=প্রসন্ন ; সিনান=স্নান ; পরতয়=প্রত্যয় ; বারিষা=বর্ষা ; বেআকুল=ব্যাকুল ; গেআন=জ্ঞান ; পদুমা=পদ্মা ; পরতেখ=প্রত্যক্ষ ; আশোআশ=আশ্বাস ; আচরিজ=আশ্চর্য ইত্যাদি।

(খ) বর্ণবিপর্যয় : দহ<হ্রদ ; পঢ়াইল=পঢ়াইলো ; আহ্লো=আর+হো ; গিহ্নীক=গৃহীক ইত্যাদি।

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির একটির লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘিকরণ : নাতী<নপ্তৃক ; আহুঠ<অর্ধ-তৃতীয় ; চউথ<চতুর্থ ; জীহের<জিহ্বার ; পালঙ্কি<পর্যঙ্কিকা ; আঠ<অষ্ট ; মাঝ<মধ্য ; ঘাটোআল<ঘট্টপাল ইত্যাদি।

(ঘ) স্বতোমূর্ধন্যীভবন : কাণ্ডারী<কর্ণধারিকা ; ডাহিন<দক্ষিণ ইত্যাদি।

(ঙ) সাদৃশ্য : জরম<জন্ম (করম শব্দের সাদৃশ্যে)।

(চ) মিশ্রণ : খরল=খর+গরল ; গহাণ=গহন+গভীর।

৮। ষোড়শমাত্রা বিশিষ্ট পাদাকুলক বা চতুষ্পদী হইতে চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের উৎপত্তি।

## বচন

প্রাকৃতে এবং বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতের দ্বি-বচনের অনুরূপ পতী, মুনী, গুরূ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়।

ই-কার এবং উ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রবণতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে গণ, সব, জন, এবং ষষ্ঠী বিভক্তিজাত -রা, -এরা যোগ করিয়া বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন—দেবগণ, গোপীজন, তরুগণ, সখীসবে, আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি। অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গেও "গণ" শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন করা হয়। যেমন—আভরণগণ, দুখগণ, প্রণামগণ, বাদ্যগণ ইত্যাদি।

## লিঙ্গ

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগ। যেমন—উত্তরলী হয়িলী রাহী ; অনাথী নারীক ; বেআকুলী গোআলিনী ইত্যাদি।

## কারক-বিভক্তি

কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি : যেমন—ভ্রমর না পাএ রসে ; চলি গেলি রাধিকা হরিষে।

কর্তৃকারকে-এ, এঁ<এন বিভক্তি। যেমন—মাঅক বুঝিল আইহনে ; গাইল চণ্ডীদাসে ; কংশে পুতনাক নিয়োজিল।

কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি। যেমন—ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে; চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।

কর্মকারকে -এ বিভক্তি। যেমন—আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে; আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে -ক<কৃতঃ বিভক্তি—লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে; রাধাক বুলিল নিঠুর রাণী; গিহ্নীক সত্বর করে; যমুনাক আইলোঁ; বচনেক দেহ।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে-কে<কৃতঃ বিভক্তি। যেমন—কংসকে বুলিলে কন্যা; কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপনে, এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে -রে<কব+এ (সপ্তমী) বিভক্তি। যেমন—দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মপদের বিভক্তিগুলি সংস্কৃতের মত জীবন্ত।

করণ কারকে -এ,-এঁ<এন বিভক্তি: স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে; মিছাই মাথাএ' পাড়এ সান, নিজ মাসেঁ জগতের বৈরী।

করণ কারকে -ত< অন্তঃ বিভক্তি: হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।

অপাদান কারকে -ত,-তে বিভক্তি: আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে; মাঅ বাপ ত' বড় গুরুজন নারী; জলতে' উঠিলী রাহী।

সম্বন্ধে -র<কর,-এর<কের বিভক্তি: তিরীর যৌবন রাতির সপন; কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে, সাগরের ঘরে; আলিসের পরসাদেঁ।

সম্বন্ধে -কের বিভক্তি: নদীকের, লঙ্ককের ইত্যাদি।

সম্বন্ধে-ক বিভক্তি: কাজক লাগি, যমুনাক তীরে, জরম কতরে ইত্যাদি।

সম্বন্ধে-ত<অন্তঃ বিভক্তি: (লজ্জার্থক বা নিমিত্তার্থক "ল ়যা" শব্দের সঙ্গে) নেহাত' লাগী, বাঘত' হএ লাজ।

অধিকরণে শূন্য বিভক্তি: তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।

অধিকরণে -এ,-ত,-তে বিভক্তি: হাটে, বাটে, ঘরে; সেজাত; মুখিরাত; বাটত সজিআঁ দান; সিসতে সিন্দুর ইত্যাদি।

## অনুসর্গ

তির্যক কারকের অর্থে নিম্নলিখিত অনুসর্গগুলির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) অন্তর—সুরতি আন্তরে; তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
(খ) কারণ—কংশের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।
(গ) ঠাই<স্থামিক—কেহে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই।
(ঘ) দিশা—কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে।
(ঙ) দিয়া< √দা—বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী।

(চ) পাএ<পাদ—বড়ায়ির পাএ ; বুইল তা' সম্ভার পাএ।
(ছ) পাণে<পণ—মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ হাটে।
(জ) পাশে<পার্শ্ব—মোকে নেহ কাহ্নাঞি'র পাশে।
(ঝ) প্রতি—একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে।
(ঞ) বিনা<* বিধুন—বিণী দানে না এড়িব আজি তোহ্মা কাহ্ন।
(ট) ভীত<ভিত্তি—চারী ভিত চাহি রাধা বুইল বচনে।
(ঠ) লইয়া< √লহ্—যমুনারতীরে গোপীজন লঅাঁ রঙ্গে।
(ড) লাগিয়া< √লগ্—নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।
(ঢ) সঙ্গ—তভোঁ তোর সঙ্গ রাধা নাহী ছাড়ে কাহ্ন।
(ণ) সনে<সন্ন—আহ্মা সনে হেন তেজ্ পরিহাস।
(ত) সমে<সম—তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।

## সর্বনাম

### উত্তম পুরুষ

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| কর্তা— | আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে, মো, মোঁ, মোঁই, মোঁএ, মোঞ, মোঞি মোঞে। | আহ্মাবা। |
| কর্ম— | আহ্মা। | × |
| গৌণকর্ম— | আহ্মাক, আহ্মাকে, আহ্মাবে, মোক, মোকে, মোরে। | × |
| করণ— | আহ্মে, আহ্মা | × |
| অপাদান— | আহ্মাক, আহ্মাত, আহ্মাতে। | × |
| সম্বন্ধ— | আহ্মাব, মোব, মোহোর, মোক। | × |
| অধিকরণ— | আহ্মাত, আহ্মাতে, মোতে। | × |

সং অস্মাভিঃ>অম্হাহি (প্রা)>অম্হহি (অপ)>অম্হে (প্রা বা)>আহ্মে, আহ্মি অথবা, বৈদিক অস্মে>অম্হে (প্রা)>অম্হে (প্রা বা)>আহ্মি, আহ্মে।

সং * ময়েন (=ময়া)>মএঁ (অপ)>মই (প্রা বা)>মুঞি, মোঞি।

সং মম>মঞো (অপ)>মো (প্রা বা)। প্রাতিপদিক "মো" এর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করিয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছিল। যেমন—মোক, মোকে, মোর, মোরে ইত্যাদি।

সং * মভ্যম্ (=মহ্যম্)>মোহ। মোহ শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর-"র" বিভক্তি যুক্ত হইয়া মোহোর হইয়াছে।

সং অস্মাকম্>অম্হাকং (প্রা)>আহ্মা। আহ্মা শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যেমন—আহ্মাক, আহ্মার, আহ্মারা, আহ্মারে, আহ্মাতে ইত্যাদি।

## মধ্যম পুরুষ

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| কর্তা— | তুহ্মি, তোহ্মে, তো, তোঁ, তোএ, তোএঁ, তোঞি, তুঞি। | তোহ্মারা। |
| কর্ম— | তোমা। | x |
| গৌণকর্ম— | তোহ্মাক, তোহ্মাকে, তোহাক, তোক, তোরে। | x |
| অপাদান— | তোহ্মাতে। | x |
| সম্বন্ধ— | তোহ্মা, তোহ্মার, তোহ্মাক, তোর, তোহোর। | x |
| অধিকরণ— | তোহ্মাতে, তোত, তোতে। | x |

সং *তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)>তুম্হাহি (প্রা)>তুম্হহি (অপ)>তুহ্মে (প্রা বা)> তুহ্মে, তুহ্মি ; অথবা * তুষ্মে (=যুষ্মে)>তুম্হে (প্রা)>তুম্হে (প্রা বা)>তুহ্মে, তুহ্মি ; সং * ত্বয়েন (=ত্বয়া)>তএঁ, তুএ (প্রা)>তঁই (প্রা বা)>তুঞি, তোঞি তোএ, তোঁএ।

সং তব>তো (প্রা)>তো (প্রা বা)>তো (ম বা)।

প্রাতিপদিক "তো" এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন—তোক, তোকে, তোর, তোরে, তোতে ইত্যাদি।

সং * তুষ্মাকম্ (=যুষ্মাকম্)>তুম্হাকং (প্রা)>তুম্হং (অপ)>তোম্হা (প্রা বা)> তোহ্মা, তোমা, তোহা।

প্রাতিপদিক "তোহ্মা" এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছে। যেমন—তোহ্মাক, তোহ্মারে, তোহ্মাতে ইত্যাদি। সং তুভ্যম্>তুব্ভং (প্রা)>তোহ। "তোহ" শব্দের বিভক্তি যুক্ত হইয়া তোহোর, তোহাক ইত্যাদি পদ হইয়াছে।

# নির্দেশক সর্বনাম

## প্রথম পুরুষ

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| কর্তা— | সে, তা, তাহা, তিনি ( সম্ভ্রমার্থে )। | সেগুলা, সেগুলি। |
| গৌণকর্ম— | তাক, তাকে, তাহাক। | × |
| করণ— | তেএঁ। | × |
| সম্বন্ধ— | তাহার, তাহারে, তার, তারে। | × |
| অধিকরণ— | তাএ, তাত, তাতে, তাহাত। | × |

সং সঃ, সকঃ>সো, সে (প্রা)>সু, সউ (অপ)>সে।

সং * তাস (=তস্য)>তাহ (প্রা)>তাহ (অপ)>তা, তাহা।

প্রাতিপদিক "তা", "তাহা" এর সহিত বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছে। যথা—তাক, তাকে, তাব, তাতে, তাএ, তাহার, তাহাকে ইত্যাদি।

সং তেষাম্>তেণ্হং, তিণ্হং,>তিনি।

অন্যান্য সর্বনাম শব্দ : [ নিকট-নির্দেশক, দূর-নির্দেশক, সম্বন্ধ-নির্দেশক, অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নবোধক ] তহি, তহিঁ<তহিঁ (অপ)<তহিং (প্রা)<*তভিম (=তত্র) ; এহি<এহি (প্রা)<এভিঃ।

এহা<এতস্স ; ই<ইঅ (অপ)<ইদং (প্রা)<ইদম্।

এ<এঅ (অপ)<এদং (প্রা)<এতৎ।

এনা<এন (অপ)<এণ্হং (প্রা)<এষাম্।

ওহা<ওহ (অপ)<*অবস্য।

জে<(জু, জি (অপ)<জো, জএ (প্রা)<যঃ, যকঃ।

জাহা<জাহ (অপ) <* যাস(=যস্য)।

জে<জেঁ<জেঁণ (অপ)<জেণং (প্রা)<যেন।

কে<কে, কো (প্রা বা)<কে, কএ (অপ) <কে (প্রা)<কঃ ; কি<কিং (অপ প্রা)<কিম। "কি" শব্দের সঙ্গে "কে" বিভক্তি যুক্ত হইয়া কি, কে শব্দ গঠিত হইয়াছে ; কা<কাহ (প্রা, অপ)<*কাস=কস্য।

প্রাতিপদিক "কা" এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ কার, কারে, কাএ ইত্যাদি হইয়াছে। "কিস" শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া কিসক, কিসের, কিসে ইত্যাদি পদ হইয়াছে।

কেহ, কেহো<কেহ (অপ)<*কয়স্য [ বৈদিক ]। কমন, কোন<কবণ (অপ) <*কমনঃ। কিছ, কিছু<কিচ্ছ (অপ)<কিঞ্চ।

## সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ

জেব, জিম<জেম, জিম (অপ)<*যেমন্ত। কেহেন, কেহ্ন<কইসণ (প্রা বা) <*কাদৃশ। যেহেণ, যেহ্ন<*যাদৃশ ; তেহ্ন<*তাদৃশ।

এত<এওঅ (অপ)<এতৎ+তক।

জত<জওঅ (অপ)<যৎ+তক।

এথা<এথ (অপ)<*এত্র (=অত্র)।

কোথা<কুথ (অপ)<*কুত্র।

জবেঁ<জব্ব (অপ)<যদ্বৎ ; তবেঁ<তব্ব (অপ)<তদ্বৎ।

তথা<তথ (অপ)<তত্র ; জখন<জক্‌খণ<যৎ+ক্ষণ।

কখন<*কৎ+ক্ষণ ; এখন<এতৎ+ক্ষণ।

কথা<*কত্র ; ইথে<ইথ (অপ) <*ইত্র ;

সর্বনাম শব্দে নিশ্চয়ার্থক 'হো', 'হোঁ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন, কভোঁহো=কভু+হোঁ ; তভোহোঁ=তবু+হোঁ ; কথাহো ; কোনহো ; একোহি ইত্যাদি।

## ক্রিয়াপদ Finite verb

### মৌলিক বর্তমান কাল (নির্দেশক)

একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ এক।

**প্রথম পুরুষ :** (ক) সং-তি<-ই,-এ ; খাএ<খাদতি ; দেহ<দেয়তি ; চরে< চরতি ; কহিএ<কথয়তি।

(খ) বিভক্তি রহিত—কর<করই<করোতি ; গুণ<গণয়তি।

(গ) সং-য়+তি (ভাবকর্মবাচ্য)>-অএ,-ইএ। থাকিএ, করাএ, খণ্ডএ, গুণীএ।

(ঘ) সং-অন্তি>-অন্ত,-এন্ত,-ন্তি,-তি। করন্তি; কহন্তি, খোজন্তি, বোলেন্ত।

**মধ্যম পুরুষ :** (ক) সং-সি>সি ; যেমন—দেসি, খোজসি, জাণসি বান্ধসি, বোলসী।

(খ) সং-ত>-অ-চল, বোল। (গ) সং-থ<হ—জাণহ, জুড়িহ, ধরিহ, দেখিহ।

**উত্তম পুরুষ :** (ক) সং-ত>ই, ঈ :—আহ্মে করি<অস্মাভিঃ কৃতম্) ; দেখী, ভুলী। (খ) সং-মঃ উঁ :—হওঁ, করওঁ, পইসওঁ, পাওঁ, বাজাওঁ।

## বর্তমান কাল (অনুজ্ঞাভাবে)

**প্রথম পুরুষ** :—সং-তু<উ-উ :—করোতু>করউ ; * যায়তু (=গম্যতাম্) >জাইউ ; নেউ, পালাউ, দেউ<* দয়তু (=দদাতু)।

**মধ্যম পুরুষ** :—(ক) শূন্য বিভক্তি :—পুছ<পৃচ্ছ ; বহ, ভুঞ্জ।
(খ) সং-থ>-হ :—জাহ<যাথ ; করহ <*করথ।

## ভবিষ্যৎ কাল (অনুজ্ঞাভাবে)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতকালের "লি" বিভক্তি অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকালেও দৃষ্ট হয়। যেমন—দিহলি=দিও ; চলিহলি=চলিও ; করিহলি=করিও।

## কৃদন্ত অতীত কাল

-ল,-ইল বিভক্তি যোগে বাংলায় অতীতকালের পদ গঠিত হয়। যেমন—চিহ্নিল, গুণিল, করিল, জানিল, নোআঁইল ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অকর্মক ক্রিযাপদের কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন—রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ; জলত উঠিলী রাহী।

**প্রথম পুরুষে** -ল,-ইল বিভক্তির সঙ্গে-ই,-এ,-আন্ত,-এন্ত,-আন্তি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—চলিলী, কবিলে, গেলান্ত, গেলান্তি, চাহেন্ত, দিলান্ত, কহিলান্ত, করিলান্ত, কাঢিলান্ত, ইত্যাদি। -আন্ত,-আন্তি প্রত্যয়গুলি সম্বোধনসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**মধ্যম পুরুষে** -ল,-ইল বিভক্তির সঙ্গে-আ,-এ, প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—আইলা, খাইলে ইত্যাদি।

**উত্তম পুরুষে** -ওঁ,-আহোঁ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—আনিলোঁ, আয়িলাহোঁ, চিহ্নিলোঁ।

-ইল অন্তক বিশেষণপদ—"আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে"।
"খিঞ্চিল মাণিকে হিবামণী।" "আখায়িল ঘাঅত।"

## কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল

বাংলায়-ইব<-তব্য প্রত্যয যোগে ভবিষ্যৎকালের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন—জাণিব ; জাইব ; নিন্দাইব ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম পুরুষে-এ,-এঁ বিভক্তি, এবং উত্তম পুরুষে-ওঁ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—প্রথম পুরুষ :—জাইবেঁ, থুইবেঁ ইত্যাদি।

**উত্তম পুরুষ** :—করিবোঁ, চিহ্নিবোঁ, তেআগিবোঁ, দিবোঁ ইত্যাদি।

## নিত্যবৃত্ত কাল

সংস্কৃত শত্রন্ত পদ হইতে নিত্যবৃত্ত কালের পদ গঠিত হইয়াছে। যেমন— মো যবেঁ জাগিতোঁ হেন করিবেঁ তোল, তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতের অর্থেও নিত্যবৃত্তকালের প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন—"পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে"। এইরূপ প্রয়োগ উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় দৃষ্ট হয়।

## ক্রিয়ায় স্বার্থিক প্রত্যয়

ক্রিয়াপদে স্বার্থিক-"ক",-"র",-"হা",-"হো" প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। -"ক" প্রত্যয়—জীউক, আছুক, করিবেক, দিলেক, করিলেক।

-"র" প্রত্যয়—আছের = আছে . শোভের = শোভে ; বাজের = বাজে ; গেলির = গেল ; দিআর = দাও ; দিবোঁর = দিব ; চিন্তির = চিন্তিল।

-হা,-হেঁ, হো-প্রত্যয়—গেলাহা, আইলাহা, এড়িলেহেঁ, আইলাহোঁ।

স্বার্থিক-"র" প্রত্যয়ের প্রয়োগ দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় পাওয়া যায়।

## যৌগিক কাল

-ইয়া,-ইতে অসমাপিকার সহিত "আছ্" ধাতুর যোগে গঠিত যৌগিককালের ক্রিয়াপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। যেমন—রহিলছে = রহিল + আছে ; ফুটিলছে = ফুটিল + আছে , আসিছিল = আসিয়াছিল ; চিন্তিতেঁ আছে ইত্যাদি।

## কর্মভাব বাচ্য ( Passive voice )

কর্মভাব বাচ্যে প্রযুক্ত অনুজ্ঞার পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লক্ষণীয ; যেমন,—লড়িউ, জাইউ দেউ, করউ ইত্যাদি। যেমন—সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ; মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ; বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।

যৌগিক ভাবকর্মবাচ্যের ( Periphrastic Passive ) প্রয়োগ চর্যাগীতির সময় হইতেই দেখা যায়। যেমন, চর্যায—"ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়।" (<উচ্যতে) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ"। ( <যায়তাম্ ); উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় এই ধরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—ইহা স'অন ( = সহন) যায় না।

## ণিজন্ত ক্রিয়া

বাংলায় "-পয়" বিকরণযুক্ত ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই পাতিয়ায়<প্রত্যাপয়তি ; বোলায়, করাএ<কারয়তি ইত্যাদি।

## যৌগিক ক্রিয়া

একাধিক পদের দ্বারা একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করার রীতি চর্যাগীতির সময় হইতেই বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। যেমন চর্যায়—চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী, রাধা চলি জাএ ল চিত্তের হরিষে চলি গেলী রাধিকা হরিষে।

## অস্ত্যর্থক (Substantive) ও নাস্ত্যর্থক (Negative) ক্রিয়া

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "আছ" ধাতুর পূর্ণরূপ পাওয়া যায়। আবার আদিস্বর লুপ্ত হওয়ার ফলে "ছ" ধাতুর রূপও দৃষ্ট হয়। যেমন—

প্রথম পুরুষ—আছে, আছএ, আছেন্ত, আছিলাহা, ছিল।

মধ্যম পুরুষ—আছহ, আছিলা, ছিলা।

উত্তম পুরুষ—আছি, আছো, আছিলাহো, আছিলো, আছিলোঁ।

অনুজ্ঞা—আছুক, ছুক। অসমাপিকা—ছিতে।

অস্ত্যর্থক "বৃৎ" ধাতুর প্রয়োগও ক্বচিৎ পাওয়া যায়। যথা—বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিব দান বটে। বটে<বট্টই (প্রা)<বর্ততে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি নাস্ত্যর্থক ক্রিযাব প্রযোগও দেয়া যায়। যেমন—নাসিতোঁ =না+আসিতোঁ, নাসিবোঁ=না+আসিবোঁ নাবো=ন+ পাব+ও, নাবিবোঁ =ন+পারিবোঁ, নান্দে=নাহি+দেয়, নাইল=ন+আসিল, নাটেঁ=ন+আটেঁ ইত্যাদি।

## অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite verb)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে-ই,-ইয়া,-ইলে, ইতে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়াব প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। -ই অন্তক অসমাপিকা :— জাণী=জানিয়া, জালী=জালিয়া, উডী=উডিয়া, পাতী=পাতিযা ইত্যাদি। ইয়া, অন্তক অসমাপিকা :—গান্থিআঁ=গাঁথিয়া, এইরূপ গুণিআঁ, খুচাআঁ, চিআইআঁ, আলোচিআঁ ইত্যাদি।

-ইলে অন্তক অসমাপ্তিকা :—চিহ্নিলেঁ=চিনিলে। এইরূপ ছাডাইলেঁ, চোরায়িলেঁ, জাণিলে ইত্যাদি। -ইতে-অন্তক অসমাপিকা :—গাইতেঁ, গুণিতেঁ, জাইতেঁ, চডিতেঁ জিআইতেঁ ইত্যাদি। -ইতে অন্তক অসমাপিকাব দ্বিত্ব প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। যেমন—চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী, চিন্তিতে চিন্তিতে মোব ফুট জায়িবে বুক।

## নামধাতু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নামধাতুব পদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন—কিসকে বাখানে (<ব্যাখ্যান) কাহ্ন মোব তুঈ তনে। পাছে জণি লোক উপহাসে। (<উপহাস)। হেন মনে পডিহাসে। (<প্রতিভাস) বাঁশী নির্ম্মিল আহ্ম গোকুল সমাজে। এবেঁ তাক উপেখহ (<উপেক্ষা) কেহ্নে।

## ভগ্নাংশিক ও পূরণবাচক শব্দ

আহুঠ<অদ্ধউত্থ (অর্ধমাগধী)<অর্ধচতুর্থ। চউথ<চউত্থ (প্রা)<চতুর্থ। দুঅজ <দুইজ্জ (প্রা)<* দ্বিত্য। তিঅজ<তিঅজ্জ (প্রা)<* ত্রিত্য। দশমি< দশমিক। ইত্যাদি।

# শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

## [অথ জন্মখণ্ডঃ[১]]

“[ ৩/১ ] … … বস শঙ্ক ॥ ৬ ॥
সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীএঁ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭ ॥
… … … … …
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৮ ॥

---

পৃথুভাবব্যথাং পৃথ্বী কথযামাস নির্জ্জবান্।
ততঃ সবভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

---

কোড়াবাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টিব বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সম্ভেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মাব ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুবেব খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল.কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥

১ প্রথম দুইখানি পাতা না পাওযায় গোড়াব দিকে খানিকটার অভাব রহিয়া গেল।

এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

---

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শবীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত ব[৩।২]দন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেকি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥
হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল[১] হীত ॥
এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।
সকল কহিল তত্ব বসুদেব থানে।
এবেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ব্ভ ধরিব।
পাপ দুষ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ব্ভ হৈব দেব নারায়ণে।
সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

[৪।১] কহূগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নারদের মুখে শুণী কংস মহাবীর।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর ॥ ১ ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।
তুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে 'চিন্তির'।

পূর্ব্বে ছয় গর্ব্ভ তার মায়িল কংশাসুরে।
তাক সুঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদবে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥
মাএর গলপাত ছল করিআঁ।
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ ॥ ৫ ॥
যে কৃষ্ণ রহির্ত্ত দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ব্ভ জাণী দৈবকীব।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥
সুপুরুষ গর্ব্ভ ধরল আনুরূপ।
দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীব গর্ব্ভ হৈল দশ মাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

---

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখবঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদব মাসে।
নিশি আন্ধকাব ঘন বাবি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।
শঙ্খ চক্র গদা আব শাবঙ্গ ধবী ॥ ১ ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।
জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দেবেব প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।
নিন্দে আকুল গোকুলেব লোক[৪।২] ভৈল ॥
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দভোলেঁ যশোদাঞেঁ তাক না জাণিল ॥ ২ ॥

বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্নু করি কোলে।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে॥
কাহ্নু দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল॥ ৩॥
যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী॥
তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল॥ ৪॥
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্নু বধিবারে॥ ৫॥
প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্নু তাক সংহরিল॥
তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্নু তাহাক ভাঙ্গীল॥ ৬॥
কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্নু বিষম সমরে॥
হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৭॥

---

কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

নীল কুটিল ঘন মৃহু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥
চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥ ১॥

[৫।১] সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলি ॥ ধ্রু ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥ ২ ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে ॥
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

---

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
তেকারণে পত্নমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ ধ্রু ॥

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥ ২॥
দিনে দিনে বা [৫।২] ঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন কন্দ্রকলা॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥ ৩॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

---

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পত্নমার থানে॥ ল বড়ায়ি॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥ ১॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে॥ ল বড়ায়ি॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি॥ ২॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥

বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥ ৩॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

—

অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব বক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ॥ ১॥
ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিযোজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে॥ ২॥৯॥

ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।

—

# অথ বংশীখণ্ডঃ

পাহাড়ীআরাগঃ॥ একতালী॥ দণ্ডকঃ॥

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক্।
অলসাঙ্গলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ॥

বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে॥ ১॥
[১৬৯।১] ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে॥ ২॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥ ৩॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই॥ ৪॥

তা দেখিআঁ না ভুলিলী[১] আইহনের দাসী[২]।
সৃজি[ল] কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।
সুবর্ণের সান্ধী হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥
হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ ॥
যমুনার ঘাটে রাধা[৩] বাঁশীনাদ সুণী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আই[হ]নের রাণী ॥ ৮ ॥
বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

---

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুং বাদকন্তস্য জগাদ জরতীমিদং ॥

কে না বাঁশী[১৬৯।২]বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
অকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।

---

১ পুথিতে 'তুলিলী'। ২ পুথিতে 'রাণী'। ৩ 'রাধা' তোলাপাঠে।

বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন আভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরভরাতুরা।
যমুনা[১৭০।১]তীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদম্

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
প[া]রিলোঁ যমুনানীরে ॥
বড়ায়ি ল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুখ কহিবোঁ কাএ।

কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনাতীরে কদমের তলে
কাহ্নু মোরে দিলে কোলে।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্নু বিসরিল[১] ভোলে ॥ ২ ॥
চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণঘাএ ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্নু বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ ॥ ৩ ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরি[১৭০।২]আঁ
কাহ্নু গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে ॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুর ত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল [বড়ু] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এবেঁ বড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলে পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী ॥

১ পুথিতে 'বিরসিল'।

হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী ॥ ১ ॥
যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণনাতিনী।
বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী ॥ ধ্রু ॥
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পা'র।
খড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার ॥
শকতিঞেঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব[১] চক্রপাণী ॥ ২ ॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর ॥
তাহাত আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
ভরি[১৭১।১]ল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার ॥
তভোঁ তোর ভালমতেঁ না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

---

কোড়াবাগঃ ॥ রূপকং ॥

আইস ল বড়ায়ি মোর[২] রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ ॥
সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ ॥ ১ ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন ॥ ধ্রু ॥
কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।

১ 'দেব' তোলাপাঠে। ২ 'মোর' তোলাপাঠে।

আহ্মার মনত ভাএ যেহ্নে গরল ॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান ॥ ২ ॥
নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার ॥
ধরণ না জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা।
না জাণো[১] কেম[১৭১।২]ণ করে আহ্মার গা ॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।
আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা।
কোণ দিগে মোহারী বাজে ॥ ধ্রু ॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন ... ... ...
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ ॥ ২ ॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল

১ পুথিতে 'জাণ'।

দশ দিগ লাগে মোর শূন ।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ ॥ ৩ ॥
তোহ্মার আগত সতেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে ।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

—

[১৭২।১] গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

উত্তম গোআলকুলে তোহ্মার১ জরম ।
তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম ॥
ছুচারিণী যার মা তার হেন গতী ।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী ॥ ১ ॥
সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী ।
কথোঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী ॥ ধ্রু॥
এ সব কামত যে না উপসন্ন হএ ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের২ রাণী ।
লোকেঁ জণি সুণে তোর এ সব কাহিণী ॥ ২ ॥
শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত ।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত ॥
পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে ।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ ॥ ৩ ॥
সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী ।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী ॥

১ পুথিতে আহ্মার'। ২ আইহনের, 'র' তোলাপাঠে।

হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

রামগিরীরাগঃ [১৭২।২] ॥ রূপকং ॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ।
আল স্নুবন্নে মঢ়ায়িবোঁ।
কাহ্নাঞিঁ লইআঁ র[া]তিএঁ পোহাইবোঁ ॥
এবেঁ [না] শুণিআঁ (?এ) বাঁশীর ধুনী।
আল মরিবোঁ জালী আগুণী।
কাহ্নের সকল দোষ খণ্ডিবোঁ আপুণী ॥ ১ ॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল ॥ ধ্রু ॥
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
মো জে কস্তূরী কপুর খাইবোঁ।
কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ ॥ ২ ॥
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর গুণী।
স্নুণ তোঁ দূতা আণি দেহ চক্রপাণী ॥
দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে ভবেঁ পাখি হওঁ।

আপণে উড়িআঁ কাহ্নের ঠাঁয়ি জাওঁ ॥ ৩ ॥
সে [ ১৭৩।১] গোবিন্দ গোপনন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে ॥
আন বড়ায়ি কাহ্ন মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী[১] ।

আল রাধা।
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি[২] দিব আহ্মে ॥ ল ॥
বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল রাধা।
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ [আণি] বোঁ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে।
আবসি সোঁঅরি তোর নেহে।
কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু বসে তোর মণে।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে।
সরূপেঁ বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥

---

১ একতালী তোলাপাঠে। ২ আণি'র পর আ' কাটা।

হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে।
কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে ॥
সুণী রাধা পাইল হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা·[১৭৩।২]সে ॥৪॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥
বংশীনিনাদতরলা তরলাঞ্চললোচনা।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

বড়ায়ি।

হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ
চন্দন চর্চ্চিত গাএ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥

রাধা।

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা।
ধূলাএ ধুসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥
তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে
কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩ ॥
রাধা তোঞঁ মুগধী [ আবালী ] গোআলী
না জাণ কাহ্নের শুধী।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥
আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥

বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ।
সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর নান্দের সু [১৭৪।১]ন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৬॥

কোড়ারাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী বংশীকথামথ।
জগাদ রাধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি॥

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সার নীসারে।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে॥ ১॥
তুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কে বা বান্ধে॥ ২॥
চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে।
এবেঁ বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে॥ ৩॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধয়া প্রেরিতা বৃদ্ধা হরেরন্বেষণং প্রতি
ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাম্॥

খনে বসী [১৭৪।২] থাকে কাহ্নাঞিঁ যমুনার[১] তীরে।
গেণ্ডুয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে॥ ১॥
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞিঁ।
সরুপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই॥ ধ্রু॥

১ পুথিতে 'যমুনীর'।

খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ।
নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতেঁ॥ ২ ॥
তাহার[২] উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে॥ ৩ ॥
কাকুতী করিআঁ বোলেঁ। খেমা কর মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হইল মোকে নান্দের নন্দনে॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে॥ ১ ॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ॥ ধ্রু ॥
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।
কেলি কৈল যেই [১৭৫।১] বৃন্দাবনত পসিআঁ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে॥ ২ ॥
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী॥
এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে।
কাহাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দ[ ]নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

---

২ পুথিতে হারা'।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলে আণুকুল ॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী।
হেন বুঝী কালীয় দ[১৭৫।২]লিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে।
তভো তাক দোষ দেসি তোঞেঁ বারে বারে ॥ ৬ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

---

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥১॥

রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ২ ॥
সেই ত বাঁশীর না[১৭৬।১]দ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।
বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৩ ॥
যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞিঁ ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥
তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলে আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞিঁ [ বসে ] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

---

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা ।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে ।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশীনা[ ১৭৬।২ ]দ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে ।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল ॥ ধ্রু ॥
শীতল মনোহর বাঁশী[১] কে না বাএ ।
ডালত বসিআঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ সুণী ।
না পায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
যমুনার তীরে বড়াই[২] কদমের তলে ।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে ॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে ।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
এবে মঙ্গল চাহীআঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি ।
কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥
এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

---

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাব[ ে ]ন ।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥

১ পুথিতে বাশী'। ২ বড়াই' তোলাপাঠে

আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥
এখণ আর কিছ উপায় নাহী।
কালী প[১৭৭।১]রভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন ॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে ॥ ২ ॥
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন[1] পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥
বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

---

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।
আচম্বিত বাঁশীধ্বনী করিল গোবিন্দ ॥
উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দনন্দন[2] গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥

১ এখন,' এ' তোলাপাঠে।     ২ পুথিতে শ্রীরঘুনন্দন'।

দু[১৭৭।২] আজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥
এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পূত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মু[়ে]খ জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অথ রাধাং পুরো-বীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব ॥ ২ ॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ য[১৭৮।১]তনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর ॥ ৪ ॥
বাঁশী ত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ ॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥

নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক[১] নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি ॥ ৭ ॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥
বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসি ভীতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥

---

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গত্বা রাধাযুতা বৃন্দা মাধবং যামুনে তটে।
নিদ্রালুং বিদধে মন্ত্রৈর্বংশাপহরণাশয়া ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
বাঅ বহে সুশীতলে।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ
পুরিল বাঁশীত শরে ॥
নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল[১৭৮।২] কাহ্নে
তেঁসি না গেলা ঘরে।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল
বাঁশীত দিআঁ সিঅরে ॥ ১ ॥ আল।
কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধ্রু ॥
সকল সখিগনে যমুনাক গেলা
আণিবারেঁ পাণী।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ
দেখিল আইহনরাণী ॥

---

১ পুথিতে থাক'।

ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ।
বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ
রাধা লড়িলা ঘরে ॥২ ॥
ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী
ভূমিত থুয়িআঁ কলসী।
উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ
পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥
পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী
যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে।
মনত গুণিআঁ সার কৈল
আর নাহিঁ দিব কাহ্নে ॥ ৩ ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ
কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পাযিআঁ
কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥
বেআকুল হয়ি বড়াযি দেখিআঁ
বিলপিলা শ্রীনিবাসে।
বাসলীচর [১৭৯।১]৭ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে।
বাঁশী নির্ম্মিল আহ্মে গোকুলসমাজে ॥
শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে।
নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে ॥ ল ॥ ১ ॥

বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ।
হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ॥ ধ্রু॥
এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে॥
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা॥ ২॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে॥
মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে॥ ৩॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবে সব[১] কহিলা[১৭৯।২]ন্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

---

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে।
কাতর কিকে হয় কমলোচনে॥
আযাত্রাএঁ গোকুল কইলেঁ গমনে।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে॥ ১॥
সুণহ সুণহ কাহ্ন না কর আতোষে।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে॥ ধ্রু॥
আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান॥

---

১ পুথিতে সবে'।

তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্নু ॥ ২ ॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী।
গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী ॥
ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ।
তবেঁ বাঁশী পাযিবেঁ শুন জগন্নাথ ॥ ৩ ॥
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৮০।১]স বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল।
আল হের রাধা
খণ্ডএ সকল আপদে।
আল রাধে জার ধ্বনী সরগদুআরে ॥ ল ॥ ১ ॥
মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।
আল হে রাধা
বারেক রাখহ সমানে ল ॥ ধ্রু ॥
বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে।
যার নাদেঁ গোকুল রহে ॥ ২ ॥
স্তুণ তোঁ আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী ॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে ॥ ৩ ॥

সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে ॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কা[১৮০।২]হ্নাঞিঁ রহাএ গো
বোলে তোঞেঁ বাঁশী কৈলী চুরী ॥ ১ ॥
আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী।
আল ল বড়ায়ি।
ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে ॥ ধ্রু ॥
তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে।
বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
যত কিছু তোহ্মার কারণে ॥ ২ ॥
গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।
তবে বা মোঞেঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কিবা মরোঁ গরল[১] খায়িআঁ ॥ ৩ ॥
আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে খরল'।

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণো বংশোৎপাদনহেতবে ॥

মাঞ্‌ঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল ।
না করিহ গোঠ সয়নে[১] ।
সেহো বোল না শুণিল কানে ল ।
[১৮১।১] আল হের বড়ায়ি হে ।
তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে ॥ হে ॥ ১ ॥
হরি হরি ।
কে না পরাণে দুখ দিল ।
আল হের ।
বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে ॥ ধ্রু ॥
মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী ।
খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী ॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে ।
সে নিল জাণো আনুমানে ॥ ২ ॥
বাঁশী হারাইল বনমালী ।
সুণী বাপ মাঞ্‌ঁ দিব গালী ॥
তাক ধন দিব চক্রপাণী ।
যে মোর বাঁশী দিব আনী ॥ ৩ ॥
নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা ।
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা ॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে সঘনে'।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদাধরং ॥

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা
জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর
মিছা চুরী দোষ মোরে ॥ ১ ॥
এথাক্রিঁ শিয়রে বাঁশী আরে পিআঁ
সুতিআঁ আছিলোঁ [১৮১।২] আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি ॥ ২ ॥
বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
রাধা জাণোঁ ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৪ ॥
মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সত্য কর পরমাণে।
আহ্মে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন
তাক সখিজন জাণে ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাক্রিঁ আহ্মার তোহ্মে নিহে বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী ॥ ৬ ॥

তেজিআঁ সংশয় কর পরতয়
কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে।
কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ
আমান করিব আহ্মে ॥ ৭ ॥
যত আলঙ্কার বহুমূল সার
সব রাধা মোর নে।
সুবর্ন্নে জড়িত হিরাএঁ রচিত
বাঁশীগুটি মোরে দে ॥ ৮ ॥
নাহিঁ বোলোঁ তোরে ক[১৮২।১]পট উত্তরে
সত্য বুয়িলোঁ দামোদরে।
মোএঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী
ঝগড় না কর মোরে ॥ ৯ ॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে।
তোএঁ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ ॥

---

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ আস্তুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞেঁর শিয়াল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥ ১ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥

কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ।
যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ॥
আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাই[১৮২।২]আঁ মরিবোঁ॥ ৩ ॥
বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে॥
কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

—।—

আহেররাগ॥ একতালী॥

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে॥
সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী॥ ১ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ॥
জীবার আশ যবেঁ আছেএ তোহ্মার।
ঝাঁট করী বাঁশীগুটা দিআর আহ্মার॥ ২ ॥
বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর॥
যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে॥ ৩ ॥

[১৮৩।১]আপণা চিহ্নিআঁ [ রাধা ] বাঁশী[১] দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে ॥
এহা শুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

——

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল শুণ চক্রপাণী।
বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন ঝুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥
কিকে কাকুতী করসি [ চল ] চল কাহ্নাঞিঁ
বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী।
ঝুঠ মন মিঠ[২] দেখে আত্ম সম পর লেখে[৩]
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় দুখ
মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।
তোহ্মেঞিঁ বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে।
[১৮৩।২] বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এড়ায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

——

১ পুথিতে বাংশী'। ২ পুথিতে মিঠ'। ৩ পুথিতে দেখে'।

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল ।
তুহাঁর কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥
কেহ্নে আমান করসী ।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী ।
কণ্ঠা নিআঁ বাঁশা এড়ি মিছা[ ি [এঁ দোষসি বুঢ়ী
হৃদযত ভয না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মাব থানে কিবা আছে তোর মনে
দুখ দেহ মোরে কি কারণে ।
বাশা দেহ একবাব মাণিবোঁ উপকার
এহাত না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথা বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ ।
দেবী বাসলীচবণ কবী শিবে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

---

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী ।
[১৮৪।১] জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥
পূন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে ।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥

জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥ ধ্রু ॥
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী ॥
যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হঞাঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী ॥ ৩ ॥
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥
আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ।

---

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধে বৃদ্ধাং ভৃশং শুদ্ধাং বিমৃষ্য কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে যন্মে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম ॥

গাই রাখি[১৮৪।২]তেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ২ ॥
এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সন্ধ্যার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৩ ॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ৪ ॥

না বোল না বোল রাধা হেন তুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরাযিলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী॥ ৫॥
চান্দ সুরুজ মোর আছে তুয়ি সাখী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি তুঈ আখী॥ ৬॥
সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী।
আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী॥ ৭॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর॥ ৮॥
তোর কংশাসুরক নাহিঁক মোর ডরে।
হের ধরিলেঁ। বলে তোহোর আঞ্চলে॥ ৯॥
মি[১৮৫।১]ছা চুরীদোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা।
আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা॥ ১০॥
বিণি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে।
এহা বঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে॥ ১১॥
সত্যেঁ নাহিঁ নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১২॥

---

দেশবরাড়ীরাগঃ। রূপকং॥

নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং।
বংশীমুদ্দিশ্য কংসারির্বিললাপ নিরন্তরং

সুন্ধ সুবর্ণে শোভিত আহ্মার বাঁশী
নাল বান্ধিল[১] তার বাহিরে।
অ প্রাণ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে॥ ১॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।
কে না নিল মোহন বাঁশী॥ ধ্রু॥

১ পুথিতে বিন্ধিল'।

ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাঁও মো বাঁশীর সরে।
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মাবে
কে না নীল বাঁশী সিঅরে॥ ২ ॥
হার কেযূর রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে ॥
বনমালা আভ[১৮৫।২]রণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরি [বা]ধা
মোর মণে হেন পড়িহাসে[১]।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

———

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী॥ কাহ্নাঞিঁ হে॥
হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আল।
কেহ্নে বোল হেন দুষ্টবাণী॥ ল কাহ্নাঞিঁ হে॥ ১ ॥
শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
হয়িল মোর এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে॥
সব লোক মোরে ভালেঁ জাণে।
চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে॥ ২ ॥

১ পুথিতে পড়িহাহে'।

আতি রতিবেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ॥
সাধিলেহেঁ আপনার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে॥ ৩॥
সরূপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহি পাই॥
যাক[১৮৬।১] দিলেঁ চল তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

———

কহূরাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

সুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেসি তোব পাছে বেড়াযিএ।
বাঁশীগুটা দেহ যবেঁ বড পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ॥ আল রাধা॥ ১॥
সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি খাটিএ
চারি চীর বরি বা পোডাইএ॥ ২॥
সগ্‌র্গ মত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোব নিআঁছিস বাঁশী।
ঊচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞেঁ মুচকে হাসী
তাক দেহ আইহনের দাসী॥ ৩॥
পান্তরে হারাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে॥ ৪॥

বাপ বসু[১৮৬।২]ল মোর মাঅ দৈবকীল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলীল
ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥
আহ্মে ত আইহনদাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাঁশে।
তোহ্মে কাহ্নু বারেঁ বারেঁ ধিক বোল মোর থানে
ফল পাইবে আপণার দোষে ॥ ৬ ॥
না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

---

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

নিরাশসবনেনাহং রাধয়া বিকলীকৃতঃ।
বংশলাভায় বৃন্দে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি ॥

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
কত কান্দ নেতে[১] মোছ লোহে। [১৮৭।১] আল।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী। আল।
আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখানী ॥ ল বড়ায়ি ॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ। অল।
কেমণে করিব যোড়হাত ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥

---

১ নেতে', নে' তোলাপাঠে।

এত বড় মোর আপমাণে। আল।
স্থণি কি বুলিব দেবগণে॥ [ল বড়ায়ি॥] ধ্রু॥
স্থণ তোহ্মে নান্দের কুমার।
নিজ কাজে বিকল সংসার॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ৩॥
কেহ্নে তোঞেঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী [ল কাহ্নাঞিঁ॥] ধ্রু॥
যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী॥
পাছে জনি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে॥ ধ্রু॥

---

ধানুষীরাগঃ॥ একাতলী॥

প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং[১৮৭।২] বৃন্দা রাধিকামিদমাদধে॥
মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো॥ ১॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী[১]॥ ধ্রু॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে॥

---

১ পুথিতে 'বাঁশী দেহ বাঁশী আনী'।

নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
যে বা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে ॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

---

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খণেকেঁ তোর হএ আন চিতে ॥
এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যো[১৮৮।১] ড হাথ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে ॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর মন।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন ॥

---

১ পুথিতে শৌরীরাগঃ'।

তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে।
এহা বোল আপণ মুখে ॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥
রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জবতীমিদং ॥

মন দিআঁ শুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে। বড়ায়ি গো।
যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার[১৮৮।২] গোচরে
তাক মোএঁ না করিবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে ॥ ধ্রু ॥
যত কিছু করিলো মোএঁ রাধার আতোষে।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলো মোএঁ সাব।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার ॥ ২ ॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।
অবিচল বচন আহ্মার ॥
এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে ॥ ৩ ॥
আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে।
আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে ॥
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে।
বাসলী [শিরে] বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

**রামগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥**

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী ব[১৮৯।১]ড়ায়ির মুখে ।
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী ।
তে কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥ ২ ॥

রাধা ।

বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে ।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে ॥ ৩ ॥
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে ।
তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আহ্মে ॥ ৪ ॥

কাহ্নাঞিঁ ।

যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোঞঁ কৈলোঁ ।
তেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ ॥ ৫ ॥
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে ।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥
তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে ।
এহা তত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥
বিরহেঁ আকুলী যবেঁ চাহো মো তোহ্মারে ।
তথ[১৮৯।২]ন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে ॥ ৯ ।
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী ।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী ।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥

হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ। হরষিত মণে।
কালী[নি][1] নইতীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥
পাছে রাধিকা লআঁ৷ বড়ায়ি গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥

১ পুথিতে কালী'।

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ!

# অথ রাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি ॥
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেব রাধা পঞ্চশরাতুরা ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডক ॥

দূতী চিরকাল ভৈল
তভোঁ বনমালী নাইল।
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে ॥ বড়ায়ি [১৯০।১] গো ॥ ১ ॥
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন।
চিত্তে না পড়এ আন।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে ॥ ২ ॥
আইল চৈত মাস।
কি মোর বসন্তী আশ।
নিফল যৌবনভারে ॥ ৩ ॥
বিরহে আন্তর জলে।
সুতিলোঁ কদমতলে।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥

পরিধান নেত লাসী।
হাথত মোহন বাঁশী।
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥
সুতিলোঁ সখির বোলে।
সজল নলিনীদলে।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে ॥ ৬ ॥
ডালী ভরী ফুল পানে।
মোরে পাঠাযিল কাহ্নে।
তাক মো না ছুযিলোঁ হাথে ॥ ৭ ॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে।
তোক মাইলোঁ চড়ে।
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে ॥ ৮ ॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ।
হের মোর প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥
বহে প্রভাত সমএ।
মলয় শিযল বাএ।
বৃন্দাবনে কুযিলী কাঢে রাএ ॥ ১০ ॥
সাগরসঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাঁস কাটি[১৯০।২]আঁ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥
এ জন্মে বা না করিলোঁ ভাগ।
হারাযিলোঁ কাহ্নের লাগ।
আর তার না পাযিবোঁ লাগ ॥ ১২ ॥
কিবা পুরুব জরমে।
খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।
তার ফলে কাহ্নাঞিঁ হারায়িলাঁ ॥ ১৩ ॥

আণি দেহ বনমালী ।
বন্দিআঁ দেবী বাসলী ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে ।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়াযি ল ।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে ।
চাহিল মোরে সুবতো না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ[১] তাহার বদনে [১৯১।১] ।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভৈলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে ।
দারুন কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে নেহানিলোঁ

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি।
চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥
হাণিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি।
তেঁ মোর দগধ পরাণে ॥ কি হরি হরি ॥ ১ ॥
মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি।
আণিআর বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ ॥
ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥
এ মোর বাহুর বলএ।
সব খন খসিআঁ পড়এ ॥
অনমীষ নয়ন করিআঁ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে।
কিকে কাহ্ন করে আমরিষে ॥
ঝাঁ[১৯১।২]ট করী আন কাহ্ন পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো।
কথাঁ পাব নান্দো যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥

গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর।
কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥
বিথর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে।
তবেঁ বাম করেঁ চড মাযিলি মোহোরে ॥
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥
আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী ॥
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৯২।১]স বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়াযি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো]যে সিসেব সিন্দুর।
বাহুর বলযা মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥
দারুণী বড়াযি গো দেহ প্রাণদান।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥ ৩ ॥

মাথে শঙ্খ সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর ।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্নু গেলান্ত বিদূর ॥
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ ।
বাস[১৯২।২]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

---

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল
বোলে চালেঁ না আইসে তোর থানে ।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল [ কাহ্নাঞিঁ সে ] বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে ।
আপণা রাখিআঁ কাহ্নু এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেনমনে ॥ ধ্রু ॥
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ ।
তৃষ্ণা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিলাঞ্জলী[১] দিআঁ ॥ ২ ॥
কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ[২]
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী ।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥
নটক সে গদাধরে আশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত [১৯।৩১] বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে 'তিনাঞ্জলী' । ২ পুথিতে 'পাহবোঁ' ।

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকং ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কেমণ বাণেঁ লএ পরাণ ॥ ২ ॥
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়।
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ জাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমনে জাইবোঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতে তাহাত হইবোঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে [১৯৩।২] ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

---

বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকস্থা ॥ দণ্ডকঃ ॥

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচূলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়াযি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥
নেত[১] ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু গাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ ॥ ৫ ॥
কপুরবাসিত বড়াযি নেহ গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন ॥ ৬ ॥
আগেত চাইহ বড়াযি বস্থলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মাযা বড় করে ॥ ৭ ॥
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মাযা পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥
তথাঁ না [১৯৪।১] পাইআ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[২] জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ ভালমতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥
তথাত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।
তবেঁ স চাইহঁ বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ ॥

---

১ নেত', ত'র একার কাটা। ২ কাহ' তোলাপাঠে।

তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁ স পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবে যথা বসে [১৭৪।২] জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে ॥ ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

---

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ

মোঞেঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহী
মোঞেঁ যে বোলোঁ উত্তর তাত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
রাধা ল।
না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা
তবে কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে বাহ্নুর লাগ পাহ[১]
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আঅর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥

---

১ পাহ', হ'র আকার কাটা।

কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুঁরী
নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী [১৯৫।১] তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

মালবরাগ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল।
জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥
আল হের।
না বিকাএ যদি দুধ তথা।
সুণ বড়ায়ি ল।
তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের।
মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল।
সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কণ্ণত কুণ্ডল হিরার ধার ॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে ॥ ২ ॥

যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ ॥
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে[১]।
কাহ্নাঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে ॥ ৩ ॥
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে।
না খাইলোঁ বাহ্নের গুআ পানে ॥
যত বৈল সব মতিমো[১৯৫।২]ষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী ॥ আল বাড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥ ১ ॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথা না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ ॥ আ ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥
দেব অসুর নরগণে।
হস হএ মনমথবাণে ॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ॥

১ যেহ্নমনে', হ্ন'র একার কাটা এবং মনে' তোলাপাঠে

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে[১] ॥ ৪ ॥
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে ॥
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে ॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাই[১৯৬।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

---

ধানুষীরাগ ॥ যতিঃ ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড়হাথ করী বনমালী ॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন ॥ ১ ॥
এবেঁ তোর বিরহপোড়নী। আল।
কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
তোর সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[২] নেহে ॥
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে ॥ ২ ॥
ষোলহ সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ ॥
নানা রসে বসে বনমালী।
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী ॥ ৩ ॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে ॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[৪] সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ মোরে,' মো' তোলাপাঠে। ৩ ষোলহ,' হ' তোলাপাঠে।
২ তোহোর,' হো' তোলাপাঠে। ৪ বা' তোলাপাঠে।

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

অশরীরশরৈঃ ক্লশিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি [১৯৬।২] হরে-
রভিমন্ন্যুজনী জরতীমবদৎ ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞির পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু [১৯৭।১] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি ।
আস্থুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী ।
নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥
হরি হরি ।
মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১ ॥
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে ।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে ।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে ॥
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে ।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥
কেমনে বেড়াএ কাহ্নু কিবা রূপ ধরে ।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে ॥
আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে ।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে ।
গন্ধ রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব [১৯৭।২] শ্রীনিবাস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

——

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ুরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা ।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥

দূতা ল

তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ॥ ধ্রু॥
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন ষুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে॥ ২॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর ঘগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী হাথে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে॥ ৩॥
মোএঁ ত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন[1] দেশে।
তথাঁ[১৯৮।১]ত পাইব সুধী বাড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

---

কেদাররাগ॥ রূপকং॥

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন॥
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে॥ ১॥
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে।
আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে॥ ধ্রু॥
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে॥

---

১ 'বন' তোলাপাঠ।

গোপযুবতী সমে করে নিধুবন।
তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥
শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২] ॥
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল।
ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল ॥ ৩ ॥
পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে।
সত্য বচন ছাডী না বোলোঁ মো আনে ॥
কদমতলাক জাইউ চি[১৯৮।২]ত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

—

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥
কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ ॥ আল রাধ ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী ॥ ল ॥ ১ ॥
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ধ্রু ॥
ফুলে জডী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে ॥
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
বাটা ভরী কর্পূর তাম্বূলে ॥ ২ ॥

১ রাধা' তোলাপাঠে।
২ সফল', ক' কাটিয়া তোলাপাঠে ফ' করা।
৩ সে তো' তোলাপাঠে।

তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে॥
না দেখিআঁ ছাড়এঁ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে॥ ৩॥
হেনমতেঁ কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা রাহী॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

———

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি[১৯৯।১]ললাপ নিরন্তরং।

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥ ১॥
আল।
দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল
নিফলে পোহাইল রাতী॥ ধ্রু॥
তবেঁ বুঝিলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।

এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ ॥
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
দুগুণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ
করমফল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হান নিধী কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে ॥
একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে ॥
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
[১৯৯।২]এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে[২] ॥
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ মোরে' তোলাপাঠে।
২ বাশে,' আ' কাটিয়া তোলাপাঠে বা' করা।

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী ।
একসরী ঝুরেঁা মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে ।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে ।
কোকিল কাহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞেঁ তাক মানো বড়াযি যেহ্ন যমদূত ।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥ ২ ॥
বড পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর ।
তভো না মেলি[২০০।১]ল মোরে নান্দের সুন্দর ।
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥ ৩ ॥
মলয পবন বহে বসন্ত সমএ ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ ঝাট আন বড়াযি নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

কহুরাগ ॥ যতিঃ ॥

মথুারর পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞেঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ ॥ ১ ॥

আল হের [ বড়ায়ি ]।
কাহ্নাঞি মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞি মোকে আণিআঁ দে ॥ ধ্রু ॥
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞি কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ২ ॥
এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ[২০০৷২]র নেহে।
এবেঁ গীর নহে [ চিত ] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে ॥ ৩ ॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তদা মাধবমম্বিষ্য পবিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগদা জরতীং বাধা স্মরজ্বরভরাতুরা ॥

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল।
আল হের বড়ায়ি।
মোঞ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল।
আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতী[১]।

---

১ পুথিতে আরতী'।

আল হের বড়ায়ি ।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী ।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী ॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী ।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কা[২০১৷১]হ্ন গেলা কতী ॥ ২ ॥
সংপুন শশধর বদনে ।
কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী ।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥
কি না বিধি লিখিত কপালে ।
মোরে দয়া না করে বলগোপালে ॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

কহূরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সংপ্রহৃষ্টোঽস্য গোবিন্দো য়মমাণো ময়া সহ ।
সবিধস্তস্য জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাম ॥
আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ
আল আলিছিল নান্দের নন্দন ।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ
দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
কি হরি হরি গোবিন্দ এ
আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নানা আভরণগণে শোভক এ
নীল জলদ সম দেহা ।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ

ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ ॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ
[২০১।২]থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩ ॥
সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কহ্ন সুরতীএঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ প্রকীর্ণকং ॥ চিত্রকঃ
॥ লগনী ॥ রূপকং ॥ দণ্ডক ॥

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর ॥ ১ ॥
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর ॥ ২ ॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব [২০২।১] তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী।

একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

———

বিভাষরাগ ॥ দণ্ডকং ॥ একতালী ॥ রূপকম্ ॥

বিরহে বিকল গোসাঞি তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহো আহ্মে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী ॥ ২ ॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥
বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[২০২।২]ব গদাধরে ॥ ৪ ॥
যে বা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড বাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥
না শুনিলোঁ তোর বোল [ল]আঁ জাইতেঁ পাণী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥

---

১ তোক' তোলাপাঠে।

আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্নু রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

---

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলে কিকে ॥
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার।
তভোঁ তোষিতে নারিলোঁ মন তোহ্মার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ ॥ ধ্রু ॥
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই[২০৩।১]হনের[১] রাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী ॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।
ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডাযিলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥
চল চল গোয়ালিনী নিবারহ মতী।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী ॥
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাও বৃন্দাবন ॥ ৩ ॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন ॥
এহা তত্ব জাণী কর ঘরেকে গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

১ আইহনের,' আই' তোলা পাঠে।

বিভাষকহ্বরাগঃ ॥ একতালী ॥

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী ॥
নরসিংহরূপে তোহ্মে হিরণ্য বিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী ॥ ১ ॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জাযিতেঁ নে মোরে আপণ ভুব[২০৩।২]ন ॥ ধ্রু ॥
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন ॥
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল।
হে[ন] ভাবি আইলোঁ মোএঁ কদমের তল ॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে।
তবে মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে ॥ ৩ ॥
মোর রূপ[১] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।
দূতা দিআঁ পাঠাযিলেঁ কর্প্যূর তাম্বুলে ॥
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে। ৪ ॥
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আহ্মার সকল দোষ[২] খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

——

১ রূপ' তোলাপাঠে।
২ দোষ, ষ'র একার কাটা।

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বুলিব আবো[২০৪।১]ল ॥
দূর থাকি বোল রাধা সুণ মোর বোল ॥
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার ॥ ১ ॥
কমণ ঝগড রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কূলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর[১] দেবসমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সমে[২] কেলি।
মোর পাণে আল বাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥[৩]
দূতী দিআঁ পাঠাইলেঁ। গলার গজমুতী।
তবে নাম পাডাইলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩ ॥
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুছিলেক দিআঁ খীর ॥
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলী ॥ ৪ ॥

---

১ তোর,' ব' তোলাপাঠে।
২ পুথিতে সহ্মে'।
৩ ইহার পর 'কিসক পাতসি রাধা ডোহ্ম চাণ্ডালী ॥ ২ ॥' লেখা ও কাটা।

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ[২০৪।২]র বন ।
আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত ।
নাগর জনের হেন [ না হএ ] উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন[১] দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতা ।
এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতা ॥
বড পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী ।
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
বায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন ।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥
তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী ।[২]
কর রতী অনুমতী প্রিয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর কাহ্ন[৩] আহ্মার যৌবন ।
যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহোনিশি যোগ ধেআই ।
মন পবন গগনে রহাই ॥

---

১ পুথিতে কর' ।
২ পুথিতে 'তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী ।'
৩ পুথিতে কাহ্ন'র পূর্ব্বে রাধা আছে ।

মূল কম[২০৫।১]লে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥ ১ ॥
দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইড়া[১] পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মত পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবেঁ চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
রাধাক বুলিল[২] নিঠুর বাণী।
নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

বঙ্গালবরাড়ী[ রাগঃ ] ॥ রূপকং ॥

চিবাদমধুরং শ্রীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং ॥

আতি দুখিনী বালী ল।
আল
লবলীদলকোঅলী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।

---

১ পুথিতে ইহা'।
২ পুথিতে বুলিলোঁ'।

বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ[১] তোরে ল।
আল
তিরিবধপাপ নাহি[২০৫।২]ক ডর তোহ্মারে ল ॥ ১ ॥
কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল।
আল
মাথ তুলিঞা। দেখহ আহ্মার গতী ল ॥ ধ্রু ॥
যাবত আছে পরাণে ল।
তাবতে দেহ বচনে [ ল ]।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল ॥
যবে দরশন ভৈল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥
কাহ্নু তোহ্মার নেহাত লাগি ল।
সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞে ত বড় আভাগী [ল] ॥
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল।
আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ॥ ৩ ॥
দেখী মোর দেহগতী ল।
নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।
জীঞোঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[২] বাসলীবরে ল ॥ ৪ ॥

---

১ ধরেঁা', র' কাটিয়া তোলাপাঠে রেঁা' করা।
২ পুথিতে 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস।'

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ।

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
[২০৬।১] আহ্মার শুণ তোহ্মে কথা ।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥
রাধা ল
আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে ।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী [হ] ইল মোরে ॥ ধ্রু ॥
উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল
তাহ্মা লঞা নাহি পরদারে ।
.... .
আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সাবে ॥ ২ ॥
আহ্মে হরী নারাযণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতার কবী ল ।
অসুর মারিঞা ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥
এভহো নিলজী রাহী ছাড মোর আশে ল
সব গোপ নাহী জাণে ।
চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বডু চণ্ডীদাস
বন্দিঞা বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

---

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী ।
আরে
কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥

তোহ্মে জবে[1] যোগী হৈলা সকল তেজিআঁ।
থাকিব যোগিনী হআঁ তোহ্মাক সেবিআঁ॥ ১ ॥
না জাইবোঁ ঘর আর[2] তোহ্মাক ছাড়িআঁ।
বড় দুখ পাইলোঁ[২০৬।২] তোর বিরহে পুড়িআঁ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
পরাণে না মার মোরে[3] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে॥
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পাইলোঁ॥ ২ ॥
হেন মনে পরিভাব জগত ঈশর।
আহ্মাক পরাণে মারিলে কি লাভ তোহ্মার॥
আনুগতী ভকতি আনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী॥ ৩ ॥
এত কাল আহ্মাক তেজিতে এখোখণে।
সমতি না ভৈল তোর নেহার[4] কারণে॥
কোন লাজে বোল এবে মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪ ॥

— —

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আতি বিরহে অন্ন না খাইলোঁ
তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগে
তোহ্মাকে মো মাইলো বাণে॥

১ জবে' তোলাপাঠে।
২ আর' তোলাপাঠে
৩ মোরে' তোলাপাঠে।
৪ নেহার,, হ'র আকার ও ব' তোলাপাঠে।

মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ
তোহ্মা তেজিলোঁ জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী
আহ্মা পাযিতেঁ আকারণে ॥ ১ ॥
না কর জতন সুন্দরী রাধা
আহ্মাত না [২০৭।১]পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী
আহ্মে নিরঞ্জন কাযা ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে
মোকে না কৈলে[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে
আহ্মারে চাহসি কেহে[২] ॥
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা
না দিল সরস বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক[৩] যৌবন
সুণ আযিহনের রাণী ॥ ২ ॥
আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র
তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিল
সুণ মুগধী পামরী ॥
সব দৈত্যগণ আপনে মারিলো
মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
[সব দেবেঁ মেলি] যুগতি করিঞা
তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ॥ ৩ ॥

---

১ পুথিতে 'তোক না কৈলোঁ'।

২ পুথিতে 'কেহ্নে চাহসি আহ্মারে'।

৩ পুথিতে যাউর'।

তেজ মোর সঙ্গ[১] নাহি মোতে রঙ্গ
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে
করায়িলে বড় খাঁখারে ॥
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস
তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

---

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আহে কাহ্নাঞি।
আছিলোঁ [২০৭।২] মো শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
অহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ[২] করহ আদেশ ॥ ১ ॥
আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে 'তেজ সঙ্গ মোর'।
২ সরস' কাটিয়া তোলাপোঠে কৃষ্ণ' করা

সুণল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর ।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ।। ৪ ।।
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী ।
গোপীর বালেন্দ ( ? ) হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বো[২০৮।১]লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী ।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥
না বোল মোরে[১] নিরাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস ।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

---

শ্রীরাগ ॥ রূপকং ॥

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার ।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার ॥
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল ।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে ।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা নী চিহ্নিলেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাতে লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥

১ মোরে' তোলাপাঠে ।

তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর।
তভোঁ মোর বচনে[২০৮।২]না দিলেঁ উত্তর ॥ ২
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলেঁ। মাহাদাণী।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী ॥
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী।
তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥
নিয়ড় সম্বন্ধ-রাধা না কর দূর।
শুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর ॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কোণ অপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ।
আপনে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ ॥
সকল সংপূর্ন্ন মোর যৌবন সাজে।
তাহাক তেজিতে না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী।
সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥
তোহ্মাত লাগি[২০৯।১]আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরিবধ লাগে কাহ্নাঞিঃ তোহ্মাএ ॥ ২ ॥
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ।
অকোপ হআঁ মোর অবথা দেখ ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

---

১ রাধা' তোলাপাঠে

ধানুষীরাগ ॥ ক্রীড়া ॥

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ
ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে ।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ
মন জাএ তোহ্মারে ॥ ল ॥ ১ ॥

আল

চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে ।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুনতাপে ।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর সুরতির আশে ।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥
এ[২০৯।২]তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সরস বসন্ত কালে ।
কোকিলের কোলাহলে ।
এ নআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে

এবেঁ তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুল দেহে।
আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী ॥ ধ্রু ॥
আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ স্নুরতী।
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
এবেঁ মো ভরযুবতী।
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী।
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গম জলে।
তেজিবোঁ মো কলেবরে।
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥
এহা জাণী গদাধর।
একবার দয়া কর।
নাহে তি[২১০।১]রীবধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৩ ॥
যত কৈলোঁ সংযম।
করিলোঁ ব্রত নিয়ম।
নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম ॥
এহি শপথ করোঁ।
কভো যবেঁ তোহ্মা হরোঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যবেঁ তোক যতন কবিলোঁ চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মোব বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী ॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ বতী।
পবিহবি আপণাব আইহন পতী ॥ ১ ॥
এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মাযা মোহো।
এহাত না ভুলে আব নান্দেব পোহো ॥ ধ্রু ॥
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।
পাপ কবিলে কোণ কাজে নাহিঁ সিধী ॥
আসুব মাবিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীব ভাব।
পাপ করিলে সে ত নহিব আহ্মাব ॥ ২ ॥
যতন না কব বাধা আইহনেব বাণী।
পবিহাব কৈল তোক দেব চক্রপাণী ॥
ব্রহ্মাণে চিন্তনে কৈলো নির্ম্মল কাএ।
তোক[২১০।২] দেখি আববাব মন না জাএ ॥ ৩ ॥
আহোনিশি কবোঁ মো যোগ ধেআন।
আব কভো না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন ॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড মোব আশ।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

---

শ্রীবাগং ॥ যতি ॥

মৈলাক[১] মারিলে কোণ মাহাসিধি হএ।
আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নাঞিঁ আপণ হৃদএ ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মাব আধিকার।
তোর আগেঁ গোপনাবী হএ কোণ ছার[২] ॥ ১ ॥

১ পুথিতে মৈনাক'। ২ পুথিতে কাজ'।

না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু তোর নেহে আপণাক বড় মানেঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণেঁ ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে ॥ ২ ॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে ॥
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী [২১১।১]।
তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার ॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

দেশাগরাগ ॥ লঘুশেখর ॥

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে।
শুণী মোরে মনমথ মারে ॥
তিরীবধভয় না মানসি।
কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
দুখদিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ।
তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ ॥
জিআও আড় নয়নে চাহী।
বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥ ২ ॥

তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে।
তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে ॥
এহা জাণী দয়া ধর মণে।
আহ্মা লঁআঁ জাহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী।
তভো কেহ্নে [২১১।২] দয়া না করসী ॥
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ধনুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল।

মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে
দধির পসার লঁআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥

আল।

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥
যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ
তিরীবধ হৈত মোরে।

যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

কোড়া[২১২।১]রাগং ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণস্ত বাচমাচম্য রাধা বৃন্দান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপবিত্রাণকরং বচঃ ॥

নিশি আন্ধিআরী ত্রহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১ ॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজোঁ মোঁ নান্দের পোএ ॥ ধ্রু ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে করি স্থয়িলো
চিআয়িঞাঁ চাহো নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল পাসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে ॥ ২ ॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে ॥ ৩ ॥
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো[২১২।২]র প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

---

গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতি ॥

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে।
বুঢ় বযসত বড় দুখ দিলে মোরে ॥ ১ ॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী ॥ ধ্রু ॥
এড ঘর যাঞোঁ মোঞে শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর ॥
মোঞে ভালেঁ জাণোঁ[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্নু।
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান ॥ ২ ॥
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।
বাশলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

---

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের[২১৩।১] তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনযবচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে ॥ ১ ॥

---

১ 'মোক,' ক, তোলাপাঠে। ২ পুথিতে 'জাণ'।

দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী ॥
মোঞঁ সে দগধকপালী।
নাম মোব চন্দ্রাবলী।
আন মোব নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোনেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী ॥
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলো আখী।
চান্দ সুরুজ তুমি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুযিবোঁ রাখী ॥ ৩ ॥
বাশী বাজাযিল যবেঁ কাহ্নে।
কোকিল কৈল পালি গানে।
আ[২১৩।২]গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে।
শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবে কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ধানুষীরাগ ॥ একতালী ॥

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলি আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১ ॥

এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী।
মোঞেঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী ॥ ধ্রু ॥
কাকুতী করিল কাহ্নু তোরে।
মোক পাঁঠায়িল বারে বারে ॥
তভোঁ তার না কৈলোঁ সমানে।
তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে।
ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে।
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর পরাণনাতিনী।
তোর দুখ না সহে পরাণী ॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।
গাই[২১৪।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥

দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া ॥

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা
কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ
আপণেঞিঁ কর শুধী ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি
বুইল মনত গুণী।

তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন
তবেঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে
রাধা পুছে যোড হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন
কথাঁ বসে জগন্নাথে ॥ ল মুনী ॥ ৪ ॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধন বাসে।
[২১৪।২] কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে ॥ ৫ ॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী
বসিলা[১] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ
আছেন্ত নাগর কাহ্নে ॥ ৬ ॥
নারদ বুইল কদমতল
চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিঅ। আছে
তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে ॥ ৭ ॥
নারদের বোল বেদ সমতুল
মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতে পাইল আচম্বিত
বৃন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা
মুরুছা পাইল তখনে।

১ পুথিতে 'বাসলী'।

ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি
রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ
ধরিল আতি যতনে ।
বুলিতেঁ নারেঁ। বচন বড়ায়ি
না চলে মোর চরণে ॥ ১০ ॥
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী
বোল হরষিত মণে ।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ [২১৫।১] উপেখিআঁ
করিবোঁ তাক যতনে ॥ ১১ ॥
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপণে ।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ
নিঠুর কাহ্নচরণে ॥ ১২ ॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল
গিআঁ কাহ্নের পাশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

———

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তনের উপর হারে ।
আল
মানএ যেহেন ভারে ।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে ।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে ।

দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥

আল

তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমশর হুতাশে
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১৫।২]নিলে ॥ ২ ॥
দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
হৃদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোঁহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে ॥
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥[১]

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥

করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥[1]
আল কাহ্নাঞিঁ ল
রাধা বিরহদহনে।
দগধিলী[2] ভৈলী তোহ্মার শ[২১৬।১]রণে[3] ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহাব।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী[4] মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

—

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং। মিথ্যাবচনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা।' শ্লোক লেখা ও কাটা।

২ পুথিতে দগধিনী'।

৩ তোহ্মার শরণে,' হ্মা' তোলাপাঠে ও দরশনে' 'কাটিয়া শরণে" করা।

৪ পুথিতে তরাসিনী'।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক ॥

লগনী ॥

অ[২১৬।২]ধুনাপি কিন্ন সদয়ং হৃদয়ে
কুরুষে [মনো]হন্তরমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
স্বতনোস্তনোতি মদনঃ কদনম্ ॥

কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে ॥ ১ ॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর স্থণ স্থন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী [২১৭।১] ॥ ৭ ॥
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

———

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা।
রাধায়া জবতী চক্রে বেশং জনমনোহরং ॥

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিসত সিন্দুর ন[ব] স্যরে ॥ ১ ॥
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী তুঈ ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥ ২ ॥
পহ্নাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি অভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কম্বু রতনক রতনে ॥ ৩ ॥
মণিকিরণে উজলে আঙ্গদ ভু [২১৭।২]জযুগলে
পহ্নাযিল আতি কুতুহলে[১]।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে ॥ ৪ ॥
রতিরণে জয়ধ্বনী করএ কিঙ্কিণী
তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥
কর্পূর কস্তূরী যো[গে] আঅর[২] তাম্বুলরাগে
গন্ধ রাগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে
রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিআঁ কা[হ্ন] উতরল ভৈলা মনে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

---

১ পুথিতে 'কুতুহলে'। ২ পুথিতে আআর,।

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডনদ্বিগুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি
বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাৎ ॥

ভুজযুগে ধরি কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিক আতি তুতনে ॥
কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১ ॥
আ র কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম[২১৮।১]নোরথ রাধার পিরিতী ॥ ধ্রু ॥
যুড়ী রসনে রসনে।
কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জানিল আপন পর তখনে ॥
তার দসন বসনে।
কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারে হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥
দৃঢ় করি ছুয়ি তনে।
নখ দিল ঘন ঘনে।
পায়ুষে সেচিল খাহ্ন রাধার মনে ॥
রাধাএ কৈল কুড়নে।
মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।৩
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে দসন রসনে'। ২ পুথিতে মরণে'।
৩ হৃষ্ট কনে কাহ্নে' লেখা ও কনে' কাটা।

আতি চির আনুবন্ধে।
রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥
ভৈল মুকুল নযনে।
সুখী ভৈল দুই জনে।
[ গাযিল ] বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

শ্রীরামগিরিরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে
রতিসুখ ভুঞ্জিঞা রাধা গোআলিনী।
চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী ॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী ॥ ১ ॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পাযিল আহ্মে সুতি জাওঁ [২১৮।২]নিন্দ ॥ ধ্রু ॥
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল।
নব কিশলযত শয্যা রচিল ॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।
তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নযনে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩ ॥
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতে কাহ্ন কৈল মন।
বড়ায়ির পাশে কাহ্ন করিল গমন ॥
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ॥
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞা ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥
আর বচনেক বোলোঁ স্নণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক [২১৯।১] রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥
নিন্দ ছল করি থাক[1] রাধার পাশে
বড়ায়িক বুলিল[2] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢ়ি [ গেলা ] মথুরা নগরক কাহ্নে ॥ ৩ ॥
কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে তাক'। ২ পুথিতে বুলিহ'।

বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে মরিলোঁ ল।
আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দুতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞাঁ পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে [২১৯।২] কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥ ৩ ॥
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দুতী তোর পাএ [ধ]রোঁ
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দুতী তার থা[]নে আণ শ্রীমধুসূদনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

দেশাগরাগং ॥ কুড়ুকঃ ॥

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞিঁ ল
তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে।
রাধা ল
তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী
এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ॥ ১ ॥
রাধা ল
কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে।
না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ধ্রু ॥

প্রবোধবচন কত বুঝাঞাঁ তাহারে
আণিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা
শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী
নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ
কাহ্ন রতি ভু[২২০।১]ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥ ৩ ॥
এবেঁ তোঞেঁ এথানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক
যবেঁ পাঞোঁ তার দরসনে।
তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
[ বন্দিঞা ] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

———

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

একাকিনী পবিভ্রম্য বনং শ্রমভরা[তুরা]।
রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনং ॥
বচনেন তবানেন বৃন্দে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্বচঃ শৃণু ॥
প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়াযি।
এখণে আসিবে মোর সুন্দ[র] কাহ্নাঞিঁ ॥
তেকারণে আহ্মে গিঞা তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।
কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে ॥ ধ্রু ॥
দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী।
আহ্মাক তেজিঞাঁ আজি কথাঁ গেলা হরী ॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লঞাঁ সুখরতি [২২০।২] ভুঁজয়ে মুরারী ॥ ২ ॥

তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।
কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে ॥
চিন্তিঞাঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপা[ে]য়।
কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ ॥ ৩ ॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল।
কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল ॥
এবেঁ কেহ্নমনে[১] রহে আহ্মার জীবন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

---

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞাঁ কাহ্ন ভুঁজে সুখবতী ॥ ১ ॥
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
কদমের তলে খণে যমুনার কূলে।
শিশু লঞাঁ বাটে হাটে হরিষে বুলে ॥ ২ ॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

মল্লাররাগঃ ॥ কু[২২১।১]ড়ুক্কঃ ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে।
বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে ॥
নিকুঞ্জত চাহ আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে কেহ্নে মনে'।

লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ॥ ধ্রু ॥
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওআল হঞাঁ কাহ্নু রহে খণে খণে ॥
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে ॥ ২ ॥
এবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে ॥
য়েবার আণিঞাঁ দিলে কাহ্নু মোর ঠায়ি।
তোক আর কভো দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি ॥ ৩ ॥
হর আৰ্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।
য়েতেক যাণিল নারী যেহেন শরীরে ॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ধানুষীরাগং ॥ একতালী ॥

হেন রাধিকার বচনে।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে [ ॥ ২২১।২ ] ল ॥
আল বড়ায়ি।
সুণিঞাঁ রাধার আরতী।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥ ল। ১ ॥
আল বড়ায়ি।
মনে ধরী রাধার বচনে।
কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে ॥ ধ্রু ॥
যমুনা[তি না] পাঞাঁ গোপালে।
পুন গেলী বকুলের তলে ॥

তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে ॥ ২ ॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী।
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী ॥
একশরী বনের ভিতরে।
ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে ॥ ৩ ॥
বাহুড়িঞাঁ রাধিকার[১] থানে।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিঞাঁ শিযরে
প্রাণের বড়ায়ি ল
দারুণ নযনে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন
যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল
যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ॥ ল ॥ ১ ॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞিঁ
উদ্দেশ বো[২২২।১]ল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল
তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে বড়ায়ির'।

নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ।
যার বিরহে পুড়িলোঁ।
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিৎস ভৈল
কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সোঞঁরী কাহ্নের বাণী
না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস
দিনে দিনে তনু ষেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ॥ ৩ ॥
বিধি বিপরিত ভৈল
আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহে মো জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্ক ॥

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে ॥
উতরলী নহ রাধা মন কর খীর।
যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আ[২২২।২]নে ॥ ধ্রু ॥

বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে।
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥
মুখ চুম্বী বোলেঁ। রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর ॥
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর ॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

---

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিনায কতিচিৎ কালান্ কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জবতীমিদং ॥
ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥ ১ ॥
[২২৩।১]শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের খাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥

পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে ।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ ।
বজরে গঢ়িল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥ ৩ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

---

শ্রীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চতুরে চতুরো মাসান রাধে মুদিরমেদুরান্ ।
গময় ত্বং গতো শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন ॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ ।
মদন কদনে[২] মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পা[২২৩।২]খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে ।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা ।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে ।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফু[ টি ]ট জায়িবেঁ বুক ॥ ৩ ॥

---

১ পুথিতে গটিল'। ২ পুথিতে মদনে কদনে'।

আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবেঁ কাহ্নু বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

---

মাল্লবশ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোঽচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি।
হাথে চান্দ মা[২২৪।১]নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী[১]॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নুত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে॥ ১॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ।
আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ॥ ধ্রু॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল।
কাহ্নু সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল॥
পুরুব জনমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল॥ ১॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর জল[২] যেন তখনে পালাইল॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে॥ ৩॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে॥
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাঁসলীগণে॥ ৪॥

---

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী'। ২ পুথিতে জাল'।

আহেররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥ লগনী ॥

[২২৪।১] দণ্ডকঃ ॥

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেহধুনা ॥

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আল রাধে।
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখসুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥
আমুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আনিআঁ দিবোঁ মো ॥ ৪ ॥
এ বোলে[২২৫।১]পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান
তবেঁ তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥

---

১ সুখ,' সু' তোলাপাঠে।

শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্নু
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥
তোর যুগতীঞঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।
চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্নু দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৭ ॥
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মরিলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে[২২৫।২]সি কালে
তার থান জাহ একবার[১] ॥ ৯ ॥
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলোঁ গমনে
মথুরা-কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

---

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা ॥
ইতি শ্রোত্রাশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামন্যুনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥

---

১ পুথিতে একবারে'।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।

নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।

আল।

তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে ॥
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১ ॥
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে ॥ ধ্রু ॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥
তভোঁ আনুমতী মোক না দিলেক রাহী।
আর [২২৬।১]তার মুখ না দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥ ২ ॥
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী ॥
• চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

---

গুঞ্জরীরাগঃ । কুড়ুক্কঃ ॥

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত ॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥ ১ ॥
আসুখিলী[১] চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে ॥ ধ্রু ॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ ॥

---

১ পুথিতে আসুখিনী'।

ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ[১] কেহ্নে ॥ ২ ॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥
যে পুণি আধম জন আন্ত[২২৬।২]রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥ ৩ ॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ॥
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥ ধ্রু ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥ ২ ॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥
বিরহে কা … …. … …

[ ইহার পর পুথি খণ্ডিত ]

---

১ পুথিতে 'আদবাহ'।

# ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা

[ অথ জন্মখণ্ডঃ ] [ পৃঃ—৬৫ ]

ভাগবত পুরাণ অনুসরণ করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী……………………দধুঃ ॥

পৃথিবী তাঁহার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে দেবতাবৃন্দ সত্বর কংশনিধনের জন্য মনোযোগ দিলেন।

সব<সব্ব<সর্ব ( অশোক অনুশাসনে "সব" পাওয়া যায় )

দেবেঁ—এঁ<এন—কর্তৃকারকের বিভক্তি।

মেলি< √মিলিঅ, মেলিঅ (প্রা)<মিলিত = মিলিত হইয়া।

পাতিল< √পাত্+ইল (অতীত কাল) = স্থাপিত করিল।

তুলনীয় : পাতিল নাটে ; ধবণী পাতিল।

হএ<হয়<হই<হোই ( প্রা, অপ)<অসতি+ভবতি = হয়।

ইহার—ইহা<এহ, এহু<এস, এসো<এষঃ+র (ষষ্ঠীবিভক্তি)।

কমণ<কমণ, কবণ (প্রা)<কঃ পুনঃ = কেমন।

সম্ভেই = সবেই ( ই-নিশ্চায়র্থক )। দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ অঞ্চলে সমাই, সম্মাই প্রভৃতি পদের ব্যবহার দেখা যায়।

বুয়িল = বলিলেন। ঠাএ<ঠাঅ (অপ)<ঠামিঅ<স্থামিক+"এ" (সপ্তমী বিভক্তি = স্থানে।

স্তুতীএঁ = স্তুতি দ্বারা ; "এঁ"<এন, করণেব বিভক্তি।

ভিতরে<ভিত্তরি (প্রা পৈ)<অভ্যন্তর ; আদিস্বরে শ্বাসাঘাত না পড়ায় "অ" লুপ্ত হইয়াছে।

তোহ্মে<তুম্হে<*তুম্মে (=যুষ্মে) অথবা তুম্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)>তুম্হাহি> তুম্হে>তুহ্মে, তোহ্মে।

তুলনীয় : উড়িয়া "তুম্ভে"

আসুরের = অসুরের ; শব্দের আদিতে অ>আ, মৈথিলী, অসমিয়া ও পূর্ববঙ্গের ভাষায় লক্ষণীয় ; যথা—মৈথিলীতে—আতি, আঙ্গন ; অসমিয়া ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় —আম্বল, আতিশয়, আসুখ, আষ্ট প্রভৃতি শব্দ। বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার যুগে সম্ভবতঃ অ>আ-রূপে উচ্চারিত হইত। আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণও অ>আ হইতে পারে।

খএ<ক্ষয় ; প্রাকৃত ক্ষ>"খ" অথবা "ছ"হয়। হেন<হেন্ন(অপ)<অনেন=এমন।

শুনী<শুনিঅ (প্রা)<*শুনিত (=শ্রুত্বা) = শুনিয়া।

হাসিআঁ<হসিঅ ( প্রা ) (=হসিত্বা) = হাসিয়া। দৈবকী—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী।

ব্রহ্মা সব দেব……………হঁএ।

কংশ এত প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন যে দেবতারা ভয়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। এইজন্য ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ ক্ষীরোদসাগরে অবস্থানকারী শ্রীহরির নিকট গমন করিলেন এবং নানা প্রকার স্তব-স্তুতি দ্বারা তাঁহার তুষ্টি বিধান করিলেন। দেবগণ বলিতেছেন যে একমাত্র হরি ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেই কংশের নিধন সম্ভব হইবে।

ততিখনে = ততক্ষণে; বিদ্যাপতির পদে "ততিখনে" পাওয়া যায়।

ধল<ধঅল<ধবল = সাদা; তুলনীয়: হিন্দী ধোলা। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ধলা।

দুই<দুই (প্রা)<দ্বি।

ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে—নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে দুইটি কেশ তুলিলেন। তন্মধ্যে একটি শ্বেত, অপরটি কৃষ্ণ। অনন্তর শুক্ল কেশ রোহিণীর গর্ভে ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ দেবকীর উদরে স্থাপিত হইল। শ্বেত কেশ বলদেব রূপে এবং কৃষ্ণকেশ কেশব বা বাসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এহি (<এই)<এহি (প্রা)<এভিঃ = এই। পাআঁ<পাইআঁ<পাবিঅ (প্রা)< প্রাপ্য = পাইয়া। গেলা<গঅ+ইল্ল<গত+ইল।

উপেখিআঁ<উপ্‌পেক্‌খিঅ<উপেক্ষ্য = উপেক্ষা করিয়া।

আগক = অগ্‌গ<অগ্র+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি)।

পাকিল—বাংলায় "ল" প্রত্যয়ান্ত পদ ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। তুলনীয়: "ভুখিল কাক"।

দাঢ়ী<দাঢ়িআ<দাঢ়িকা—তুলনীয়: মারাঠী দাঢ়ী = দাড়ী। বামন শরীর—খর্বাকৃতি। মাকড<মক্কড<মর্কট।

নাচএ<নচ্চঅ (প্রা)<নৃত্যতি = নাচে। উমত<উন্মত্ত; উমত মতী—বিভ্রান্ত চিত্ত।

ধ্রু<ধুঅ, ধুয়া<ধ্রুব = গানের যে অংশ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

খণে-খণে<খণে-খণে (প্রা)<ক্ষণে-ক্ষণে। হাসে<হসএ<হসতি। বিনি<বিনা, বিণু (অপ) = ব্যতীত।

খোড = খঞ্জ; খোণেকেঁ<ক্ষণেকে = মুহূর্তে। কানে<কাণ = কানা, অন্ধ।

খণে-হএ খোড খোণেকেঁ কানে—কখনও খঞ্জের আবার কখনও অন্ধের অভিনয় করেন।

করে<করএ<করোতি। দেখি<দেক্‌খিঅ (= দৃষ্ট্বা) = দেখিয়া। রঙ্গ = উল্লাস।

লাম্ফ<লম্ফ = উল্লম্ফন। প্রাচীন অসমিয়াতে লাম্ফ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

ধরে<ধরিঅ<ধরতি। রহে<রহই<তিষ্ঠতি। চিতরে = চিৎ হইয়া।

বোলে<বোলই, বোল্লই (প্রা)<ব্রবীতি।

আনচান<আনছান<অন্নছন্ন<অন্যচ্ছন্দ = অসংলগ্ন বাক্য।

মিছাই<মিচ্ছা<মিথ্যা+ই ( নিশ্চয়ার্থক )।

সান<সণ্ণা<সংজ্ঞা—( তুলনীয় হিন্দী-সৈন ) = সঙ্কেত।

জীহের<জীহা (প্রা)+র<জিহ্বা+র ( ষষ্ঠী বিভক্তি।

রাঅ<রব। কাঢ়ে<কড্ঢই<কর্ষতি। রাঅ কাঢ়ে—শব্দ করেন।

উঠি আঁ……………………ছাগ।

নারদ উঠিয়া অসম্বন্ধ কথা বলিতে লাগিলেন এবং নিরর্থক ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বোকা পশুর মত পুনঃপুনঃ জিহ্বার অগ্রভাগ বাহির করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন।

[পৃঃ—৬৬]

কংসেত—"ত" সপ্তমীর চিহ্ন, কিন্তু ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত = কংসের।

উপজিল—উপ- √জন্+ইল = উৎপন্ন হইল।

কোণ<কোন—উড়িয়া ভাষায় "কণ" = কি।

নাহিঁ<নাহিং<নহি=না। এবেঁ<এঅব্ব (অপ)<*এতদ্বৎ = এখন

তোঁ<*ত্বয়েন ( = ত্বয়া ) = তোমার।

হৈবেক = হইবে। ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়ের ব্যবহাব প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। সেসি=সেই ( "সি" নিশ্চয়ার্থক অব্যয় )

মোঁ <*ময়েন ( = ময়া ) আমি অর্থে। ঠাএ<স্থামিক+এ ( সপ্তমী বিভক্তি )

শুনী <শুণিঅ <*শুনিতঃ ( = শ্রুত্বা ) = শুনিয়া। সচকীত<সচকিত—ত্রস্ত, ভীত। চিন্তির—ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" প্রত্যয়ের প্রয়োগ মধ্য বাংলায় পাওয়া যায়; এখানে অতীতকাল অর্থে প্রযুক্ত = চিন্তা করিল। হীত <হিত=কল্যাণ।

মারিবাক = মারিবার জন্য। মারিবা শব্দের সঙ্গে নিমিত্তার্থে "ক" প্রত্যয়।

থানে<থান<স্থান। দৈবকীএঁ—"এঁ" প্রত্যয় কর্তৃকারকের বিভক্তি।

দুঠ্‌ঠ<দুট্‌ঠ ( প্রা )<দুষ্ট। তাক সবই = তাহাদের সকলকেই।

আষ্টম<অষ্টম; মাইল = মারিল। ছয়<ছঅ<ষট্, সিন্ধী ভাষায় "ছহ"।

সেহি=সেই ( অর্ধ মাগধী ); দুযি<দুএ<দ্বি = দুই। নিয়োজিত = নিয়োগ করিলেন।

সুঅঁরী <সুমরিঅ <*স্মরিত ( = স্মৃত্বা )। কাঁপে<কম্পএ<কম্পতে।

করিআঁ <করিঅ<*করিত (=কৃত্বা)। গিআঁ<গমিঅ <*গমিত ( = গত্বা )।

দৈবকী উদরে……………রোহিণী গর্ভ গিআঁ।

শুক্লকেশরূপে যিনি দেবকীর গর্ভে অবস্থান করিলেন, অতিশয় বলশালী বলিয়া তিনিই মাতার গর্ভপাতচ্ছলে রোহিণীর উদরে প্রবিষ্ট হইলেন।

[ ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যোগমায়া দেবকীর গর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলেন। লোকে মনে করিল যে দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে ]

শারঙ্গ<সারঙ্গ = শৃঙ্গ নির্মিত ধনুবিশেষ।

যে কৃষ্ণ রহিল………………দেবকীর আঠরে

কৃষ্ণবর্ণ কেশরূপে যিনি দেবকীর উদরে বিরাজ করিলেন তিনিই হইলেন শঙ্খ-চক্র -গদা-শারঙ্গধারী শ্রীকৃষ্ণ।

জাণী<জাণী<*জানিত (=জ্ঞাত্বা); আবেক্ষণ<অবেক্ষণ=পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান।

কাহ্নাঞি—কৃষ্ণ>কণ্‌হ>কাণ্‌হ; কাণ্‌হ+আঞি প্রত্যয় (আদরার্থে বা (ক্ষুদ্রার্থে)।

তাহাক আষ্টম……………কংশ মহাবীর

দেবকী যে গর্ভধারণ করিলেন তাহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান বিবেচনা করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ কংশ প্রহরী নিযুক্ত করিল।

সুপুরুষ গর্ভ—দেবকীর অষ্টম গর্ভে মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হইল।

ধরল=ধরিল। আগুরূপ=অনুরূপ।

বিজয় নাম বেলাতে…………কাহ্নাঞি।

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রযুক্ত হইলে ঐ যোগকে বিজয়বেলা বলা হয়। উক্ত বিজয় নামক শুভলগ্নে ভগবান হরি শঙ্খ-চক্র-গদা -শারঙ্গ হস্তে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময় অল্প অল্প বারিবর্ষণ হইতেছিল।

ধরী <(প্রা) ধরিঅ <*ধরিত ( =ধৃত্বা )=ধরিয়া।

জরম=জন্ম; করম<কর্ম শব্দের সাদৃশ্যে "জরম" শব্দ গঠিত হইয়াছে।

ল=আল; প্রাকৃত হলা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত।

নিন্দে <নিংদ ( চর্যায় ) <নিদ্দা <নিদ্রা।

ভৈল<*ভবিত ( =ভূত )+ইল=হইল। কণ্যা <কন্না <কন্যা।

ভোলেঁ <বিব্‌ভল ( প্রা ) <বিহ্বল+এঁ "ভ্রমে"

দেবের প্রসাদেঁ………… …… না জাণিল

বসুদেব তখন ভগবৎ কৃপায় জানিতে পারিলেন যে গোকুলবাসীগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে এবং সেই সময় যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভ্রান্তিবশতঃ নিদ্রার আবেশে যশোদা পুত্র হইল কি কন্যা হইল কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

কোলে<কোল (প্রা) <ক্রোড। বাটত—বর্ত্ম>বট্‌ট>বাট; বাট+ত ( সপ্তমী বিভক্তি )।

থাহা<থাহা<থাহ (প্রা)<স্থল=থই, নদী বা জলাশয়ের তলদেশ।

কাহ্ন দেখি…………………যাহা দিল।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে যমুনার গভীর জলরাশি কমিয়া গেল এবং তাহা অনায়াসেই পার হওয়ার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইল।

বালী <বালিকা; পহুরী <প্রহরী। চিআইল<চিৎ ( জাগরণে )+আ+ইল। (অতীত )=জাগরিত হইল।

শিলাপটে=প্রস্তর খণ্ডে। আছাড়িআঁ=আছাড় দিয়া।

আকাসে<আকাস, আগাস (প্রা)<আকাশ। বাঢ়ে<বড্‌ঢই, বড্‌ঢএ< বৰ্দ্ধতে = বৰ্দ্ধিত হয়।

কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে—কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবন করিল।

[পৃঃ ৬৯]

কংশে<কংশ; কর্তৃকারকে "এ" বিভক্তি। পূতনাক—"ক" দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। পূতনা রাক্ষসী ছিল বকাসুরের ভগিনী। এই রাক্ষসী শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইবার ছলে বধ করিত। বলিকন্যা রত্নমালা দ্বাপর যুগের শেষে পূতনা নাম প্রাপ্ত হয়।

সংহরিল—সংহার করিল। স্তনপান ছলে = কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত পূতনা বিষমিশ্রিত স্তন তাঁহার মুখে প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তন্য পান করিবার ভাণ করিয়া পূতনা রাক্ষসীকে বধ করেন।

পাছে<পচ্ছা<পশ্চাৎ।

যমল আর্জুন—যক্ষরাজ কুবেরের পুত্রদ্বয় নল কুবর ও মণি গ্রীব। ঐশ্বর্যগর্ভে ইহারা অত্যন্ত গর্বিত ছিল। দেবর্ষি নারদের অভিশাপে ইহারা স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ লাভ করিয়া তাহারা অভিশাপ মুক্ত হয় এবং স্বর্গে গমন করে। [ কংশ কর্তৃক যমলার্জুনকে গোকুলে প্রেরণের কথা ভাগবত বা অন্য কোন পুরাণে নাই। ]

ভাঙ্গীল—ভাঙ্গিলেন।

কেশি—কংশ কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বরূপীদৈত্য কেশিকে ব্রজধামে পাঠায়। কৃষ্ণ তাঁহার বিশালবাহু উহার মুখে প্রবেশ করাইয়া উক্ত দৈত্যকে নিধন করেন।

আনন্তব<অনন্তব।

দামোদর—শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাহার দুরন্তপনায় বিরক্ত হইয়া যশোদা গাভী বন্ধনের রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর উদুখলের সহিত বন্ধন করেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ দামোদর [ দাম (= রজ্জু) + উদর] বলিয়া খ্যাত।

তাত—তা<তাহ (প্রা, অপ)<*তাস (= তস্য)+ত (সপ্তমী বিভক্তি)= তাহাতে।

পুছ<পৃচ্ছ; আবতার কবি = অবতার গ্রহণ করিয়া; কেলি = ক্রীড়া।

সুরেখ = সুন্দর রেখাযুক্ত; সুপুট = সুগঠিত।

আধর<অধর; যেহ্ন<* যাদৃশন (= যাদৃশ) = যেন।

পোঁআর<প্রবাল; কন্নযুগ<কর্ণযুগল [ কর্ণ>কন্ন>কান ]

লুলে<লুলই, লোলই (প্রা)<লোলতে = দোলে।

করঙ্গুরবিন্দ = করাঙ্গুলি বৃন্দ; মাল<মল্ল<মাল্য = মালা।

মরকত পাট = মরকত মণিদ্বারা নির্মিত ফলক।

জংঘ<জংঘা<জঙ্ঘা। পান্তী<পংতি (প্রা)<পঙ্‌ক্তি।

সজল জলদ রুচি = জল বিশিষ্ট মেঘের ন্যায় শ্যামল শোভা।

জিনি< √জিন্ ( বাং )=জয় করিয়া। বত্তীস<বত্তিস ( চর্যায় )<বত্রিশ।

বত্তীস রাজলক্ষণ—বত্রিশ প্রকার রাজলক্ষণযুক্ত।

নিতি<নিত্য, বাছা<বচ্ছঅ<বৎসক। রাখে<রক্খই<রক্ষতি।

আল—আলো, হালো ( চর্যায় )<হলা, হলে ( প্রা )। হুঅ অবতার=অবতীর্ণ হও। থির<থির ( প্রা )<স্থির, হউ<হোউ ( প্রা )<ভবতু। আল=আখর বিশেষ। কীর্তনেব সময় পদেব মধ্যে মধ্যে আখব দিবাব বীতি আছে।

পতুমা উদরে এবং সাগরেব ঘবে—এখানে দেখা যাইতেছে বাধার পিতার নাম সাগর এবং মাতাব নাম পতুমা। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণে বর্ণিত আছে—বাধা বৃষভানু নন্দিনী। পদ্মপুরাণে রহিয়াছে, রাধাব মাতাব নাম কীর্ত্তিদা।

তীন<তিণ্ণি<ত্রীণি=তিন। কোঁঅলী<কোমল+ঈ ( স্ত্রীলিঙ্গে )=কোমলাঙ্গী। পুতলী<পুত্তলী<পুত্রিকা।

দিনে দিনে বাঢে

রাধা শুক্লপক্ষের চন্দ্রেব ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন।

আইহন<অহিমন্নু, অহিবন্নু<অভিমন্যু=আয়ান। নপুংসক= পূর্বজন্মে আয়ান লক্ষ্মীকে লাভ কবিবাব জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া লক্ষ্মী লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন।

দৈবেঁ কৈল জাণী

দেবতাগণ কৃষ্ণের মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া বাধাকে আইহনেব পত্নী কবিলেন।

ঝাঁট<ঝট্টি<ঝটিতি—শীঘ্র। বুঢীঅ<বুড্‌ঢিঅ<বৃদ্ধা, মাই<মাতা।

পিসী<পিউসিআ>পিতৃষ্বসা।

নিয়োজিলী<নিয়োগ+ইল ( নামধাতু )= নিযোগ কবিলেন।

হাট<হট্ট ( তুলনীয়—তামিল অট্ট )

চুন রেখ=চুনের রেখা। বাটুল<বট্টুল<বর্তুল=গুলি, বল॥

আখি<অক্খি<অক্ষি।

[ পৃঃ—৭১ ]

খীনে<খীণ ( প্রা )<ক্ষীণ। ওঠ<ওট্‌ঠ<ওষ্ঠ,।

উঠক—উঠ<উট্‌ঠ<উষ্ট্র+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি)। ওঠ আধব উঠক জিণী=ঠোঁট দুইটি উটকে পযন্ত পরাজিত করে অর্থাৎ বেশী পরিমাণ ঝুলিয়া পডিযাছে।

কাঠী<কাষ্ঠিকা। কাঠী সম বাহুযুগলে= দুই বাহু অস্থিচর্মহীন।

নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে= স্তনদ্বয় নাভিমূল পযন্ত লম্বিত।

অভিমন্যুজনন্যাহং·· ·· ·· মধুবাচাবকোবিদে।

বড়াইর উক্তি :—রাধে, অভিমন্যু জননী তোমার বক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দিত চিত্তে আমার সঙ্গে মথুরায় চল।

রাধার প্রত্যুক্তি :—তুমি বৃদ্ধা এবং তোমার ব্যবহাবও সুমধুর। সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছ। সুতরাং চল, আমরা মথুরায় গমন করি।

[ অথ বংশীখণ্ডঃ ] [ পৃঃ—৭২ ]

অনঙ্গসঙ্গরে·········যযৌ

অনঙ্গযুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া হরিণনয়ন-সদৃশা অলসাঙ্গলতা রাধা বৃন্দার সঙ্গে রঙ্গে গমন করিলেন।

বড়ায়ি = বৃদ্ধা আর্যিকা ; বৃদ্ধ>বড্ঢ>বড, আর্যিকা>অজ্জিআ>আইআ>আয়ি বড়মা, বড়িমা।

লইআঁ<* লভিত ( = লব্ধ ) = লইয়া।

রাহী<রাধিকা ; গেলী = গেলেন। ক্রিয়াপদে কর্তার লিঙ্গ অনুযায়ী বিভক্তি যুক্ত হওয়ার রীতি আদি-মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

থানে<স্থানে ; বুইল = বলিলেন।

লডিউ< √লড্+তু বিভক্তি ( অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য ) = যাওয়া যা'ক।

সিনানে<স্নানে ( বিপ্রকর্ষ )। কাহ্নাঞি—কৃষ্ণ>কণ্হ>কান, কান+আঞি প্রত্যয় ( আদরার্থে )। পাতিল< √পাত্+ইল ( অতীত ) = স্থাপন করিল।

নাটে<নাট্য ; খনে<ক্ষণে ; বাজাএ<বাদ্যতে = বাজায়। বাদ্যগণ = বাদ্য সমূহ ; অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে বহুত্ববোধক "গণ" শব্দের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও মধ্য যুগের বাংলায় পাওয়া যায়। যথা—হেমকরগণ, তরুগণ, কুসুমগণ, হারগণ, প্রণামগণ, তারাগণ ইত্যাদি।

আছের—আছে<অচ্ছই<*অচ্ছতি ; আছে+র ( স্বার্থিক প্রত্যয় )।

তুলনীয়ঃ কহিআর, দিআর ইত্যাদি। ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" প্রত্যয় অবহট্‌ঠে ও প্রাচীন বাংলায় দৃষ্ট হয়।

পতিদিন = প্রতিদিন ; ছান্দে<ছন্দ। বাএ<বাদয়তি = বাজায়। সেহি—সেই ( অর্ধমাগধী )। ঠাই<ঠাঁই<ঠাবিঁঅ<স্থামিক = স্থান।

বিন্ধ< √বিংধ (প্রা) = ছিদ্র। তাত<তাহ+ত<তস্য+ত ( সপ্তমী বিভক্তি ) = তাহাতে।

আনুপাম<অনুপম—শব্দের আদিতে অ<আ প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অসমিয়া ও পূর্ববঙ্গের ভাষাতে অনেক শব্দের আদিতে অ>আ হয়। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার দরুণই সম্ভবতঃ "অ" "আ" রূপে উচ্চারিত হয়। যথা—আম্বল, আতিশয়, আষ্ট, আসুখ প্রভৃতি।

সুবন্নের<সুবর্ণ+র = স্বর্ণনির্মিত। সাম্বী<শম্ব = ধাতুনির্মিত বালা।

কাম<কম্ম<কর্ম ; ওঁকার<ওঙ্কার = ওঙ্কারধ্বনি।

আয়িলী = আগত+ইল ( স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয় ) = আসিলেন।

বাসলীগণ = বাসলীর উপাসক।

নিপীয় বংশনিনদং..............জরতীমিদং ॥

কংশ ভয়ে ভীতা রাধা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, কে বাঁশী বাজায়, তাহা অবগত হইবার জন্য বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

কালিনী<কালিন্দী ; নই<নই (প্রা)<নদী। গোঠ<গোষ্ঠ ; মো<মম=আমি।

আউলাইলোঁ <আকুল+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=আকুলায়িত করিলাম। তুলনীয়ঃ "মূর্চ্ছাগেল শচী আউলা(ই)ল কেশ"। (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)।

রান্ধন=রন্ধন ; হআ<ভইঅ<*ভবিত (=ভূত্বা)=হইয়া।

নিশিবোঁ<নিওছিঅব্য<*নিমঞ্ছিতব্য=উৎসর্গ করিব।

বিবাহের সময় বর কন্যাকে বরণ যে রীতি আছে তাহাকে নিছন<নির্মঞ্ছন বলা হয়। বিদ্যাপতির পদে "নেওোছন" শব্দ পাওয়া যায়।

আপনা<আত্মন ; হরিষে<হর্ষে ; আঝর<অঝর=অজস্র ধারায়।

"অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।" (চণ্ডীদাস)

ঝরএ<ঝরই, ঝরএ (প্রা)<ক্ষরতি=ঝরে, পতিত হয়। পাণী<পানীয় ; পরাণী<প্রাণ+ঈ (স্ত্রালিঙ্গে)।

সুসর<সুস্বর=সুমিষ্ট স্বর বিশিষ্ট।

পাখি নহোঁ........ .....লুকাও।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হইত। সেইজন্য একই ধবনের পদ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

তুলনীয় : পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাও।
যথাঁ সে কাহ্নাঞির মুখ দেখিতেঁ না পাও॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও॥ [দানখণ্ড]

আবার বিদ্যাপতির পদাবলীতে :

"পাখি জাতি যদি হও পিয়া পাশা উড়ি যাও ;
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥

আগ<অগ্‌গি<অগ্নি ; যেহ্ন<* যাদৃশন=যেন।

কুম্ভারের—কুম্ভকার>কুম্ভার (প্রা) ; কুম্ভার+এর (ষষ্ঠীবিভক্তি।

পণী=পোআন ; মাটির বাসন পোড়াইবার জন্য নির্মিত বৃহৎ চুল্লী।

বন পোড়ে............কুম্ভারের পণী॥

বড়ায়ি, বনে আগুন লাগিলে সকলে দেখিতে পায়, কিন্তু আমার মন কুমারের পোআনের মত ধিকি ধিকি করিয়া (বিরহের জ্বালায়) দগ্ধ হয়। লোকে জানে না, বুঝিতেও পারে না।

সুখাএ<সুখায়তে (নামধাতু) =সুখদায়ক হয়।

আভিলাসে<অভিলাসে=অনুরাগে। বন্দী=বন্দনা করি।

বাসলী<বাসরী<বাগীশ্বরী=সরস্বতী।

নিশম্য......................জরতীমিদম্॥

কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মদন জ্বরে পীড়িতা রাধা যমুনাতটে আগমন করতঃ বৃদ্ধাকে ইহা বলিলেন—

নাদ = শব্দ ; আইলোঁ—আসিলাম। ধরিআঁ<* ধরিত ( =ধৃত্বা, )= ধরিয়া। পারিলোঁ = পার হইলাম ; বেআকুল<ব্যাকুল ( স্বরভক্তি )

এবেঁ<এতাবন্ত ( অপ )<* এতদ্বৎ = এখন। কিমনে<*কেমন্ত = কেমনে।

চাঁচর<চচ্চরী (প্রা)<চর্চ্চরী = কুঞ্চিত। আহোনিশি<অহর্নিশ = দিবারাত্র।

আন<অন্য ; কাএ—কা<কাহ =(প্রা, অপ)<* কাস ( =কস্য ), "এ" দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন=কাহাকে।

বেআকুল = ব্যাকুল ; কান্দো = কাঁদি। রাএ = রব ;

কাহ্নের ভাবেঁ·········রাএ ॥

কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। লজ্জায় আমি কাঁদিতে পারি না।

কোলে<ক্রোড+এ ( দ্বিতীয়া বিভক্তি )।

সুঁঅরিআঁ<সুমরিঅ ( প্রা )<* স্মরিত ( = স্মৃত্বা ) স্মরণ করিয়া।

দিগেঁ<দিকে—অঘোষ ধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে।

মুকুলিল = মুকুলিত হইল = ( নামধাতু )। বাএ<বাত = বাতাস।

আম্ব<আম্র, কুয়িলী<কোকিল।

কুহলে<কুহর—কুহুধ্বনি করে, চণ্ডীদাসের পদে কুহরে এবং বিদ্যাপতির পদাবলীতে কুহরই পাওয়া যায়। ঘাএ<ঘাত = আঘাত।

চারি দিগেঁ··················ঘাএ

বসন্তের সমাগমে চতুর্দিকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। মলয় পবন বহিতে লাগিল। আম্রশাখায় কোকিল কুহুধ্বনি করিতে লাগিল। ঘাএর উপর বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন বিষবৎ মনে হয়, কোকিলের কুহুধ্বনিতে আমি অন্তরে বিষজ্বালা অনুভব করি।

চান্দ সুরুজ<চন্দ্র সূর্য ; তাএ<তাপয়তি = তাপদেয়। বিণি = বিনা ; ভাএ< ভাবয়তি = মনে হয়। পুরত = পূর্ণ কর।

চান্দ······ভাএ = কৃষ্ণপ্রেমে শরীর এত তপ্ত হইয়াছে যে কিছুতেই শীতল হইতেছে না। সূর্যের উত্তাপ ও চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারি না। চন্দনের প্রলেপেও শরীরের তাপ দূর হয় না। কৃষ্ণবিহনে আমার এক মুহূর্ত যেন এক যুগ বলিয়া মনে হয়। বাঁশীর শব্দে আমার প্রাণ হরণ করিয়া কৃষ্ণ কোন দিকে গেলেন তাহা জানি না।

[ পৃঃ—৭৫ ]

কথাঁ<কুত্থ<কুত্র = কোথায়।

আহ্মে<অম্হে<অস্মে ( বৈদিক ) ; অথবা, অম্হে<অম্হাহি<অস্মাভিঃ ;

চন্দ্রাবলী = রাধা ; কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী ও রাধা অভিন্না।

উপজিল—উৎপদ্য>উৎপজ্জ উপজ ; উপজ +ইল<উপজিল = উপজাত হইল।

মো<মম = "আমি"।

খড়িআল কুম্ভীর = বড় জাতীয় কুম্ভীর বিশেষ।

আপার < অপার = অনেক। শকতিঞঁ = শক্তি দ্বারা; মাহা < মহা। বিথর < বিস্তর; আগত < অগ্র + ত (বিভক্তি চিহ্ন); ভরিল = ভরা, "ইল" প্রত্যয় বিশেষণরূপে প্রযুক্ত।

কান্ধে < স্কন্ধ; তভোঁ < তবু + হোঁ (নিশ্চয়ার্থক) = তবুও। আশ < আশা। রাএ < রাবয়তি = রব করে। আধিক < অধিক; বিরহশিখি = বিরহশিখা, বিরহানল।

হৃদএ < হৃদয়ে; জলেএ < জলই (প্রা) < জ্বলতি = জ্বলে; বোলহ < √বো (অনুজ্ঞা) = বল।

মনত = "ত" (সপ্তমী বিভক্তি) = মনে। ভাএ < ভাতি = প্রতিভাত হয়।

যেহেন < *যাদৃশন (= যাদৃশ) যেরূপ।

ঘাঅত < ঘাত + ত (সপ্তমী বিভক্তি) ঘায়ের উপর। সান < সন্ন < সংজ্ঞা = সঙ্কেত ধ্বনি।

কে বোলে ..........বাঁশীর সান

কে চন্দন ও চন্দ্রের কিরণকে শীতল বলে! আমার মনে এইগুলি গরল সদৃশ মনে হয়। বৃক্ষের নবপল্লব আমার চিত্তকে যেন দগ্ধ করে। আমার অন্তর কৃষ্ণ বিরহবিষে জর্জরিত। বাঁশীর সংকেতধ্বনি যেন ঘায়ের উপব আরও আঘাত করে।

আন্ধকার < অন্ধকার; জাএ < যাতি = যায়।

বডিমা < বডমা; বডায়িকে বলা হইয়াছে। বরিষে < বরীসএ (প্রা) < বর্ষতে বর্ষণ করে। সংপুটে < সম্পুট = জোড় হাত।

নান্দে < না + দেয়—নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ।

তুলনীয়: নাসিবো < না + আসিবোঁ; নাসিতোঁ < না + আসিতোঁ ইত্যাদি।

চাহা < চাহই (প্রা) < চক্ষতি = "খুঁজিয়া দেখ"; মোহারী < মধুক্করী, মধুক্করিকা = বংশ নির্মিত বাঁশী।

বিহাণে = বিহীন। কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিক লাগে মোর শূন।

তুলনীয়: "শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী" (বিদ্যাপতি)

[পৃঃ—৭৮]

কৈলোঁ = করিলাম; অগুণ = দোষ। তোহ্মার—তোহ্মা < তোম্হা (প্রা বা) < তুমহং (অপ) < তুমহাকং (প্রা) < *তুষ্মকম্ (= যুষ্মাকম্); তোহ্মা + র (ষষ্ঠীবিভক্তি) = তোমার।

আগত < অগ্‌গ < অগ্র + ত (সপ্তমী বিভক্তি) = অগ্রে।

জুগত = যুক্ত (বিপ্রকর্ষ); দুচারিণী < দ্বিচারিণী। বাঞ্ছএ < বাঞ্ছয়তি = বাঞ্ছাপূর্ণ করে। সুরতী < সুরত + ঈ = রতিক্রীড়া। বুধী < বুদ্ধি; সুধী < সুদ্ধি (প্রা) < শুদ্ধি = সন্ধান।

বেআপিত<ব্যাপ্ত; খএ<ক্ষয়; জণি=যেন না; (নিষেধাত্মক "জণি" শব্দ নির্দেশক বর্তমান কালেও ব্যবহৃত হয়)।

ঝিউ<ঝিঅ<ধিতা<দুহিতা। ঝিউ—প্রাচীন রূপ।

কেহ্নে<*কাদৃশন (=কীদৃশ)=কেন। বাসসী<√বাস্+সী (প্রত্যয়)=বোধ কর।

নাসিবোঁ<না+আসিবোঁ—নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ।

মাহ্লী<মল্লিকা; পালঙ্কি<পলংকিআ (প্রা) <পর্যঙ্কিকা।

গঢ়ায়িবোঁ—গ্রথ>গঠ; নিজন্ত ক্রিয়াপদ=গঠিত করাইব, নির্মাণ করাইব।

মঢ়াইবোঁ—মণ্ডন>মণ্ড>মঢ; নিজন্ত ক্রিয়াপদ=মুণ্ডন করাইব।

পোহাইবোঁ—প্র-√ভা+ইব প্রত্যয় (ভবিষ্যৎকালে)=প্রভাত করিব; অতিবাহিত করিব। ধুনী<ধ্বনি। জালী<জ্জালিঅ<প্রজ্জালিঅ<প্রজ্জাল্য=প্রজ্জ্বলিত করিয়া।

আগুণী<অগণী (প্রা)<অগ্নি=আগুন।

খণ্ডিবোঁ=খণ্ডন করিব; আপুণী<আত্মন+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

মো<মম<আমি অর্থে; এড়িবোঁ<√এড়ি (বা)+ইব+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=ত্যাগ করিব।

দেউ<দয়তু (=দদাতু)=দেউক (অনুজ্ঞা); সমতী<সম্মতি।

জে<জ্জে (প্রা বা)<জি, জু (অপ)<জএ, জো (প্রা)<যঃ, যকঃ=যে।

গাথিবোঁ—গ্রন্থ<গাথ; গাথ+ইব+ও (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=গ্রন্থন করিব।

কপুর<কর্পূর; বিছাইবোঁ<বি-√ছদ্+ইব+ও (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) =বিস্তার করিব।

জাএ<যাতি=যায; চক্রপাণী=শ্রীকৃষ্ণ (ঐশ্বর্যভাবদ্যোতক)।

দেবের বর যদি পাও।
এখন তবেঁ পাখি হওঁ।
আপনে উড়িআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ॥

অন্যত্র পাওয়া যায়—পাখি নহোঁ তার ঠাই উডী পড়ি জাওঁ॥

ঠায়ি<ঠাবিঁঅ<ঠামিঅ (প্রা)<স্থামিক=স্থানে।

জাইউ<যায়তু (=যায়তাম্)—(কর্মবাচ্য, অনুজ্ঞা)=যাওয়া যা'ক।

[পৃ:—৮০]

আবসি<অবশ্য; নেহে<স্নেহ;

গেহে<গৃহ; প্রাকৃতে ঋ<অ, ই, উ, রি, এ হয়। বাঁশীত—"ত" (সপ্তমী বিভক্তি)।

বংশীনিনাদতরলা........জয়তীং প্রতি॥

বংশীধ্বনি শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তা চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধা বৃদ্ধাকে সুমধুর বাক্য বলিলেন।

হাথে—হস্ত>হত্থ>হাথ; হাথ+এ=হাথে;

মাথে—মস্তক>মত্থঅ>মাথা, মাথা+এ (বিভক্তি চিহ্ন)=মাথে।

চান্দ<চন্দ<চন্দ্র ; গাএ<গাত্র ; বোলাএ< √বোল্ল—ণিজন্ত ক্রিয়া = বাজায়।

পাএ<পাদ+এ (সপ্তমী বিভক্তি)। মগর<মকর ; খাড়ু<খড্ডুঅ (প্রা)< কটক। মগর খাড়ু = মকরের মুখ বিশিষ্ট এক প্রকার বালা।

বালা<বালঅ<বালক ; বাছাক—বৎস্য<বচ্ছ<বাছা ; বাছা+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি) = গো-বৎস।

তোহোর<তুভ্যম্+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = তোমার। পাতএ<পাতয়তি = বিস্তার করে। থাকে<থক্কই<তিষ্ঠতি ; বিন্দত—"ত" সপ্তমী বিভক্তি = ছিদ্রে।

পাতএ আশেষ বুধী = নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করে।

সংযোজিআঁ = সংযোজন করিয়া ; সপত<সপ্ত ; সর<স্বর ; নাগর—বিদগ্ধ।

গাএ<গায়তি = গান করে।

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী.........জরতীং প্রতি।

বংশী সম্বন্ধে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপ সরোবরের হংসী সদৃশা রাধা বৃদ্ধাকে সুমধুর বাক্য বলিলেন।

দিগেঁ<দিকে ; নীসারে = নিঃসরণ করে ; আনুসারে<অনুসারে = অনুসরণে।

মাথানি<মন্থান+ই = মন্থন দণ্ড।

দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে।

ওগো বড়াই, হৃদয়বিদারক বংশীধ্বনিতে ঘরের মধ্যে ঘোল মন্থন করিবার জন্য মন্থনদণ্ড কার্যকরী হইতেছে না।

পসিআঁ<* প্রবেশিত (= প্রবিশ্য) প্রবেশ করিয়া। তেআগিবোঁ<ত্যাগ করিব ; সুণী<শুনিঅ<* শুনিত (<শ্রুত্বা) = শুনিয়া ;

[ পৃঃ—৮২ ]

রাধয়া প্রেরিতা...............রাধিকামাধিকাতরাম্॥

অধিক কাতরা রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের সন্ধানের জন্য প্রেরিতা বৃদ্ধা (বড়াই) রাধাকে এই কথা বলিল।

গেণ্ডুয়া<গেণ্ডুঅ (প্রা)<কন্দুক = এক প্রকার খেলা। খেলাএ<খেল্লই (প্রা)< ক্রীড়তি = খেলা করে।

আহ্মার—আহ্মা<অম্হাকং (প্রা)<অস্মাকম্ ; আহ্মা+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = আমার।

লাগ<লগ্‌গ<লগ্ন = সন্ধান। আহ্মে<অম্হে<অস্মে (বৈদিক) অথবা আহ্মে< অম্হহি (অপ)<অম্হাহি<অস্মাভিঃ = আমি।

বুঢ়া<বুড্‌ঢ<বৃদ্ধ ; তোহ্মে<তুম্হে (প্রা)<তুষ্মে = (বৈদিক যুষ্মে) অথবা, তোহ্মে<তুম্হহি (প্রা)<* তুষ্মাভিঃ (= যুষ্মাভিঃ) = তুমি।

খেমা<খমা (প্রা)<ক্ষমা। রএ<রবীতি = রব করে। নাঁদে<না+দেয় = নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়া। আহ্মা = আমাকে, বিভক্তিহীন কর্মপদ। উপেখিআঁ< উপেক্‌খিঅ (প্রা)<উপেক্ষ্য = উপেক্ষা করিয়া।

জাএ<যাতি=যায়। আগর<অগরু (প্রা)<অগুরু।

তুলনীয়: "পরিমল অগর চন্দনে" (বিদ্যাপতি)।

বৌহারী<ব্যবহারিকা, বধূটী=বধূ। ঝী<ঝিআ<ধীতা<দুহিতা। মোএ <মই (প্রাবা)<মএঁ (অপ)<ময়েন (=মায)=আমি। জাও<জাউ (অপ)< জামি (প্রা)<যামি=যাই

বড়ার বৌহারী.........লুকাওঁ

আমি বড ঘরের মেয়ে এবং বড ঘরের বধূ। কৃষ্ণবিহনে আমার রূপ যৌবন বৃথা। এই রূপ যৌবনে আমার কি প্রয়োজন। পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হউক, আমি প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিব।

মেদনী বিদার দেউ পাসিআঁ লুকাও—এই পংক্তি পূর্বে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হইত বলিয়া একই পদের পুনরাবৃত্তি দেওয়া যায়।

তুলনীয়: "ধরণী পসিএ, যদি পাউ পরকাশ [ বিদ্যাপতি ]

আনুকূল<অনুকূল, কান্ধে<স্কন্ধ=কাঁধে, আরোপিল<আ-√রুহ+ইল (নামধাতু)=রোপিত করিল। নির্মিল=নির্মাণ করিল (নামধাতু)।

নানা ফুল···নন্দন=নানা প্রকার ফলের গাছ রোপিত করিয়া বৃন্দাবনকে নূতন সাজে নির্মিত করিল।

তোহ্মাতি=তোহ্মা+ত (সপ্তমী বিভক্তি,) এখানে ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত। তোহ্মাত লাগিআঁ=তোমার জন্য।

তভোঁ=তবু+হো (নিশ্চযার্থক)=তবুও। দেসি<√দা+সি (প্রত্যয)=দেও তোএঁ>*ত্বয়েন (=ত্বয়া)=তুমি। বাহী>বাধিকা।

রান্ধিলোঁ=রন্ধন করিলাম, আম্বল<অম্বল পূর্ববঙ্গে আম্বল শব্দ পাওয়া যায়।

বেশোআর<বেশবার=ঝাল বাটনা।

সাকে<শাক, কানা সোআঁ=কর্ণসম=কানায় কানায় ভরা, কানাসই।

রান্ধনের=রন্ধনের, জুতী<জুত্তী<যুক্তি=পদ্ধতি, নিয়ম।

পাঞ্জর<পঞ্জর, শুআ<শুক=শুকপাখী।

পরলা<পটোল, কাঁচা<কাচা (পৈশাচী প্রাকৃত)

গুআ>গুবাক=সুপারী; সম্ভবতঃ অষ্ট্রিক শব্দ।

ছোলঙ্গ=টক জাতীয় নেবু, সম্ভবতঃ দেশী শব্দ।

চিপিআঁ<√ক্ষিপ্+ইআঁ (=ক্ষিপ্তা)=নিঙড়াইয়া।

খেপিলোঁ<√ক্ষিপ্+ইল্+ও (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=নিক্ষেপ করিলাম।

চড়াইলোঁ=চাপাইলাম।

[পৃ:—৮৫]

তহিঁ<*তধি (=তত্র)=তথায়।

আউলাআঁ<আকুল+ইআঁ ( অসমাপিকা )=আকুলায়িত করিয়া।
নাম্বায়িলেঁ< √লম্ব্ ( নামধাতু )=নামাইলে।
চাহা< √চক্ষ্=খুঁজিয় দেখ ; তথাঁ<তত্র।

নিধায় কলসং ············ কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

কৃষ্ণান্বেষণ তৎপরা রাধা কলসী কক্ষে ধারণ করিয়া বৃন্দাসহ যমুনাতটে গমন করিলেন।

কাখেত<কক্ষ+ত ( সপ্তমী বিভক্তি ;
কুয়িলী<কোইলা<কোকিল ; কাঢ়ে<কড্ঢই<*কর্ধতি=রব করে।
চাহিত মঙ্গল=মঙ্গল চাহিল।

এখানে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল সামান্য অতীতের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের উপভাষায় ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্যবৃত্ত কাল ব্যবহৃত হয়।

সোআথে<স্বস্তি ; পায়িবাক=পাইবার জন্য ; উপাএ=উপায় ; চাহিল= খুঁজিলাম।

মোহোর<*মহ্যম্ (=মহ্যম্ )+র ( ষষ্ঠী বিভক্তি ) "আমার"
বিহাণ<*বিভাণ (<বিভাত )=সকালে।
আইলাহোঁ<আগত+ইল+আহোঁ ( উত্তম পুরুষের প্রত্যয় )=আসিলাম।
সাঁঝ<সঞ্ঝা<সন্ধ্যা। উপসন<উপসন্ন ; গোঠে>গোষ্ঠ।
আয়র—অপর<অবর<অঅর<আঅর<আয়র=আর ; করএ<করই (প্রা) <করোতি=করে।
পরিখে=পরীক্ষা করে ( নামধাতু )।
আহ্মাতে<অস্মাকম্+ত বিভক্তি=এখানে পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত=আমা হইতে।
জাগে<জগ্গই (প্রা) <জাগর্তি।

সব খন············চিত=তোমার কাজের জন্যই আমার চিত্ত সদা জাগ্রত।

নিন্দ<নিংদ ( চর্যা )<নিদ্দা<নিদ্রা।
আচম্বিত<আ - √চম্ব্ ( গতি অর্থে )=আকস্মাৎ।
বাঁশীধুনি= বংশীধ্বনি।
[ পৃঃ—৮৭ ]
উত্তরলী<উৎ-তরল+ঈ ( স্ত্রীলিঙ্গে )<চঞ্চলা।
তুলনীয়—"সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল" চণ্ডীদাস।
হয়িলী<*ভবিত+ইল স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয়=হইলেন।
দুঅজ<(প্রা) দুইজ্জ<*দ্বিত্য (=দ্বিতীয় )=দ্বিতীয়।
পাছে<রচ্ছা<রথ্যা<এ ( বিভক্তি চিহ্ন )=সদর দরজা। "পাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুডা হুডি" ( চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ ).
তিঅজ<(প্রা) তিইজ্জ<*ত্রিত্য (=তৃতীয় )=তৃতীয়
গুণএ<গণয়তি ; বাংলায় গণা>গোনা=গণনা করে।

এভোঁ<এবে+হোঁ ( নিশ্চয়ার্থক )=এখনও। চৌঠ<( প্রা ) চউট্‌ঠ<চতুর্থ।

অথ রাধাং............গমনং প্রতি।

অনন্তর মদনজ্বর কাতর রাধিকাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া চতুরা বৃন্দা তাহাকে যমুনাতটে যাওয়ার কথা বলিল।

চোরায়িতেঁ=চুরি করিতে ; করিউ<করোতু (=ক্রিয়তাম্ ) ( অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য ) ; নিন্দাউলী<নিদ্রাউলী=ঘুম পাড়ানী মন্ত্র।

নিন্দাইব<নিদ্রা+ইব=নিদ্রা পাড়াইব ( নামধাতু )।

সম্বোধিব=সম্বোধন করিব ; সম্বোধিব কমণ উত্তরে=কি বলিয়া সম্বোধন করিব।

জাইহ্<যাস্যথ ( অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ )=যাইও।

থুইহ<√স্থা ( অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ ) =স্থাপন করিও।

গত্বা রাধাযুতা...............হরণাশযা ॥

বৃন্দা রাধার সঙ্গে যমুনাতীরে গমন করিয়া বাঁশী চুরি করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রের সাহায্যে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াইল ॥

বাত<বাত=বাতাস ; বহে<বহয়তি=প্রবাহিত হয়, শরে=স্বর ; নিদ্রাহো <নিদ্রা+হো ( নিশ্চয়ার্থক )=নিদ্রাও ; তেঁসি="সি" প্রত্যয় ( নিশ্চয়ার্থক )=সেই কারণে। সুতিল<সুপ্ত+ইল=শয়ন করিল।

সিঅরে<(প্রা) শিহর<শিখর=মস্তকেদৈব নিবন্ধন=বিধাতার নির্ব্বন্ধ, ভোলে =ঘোরে, অবেশে।

যমুমাক="ক", দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। কাখের<কক্‌খ<কক্ষ+র (ষষ্ঠী বিভক্তি ) ; কুম্ভত=ত, সপ্তমী বিভক্তি=কলসীতে।

থুয়িআঁ<√স্থা+ইআঁ ( অসমাপিকা )=স্থাপন করিযা, চন্দ্রাবলী=রাধা ; কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী ও রাধা অভিন্না।

[ পৃঃ—৯০ ]

পুণি পুণি=পুনঃপুনঃ ; যথা<যত্র=যেখানে, জাএ<যাতি=যায় ; আনে=অন্য ; মনত গুণিআঁ=মনে মনে চিন্তা করিযা।

সত্বর হরিআঁ=তাড়াতাড়ি করিয়া ; কাঢিলান্ত>কর্ধতি>কড্‌ঢই>কাঢই=কাঢ়ি, কাঢ়ি+ইল+আ প্রত্যয় (গৌরবে ) = কাঢিলান্ত। কাঢিলান্ত দীর্ঘ রাএ= ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলেন।

রাএ<রব ; বিলপিলা= বিলাপ করিলেন ( নামধাতু ) ; আলোচিআঁ কাজে= কাজের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিযা।

নির্ম্মিল= নির্ম্মাণ করিলাম ( নামধাতু )। মোহো<মোহ ; নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে= বাঁশীর শব্দে সংসারের যাবতীয় মোহ দূরীভূত হয়।

হাকান্দ<হাকংদ ( প্রা, পৈ )<হাক্রন্দএ ; হাকান্দ করুণা করেঁা ভূমিত লোটায়িআঁ = ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছি।

নীল=নিল ; ঝারা=ঝালর ; পাটথোপ<পট্টস্তূপ=রেশমের নির্মিত সূত্রগুচ্ছ।

খঞ্চিল=খচিত; "ইল" প্রত্যয় বিশেষণ অর্থে প্রযুক্ত। কান্দন্তি<ক্রন্দন্তি (গৌরবে বহুবচন)= কাঁদিতে লাগিলেন।

মুছিলান্ত= মুছিলেন; কিকে= কিসে; আযাত্রাঞ<অযাত্রায়, অশুভক্ষণে;

আতোষ<অতোষ=অসন্তুষ্ট। মাঙ্গিল<মার্গ+ইল=চাহিল। জার=যাহার; যাহা<যেণহং<যেষ্মাম্; যাহা+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)।

[ পৃঃ—৯২ ]

ধুনী=ধ্বনি; সরগদুআরে= স্বর্গদ্বারে।

মেণ<মেনাক= কিন্তু, তবু; দাণে<দান (প্রা)=দান; সমানে=সম্মান;

দেহ<দেহি (অনুজ্ঞা)= "দাও";

বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে= গোলমাল না করিয়া আমার বাঁশী দাও।

কৃষ্ণস্য বচন.........জারতীমিদং।

কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তন্বী রাধিকা অধীরা হইলেন এবং কম্পিত কলেবরে বৃন্দাকে ইহা বলিলেন।

পসার<প্রসার= বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য সম্ভার; বিকে= বিক্রয়ার্থ; মোক<মম+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি)= আমাকে।

রহাএ<রক্‌খই<রক্ষ্যতে=আটকাইয়া রাখে; ছাওয়াল<শব+আল=শিশু; চীর= বস্ত্র; তেজিলোঁ= ত্যাগ করিলাম। ধিকাধিক=ধিকার বাক্য;

দহে (১) <পানি বহুদ<হ্রদ (২) <দা'ক, মুণ্ডা শব্দ (জল অর্থে); পইসওঁ< প্রবেশামঃ=প্রবেশ করি।

মোঞে<*ময়েন (= মায়)= আমি।

এড়াও<√এড়্+(বা) উত্তম পুরুষের বিভক্তি "ও"= এড়াই।

খরল<খর+গরল (মিশ্রণ)=বিষ।

আহ্মার আন্তরে.........পরিহারে। ওগো বড়ায়ি, আমার জন্য একবার কৃষ্ণকে বলিও যে রাধা তাঁহার (কৃষ্ণের) সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চায়।

মাঙ্গে<মগ্‌গই (প্রা)√মাগয়তি=মাগে, প্রার্থনা কর।

রাধিকাবাচমাচম্য............বংশোৎপাদনহেতবে॥

বৃন্দার মুখে রাধার কথা শুনিয়া অধীর কৃষ্ণ বাঁশী পাওয়ার নিমিত্ত বলিলেন।

মাঞে=মাতা; নিষধিল=নিষেধ করিল (নামধাতু); পুতা<পুত্র;

কাহ্নে<(প্রা) কণ্‌হ <কৃষ্ণ+এ বিভক্তি; এখানে কর্মকারকের অর্থে প্রযুক্ত।

গোঠ<গোষ্ঠ; সেহো—হো, নিশ্চয়ার্থক অব্যয়=তাহাও;

খিঞ্চিল<খচিত, বিশেষণ অর্থে "ইন,, প্রত্যয়।

খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী—মাণিক্য, হীরা ও মণি দ্বারা খচিত। আপরাধা <অপরাধ।

কৃষ্ণস্য বচনং.........গদাধরং।

অনন্তর বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া অতুঃখিত চিত্তে রাধিকা পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন।

[পৃঃ—৯৫]

মাঅ<মাতা ; দোষ=দোষ দাও ;

এথাঞি<অত্র+আঞি প্রত্যয় ( নিশ্চয়ার্থক )=এখানেই।

আরোপিআঁ=আরোপিত করিয়া, স্থাপন করিয়া।

আছিলোঁ—অচ্ছতি>অচ্ছই>আছ, আছই, আছ+ইল+ওঁ ( উত্তম পুরুষের বিভক্তি=আছিলোঁ=ছিলাম।

নিলেহেঁ=হেঁ ( নিশ্চয়ার্থক )—নিলেই। বডার=বডর, বড ঘরের।

ঝিআরী<ঝিআ+রী ; ঝিআ<ধিআ<ধীতা<দুহিতা ; রী<ডী<টী=কন্যা।

বোহারী<ব্যবহারিকা বধূটিকা=বধূ ;

বডার……বোহারী

তুলনীয় ঃ

"রাজার ঝি আরী তুমি রাজার বহুআরী। ( কৃত্তিবাসী রামায়ণ )

বেভার<ব্যবহার ;

ভিতে<ভিত্তি+এ ( সপ্তমী বিভক্তি )=দিকে. মিছা<মিচ্ছা<মিথ্যা।

নিহ্নে=নিলে—তুলনীয় নিন্হে ( প্রাচ্য হিন্দী )

পরতর<প্রত্যয় ; আমান<অমান্য ; নটকী=নটক+ঈ=ধৃষ্টা।

ছিনারী<(প্রা) ছিন্নাল<ছিন্ন+আল প্রত্যয=স্বৈরিণী, ভ্রষ্টা"।

পামরী<পামর+ঈ=দুষ্টা, নীচ, চযায, ছিনালী, মৃচ্ছকটিকে ছিনালিআ।

নটক……তোরে—তুলনীয়—পামরী ছেনারী নারী হআঁ বড আছিদরী" [ দানখণ্ড ]

আশুভ=অশুভ ; পাঅ<পাদ।

বাঢ়াইলোঁ—বর্দ্ধ>বড্‌ঢ>বাঢ ; বাঢ+ইল+ও (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=বাঢ়াইলোঁ।

হাঁছী<হঞ্জি=হাঁচি।

জিঠী<জ্যেষ্ঠী=টিকটিকি ; আয়র<আঅর<অবর<অপর=আর।

উঝট<উচ্চোট=উছোট ; শূন<শূন্য। লই<*লভিত (=লব্ধ )=লইয়া।

বাএঁর=বামের। শিআল<শৃগাল ( মাপ্রা )।

ডাহিনে<দক্ষিণে ( স্বতোমূর্ধন্যীভবনের দৃষ্টান্ত )

বাঁশীত লাগিআঁ—বাঁশীত<বংশী+ত ( সপ্তমী বিভক্তি ) এখানে লাগিআঁ" শব্দের যোগে ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত।

আখারিল=ধৌত। দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে "আখালা" শব্দের (প্রক্ষালন করা অর্থে) প্রচলন আছে।

ঘাঅত—ঘাঅ<(প্রা) ঘাঅ<ঘাত ; "ত", সপ্তমী বিভক্তি=ঘায়ে। সগুণী<শকুন+ঈ=ব্যাধ ;

খাপর<খপ্পর (প্রা)<খর্পর=নরকপাল ; ভিখ<ভিক্‌খা<ভিক্ষা।

কুরুআ<করক; তুলনীয় : হিন্দী করুআ—তৈল বিক্রয় করিবার জন্য আধার বা পাত্র বিশেষ।

তেলী<তেল্লিও, তেল্লীই<তৈলিক। সুখান<সুক্খান (প্রা)=শুক্না, শুষ্ক।

তুলনীয় : শুকনা ডালেতে বসন্ত কাগায় করে রাও (মৈমনসিংহ গীতিকা পৃঃ ১৭৩)

দেশান্তর লইবোঁ<ভিন্ন দেশে যাইব।

তুলনীয় : "যোগিনী হইয়া যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি" (চণ্ডীদাস)

বোলওঁ=বলি; লোটাআঁ=লুটাইয়া, গড়াগড়ি দিয়া। কিসক=কিসের জন্য।

যোড়সি=জুড়িতেছ,আরম্ভ করিতেছ=সংস্কৃতের লট্, মধ্যম পুরুষের "সি" বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রক্ষিত আছে; যথা—দেসি, করসি, দোষসি, মানসি ইত্যাদি।

কান্দনে<ক্রন্দন; তিরীকলা<স্ত্রীকলা=স্ত্রীসুলভ চাতুর্য।

ভাণ্ডিবারে—ভাণ্ড<ভণ্ড=প্রতারণা করিতে। চিহ্নিআঁ<চিহ্ন+ইআ=খোঁজ করিয়া।

বাঁশীত লাগিআঁ=বাঁশীর জন্য; জীবার আশ=জীবিত থাকিবার অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার আশা।

আছএ<অচ্ছই<*অচ্ছতি=আছে।

দিআর=দাও; স্বার্থিক "র" বিভক্তি কৃষ্ণকীর্তনে লক্ষনীয়। যথা—শোভের (=শোভে); বাজের (=বাজে)।

ভাণ্ডিব ভণ্ড+ইব (নামধাতু)=প্রতারণা করিবে। অবিচারে=বিচার না করিয়া; আবথা=অবস্থা।

এহা<এহ,এহু (অপ)<এস, এসো (প্রা)<এষঃ=ইহা। পৈসে=প্রবেশ করায়; গিহ্রীক=গৃহীকে। সত্বর করে=সাবধান করে; দুঠ<দুষ্ট।

বুলী চোর পৈসে............বাণী=দুষ্ট বুদ্ধি বড়ায়ি এমনি সুচতুর যে চোরকে ঘরে ঢুকিতে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থকেও সাবধান করে।

বুঢ়ী—বৃদ্ধা>বুড্ঢা>বুঢা; বুঢা+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)=বুঢ়ী।

আছিদরী—আ+ছিদর<ছিত্বর+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)=শঠ;

তুলনীয় : হিন্দী "ছিছোর" লজ্জাহীনা।

মিছ<মিচ্ছ (প্রা)<মিথ্যা।

বুঢ়ী বড............না পারী=বৃদ্ধা বড়ায়ি অত্যন্ত চতুর। মায়াজালে তোমাকে প্রতারণা করে। তাহার মন বুঝা কঠিন। যাহার মন দুষ্ট, সে নির্বিচারে মিথ্যা কথা বলে এবং অপরকেও এইরূপ ভাবে। হে মুরারী, তুমি বড়ায়ির নিকট বাঁশী চাও।

সিআন<সয়াণ<সজ্ঞান=চতুর। পরক বিনাসী=পরের বিনাশ কারিণী, পরমাণ<প্রমাণ; আন<অন্য।

দেসি—√দা+সি (মধ্যম পুরুষের "সি" বিভক্তি; দোষে=দেষ দেয়; দুহাঁর=দুইজনের।

চোরাআঁ=চুরি করিয়া ; কেহে<*কাদৃশন (=কীদৃশ)=কেন।

আমান<অমান্ত ; মিছাঞি—ঞি (=ই) নিশ্চয়ার্থক অব্যয়=মিছামিছি।

কথাঁ নিআঁ·········মানসী=বাঁশী কোথায় নিয়া রাখিয়া দিয়াছ, অনর্থক বুড়ীকে দোষ দিতেছ। থানে<স্থান।

বাঁশী দেহ··············আনে ॥

যদি এইবার আমাকে বাঁশী দাও, তাহা হইলে উপকার স্বীকার করিব। ইহাতে তুমি অন্যথা করিও না।

ভাদর<ভাদ্র ; চতুর্থীর রাতী<চতুর্থীর রাত্রি। মাঝে<মজ্‌ঝ<মধ্য+এ (সপ্তমী বিভক্তি)=মধ্যে।

ভাদর মাসের··············নিশাপতি ॥

ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র "নষ্টচন্দ্র" বলিয়া কথিত। ঐদিন চন্দ্রদর্শন করিলে অমঙ্গল হয়। রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে তিনি সম্ভবতঃ ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার আজ এই অবস্থা হইয়াছে।

পুন্ন<পুন্ন< পুণ্য, থুয়িল=স্থাপন কবিল অর্থাৎ রাখিল। বাঁশী চুরণী=বাঁশী অপহরণ কারিনী ;

আখর<অক্‌খর<অক্ষর ; বিচনী<ব্যজনী, খণ্ড বিচনীর=ভাঙ্গাকুলার। দোষাএ<দূষয়তি=দোষ দেয়।

গুরুর আসনে···········দোষাএ=রাধা নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন যে তিনি সম্ভবতঃ গুরুর আসনে বসিয়াছিলেন কিংবা জল নিয়া অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ভূমিতে লিখিয়াছিলেন, অথবা ভাঙ্গাকুলার বাতাস শরীরে লাগাইয়াছিলেন (এইগুলি সমস্তই নিষিদ্ধ কাজ)। সেইজন্য কানাই তাহাকে বাঁশী চোরণীর অপবাদ দিতেছে।

[ পৃঃ—১০০ ]

সাখী<সাক্ষী ; খাউ<খাদতু=খাউক (অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য)।

চান্দ সুরুজ···········আখী। এই পদগুলির পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়।

খাইএ<খাইঅই<খাদ্যতে (কর্মবাচ্য)=খায়। নাহি নীএ=নেই নাই।

রাধে বৃদ্ধাং·············তদ্বিদিতং মম"

রাধে, অতিশয় পবিত্রা বৃদ্ধাকে ছলনাময়ী মনে করিয়া তুমি যে প্রবঞ্চনা করিতেছ তাহা আমার জানা আছে।

এথাঞি<অত্র+ঞি (নিশ্চয়ার্থক)=এখানেই, আছিল=ছিল (পূর্ববঙ্গেও আছিল শব্দ ব্যবহৃত হয়। সব্বার বিদিতে=সকলের জ্ঞাতসারে।

বিচারিআঁ<বিচারিঅ<বিচার্য=বিচার করিয়া ; চোরারিলেঁ=চুরি করিলে (নামধাতু)।

আহ্নো=আর+হো ( নিশ্চয়ার্থক )=আরও।

গোহারী<গোআরী<গোচর+ঈ—তুলনীয়—উড়িয়ায় গুহারী ; হিন্দী—গোহারী, অসমিয়া—গোহারী=গোচর, অভিযোগ।

আথান্তর<অবস্থান্তর (আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ অ>আ হইয়াছে)=দুর্দশা।।

নিপীয় রাধাবচনং…নিরন্তরং ॥

রাধিকার অসম্মতিসূচক কঠিন বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর জন্য নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সুদ্ধ—শুদ্ধ=কেবল মাত্র। নাল<নল=বলয় ;

সুদ্ধ সুবণ্ণে……..বাহিরে

আমার বাঁশী কেবলমাত্র স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত। ইহার বহির্ভাগ বলয় দ্বারা জড়ানো।

শিঅরে<শিখর+এ ( সপ্তমী বিভক্তি ), এখানে পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত=শিয়র হইতে।

অ প্রাণ—"অ" খেদসূচক=হা ধিক্ জীবন। গাঁও=গান করি ; সরে=স্বরে।

নীল=নিল ; পড়িহাসে<প্রতিভাসতে=মনে হয়।

সুধিহো<শুদ্ধি+হো ( নিশ্চয়ার্থক অব্যয় )=সন্ধানও।

[ পৃঃ—১০২ ]

চুরিণী=পরদ্রব্য অপহরণ কারিণী ; পূর্ববঙ্গে চুরিণী>চুন্নি।

হয়িলাহোঁ=হইলাম , তিরীক<স্ত্রী+ক ( দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রত্যয় )

আতিরতি বেআকুল………..দেবরাজে

দেবরাজ, অত্যন্ত রতি আসক্তি বশতঃ অন্য কোন স্ত্রীলোককে বাঁশী দিয়া নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছ।

সরূপে=নিশ্চয় করিয়া , বুয়িলো=বলিলাম। চোরায়িলি=চুরি করিলে। পুন<পুণ্য , পাহ=পাও। পাইএ<পাবিঅই (প্রা বা)<প্রাপ্যতে (=*প্রাপ্যতি ) =পাই ( উত্তম পুরুষের ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষের বিভক্তি প্রয়োগ )

ঘাটিএ<√ঘাট্<ঘট্ট=ঘাটিয়া, আলোড়ন করিয়া।

বাঁশীষবে…পোড়াইএ=যদি বাঁশী পাই, তাহা হইলে ইহাকে চারি টুকরা করিয়া ঘুঁটের আগুনে পুড়াইয়া ফেলি।

গরুঅমনে=গৌরবপূর্ণ মনে ; মুচকে হাসী=ঈষৎ হাসি।

উচিতেঁ গরুঅ………দাসী

হে আয়ান দাসী, তোমার কর্তব্য হইল আনন্দিতচিত্তে এবং হাসিমুখে আমার বাঁশী প্রত্যর্পণ করা।

পান্তরে=প্রান্তরে। রাধা চন্দ্রাবলী—রাধা এবং চন্দ্রাবলী এখানে অভিন্না। রোষিব=রুষ্ট হইবে। কাঁশে<কংশ।

নিরাশসবনেনাহং............সংপ্রতি।

যত্নে আমি রাধার নিকট বিফল মনোরথ হইয়া বিকলীকৃত হইয়াছি। হে বৃন্দে = তুমি কেমন করিয়া বাঁশী পাওয়া যায়, তাহার উপায় বল।

নেতে<নেত্র=রেশমনির্মিত বস্ত্র। লোহে<লোতস্—তুলনীয় হিন্দী লোহূ—চোখের জল। পোডএ<√পুট্=পোড়ে, দগ্ধ হয়। নেহে<স্নেহ; বাখানী<বাক্‌খানি<ব্যাখ্যানয়তি=ব্যাখ্যা করে (নামধাতু); তণ্ডী (তুলনীয় তামিল তুণ্ডি, চঞ্চু অর্থে)=তর্কবিতর্ক।

পৃ—১০৫

প্রমুক্তকাকুবচনং......................রাধিকামিদমাদধে॥

সকলের সম্মুখে কৃষ্ণকে এইরূপ কাতর উক্তি করিতে দেখিয়া বৃন্দা শ্রীমতী রাধাকে এই কথা বলিলেন—

ঝরে<ঝরই, খরই<ক্ষরতি=নির্গত হয; পিন্ধে=পরিধান করে।

ডুবল<ডুব্বল=ডুবল, আবগাহী=অব+√গাহ্+ঈ=অবগাহনকরিয়া,মনোযোগ দিয়া। হউ<ভবন্তু।

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য..............পঞ্চবাণ শরাতুরা

বৃন্দার বাক্য শ্রবণ করিযা অনঙ্গশরে পীড়িতা রাধা অনুরাগ বশতঃ কৃষ্ণকে চাতুর্যের সহিত বলিলেন।

খণেকেঁ<ক্ষণেকে; বেআকুলী<ব্যাকুল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)=ব্যাকুলা; কভোঁ<কভু+হোঁ (নিশ্চযার্থক)=কভুও।

রাধিকাবাচমাচম্য...........জবতীমিদং

রাধার কথা শুনিয়া প্রমোদমন্থর কৃষ্ণ বাঁশী পাওযার নিমিত্ত ত্বরাবেশবশতঃ বৃন্দাকে বলিলেন।

জীআউক<জীবযতু+স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়–বাঁচাইযা রাখুক।

[ পৃঃ—১০৭ ]

অতোষ<অতোষ=অসন্তুষ্ট। মোহোর<* মভ্যম্ (=মহ্যম্)+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) =আমার। বেভার<ব্যবহার; অবিচল-স্থির। দেউক<দয়তু (=দদাতু)+ক স্বার্থিক প্রত্যয় (অনুজ্ঞা)=প্রত্যর্পণ করুক। আবাসে<অবশ্য।

কৃষ্ণস্য বচনং ...........সতী

বৃন্দার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পীড়িতা রাধা কৃষ্ণকে মধুর বাক্য বলিলেন।

খাঁখার<কলঙ্ক আকার=কলঙ্ক, নিন্দা; তুলনীয়: হিন্দী খখার।

দিএ<দেই (প্রা)=দেই, সোআথ<স্বস্তি; মরসিল—মর্ষ>মরস; মরস+ইল>মরসিল=ক্ষমা করিলাম।

## অথ রাধাবিরহঃ

ইথং কৃষ্ণগত............পঞ্চশরাতুরা।

এইভাবে কৃষ্ণগত প্রাণা রাধা কোনও প্রকারে সংসারের কাজকর্ম করিয়া কিছুদিন নিজগৃহে অতিবাহিত করিলেন। দীর্ঘদিন শ্রীহরির বিরহজনিত পঞ্চশরে কাতরা হরিণীহারিনয়না রাধা বড়াইকে এই কথা বলিলেন।

নাইল<ন+আসিল, নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ=আসিল না।

পড়এ<পডই<পততি, ( স্বতোমূর্ধন্যীভবনের উদাহরণ )=পড়ে, উদিত হয়।

আইল<আগত+ইল=আসিল ; চৈত<চৈইত্ত ( প্রা )<চৈত্র।

সে কাহাঞিঁ গেলা আকাশে=সেই কানাই অদৃশ্য হইল।

সুতিলোঁ<সুপ্ত+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=শুইলাম।

ছুয়িলোঁ<ক্ষুব্ধ+ইল+ওঁ ( উত্তম পুরুষের বিভক্তি )=ছুঁইলাম, স্পর্শ করিলাম।

তাম্বুল=পান ( অষ্ট্রিক শব্দ, সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে )।

আসুখিল=অসুখী করিল, দুঃখ দিল (নামধাতু)।

মলয়<মলৈ ( তামিল শব্দ )=দক্ষিণ দিকের পর্বত বিশেষ। বসন্ত সমাগমে দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস আসে বলিয়া দক্ষিণ বায়ুকে মলয় পবন বলে।

শিয়ল<সিঅল ( প্রা )<শীতল, বাএ<বহতি=বাহিত হয়। মগর< মকর ( গঙ্গার বাহন )। ভোজ<ভোজ্‌জ<ভোজ্য, ভোগ্য। ভাগ<ভগ্‌গ<ভাগ্য লাগ<লগ্‌গ<লগ্ন=নৈকট্য।

আপণা মগর.... . ...... .পারিবোঁ লাগ ॥

নিজের মাংস কাটিয়া মকরকে ভোজ দিব। এইজন্মে আমি ভাগ্য করি নাই সেইজন্য কৃষ্ণের সান্নিধ্য হারাইয়াছি। আর তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিব না।

দেখিলোঁ= দেখিলাম ; কহিআরো -ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" প্রত্যয়=কহি, কহিতেছি। কোলে<ক্রোড+এ ( সপ্তমী বিভক্তি ), নিফল<নিষ্ফল=বৃথা। দুঅজ <দুইজ্জ ( প্রা )<* দ্বিত্য= দ্বিতীয়।

নেহালিলেঁ—নিভালন>নিহালা<নিহালা+ইলোঁ ( উত্তম পুরুষের বিভক্তি )= নেহারিলাম, দেখিলাম। ভয়িলোঁ<*ভবিত+ইলোঁ=হইলাম।

ঈসৎ বদন করী...................মদনে

ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া ( অর্থাৎ মুচকী হাসিয়া ) আমার মন হরণ করিল ; আমি মদনবাণে ব্যাকুল হইলাম।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী...........................বড়ু চণ্ডীদাস

এই পদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় :

"প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি,
সব কথা কহিয়ে তোমারে।

বসিয়া কদম্বতলে  সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।
অঙ্গে দিয়া চন্দন  বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি  নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে।
তৃতীয় প্রহর নিশি  মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি  প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে।
চতুর্থ প্রহরে কান  করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিলনাদে  ভাঙ্গিল আমার নিদেঁ
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"

নেআলী<নবমল্লিকা; আণিআর- ক্রিয়াপদে স্বার্থিক-"র" প্রত্যয়=আন।

কেহ্ন<* কাদৃশন (=কীদৃশ)। কেহ্ন করে গাএ=গা কেমন করে।

আনাও=আনয়ন করাও; অনমীষ<অনিমিষ=পলকহীন; নয়ন করিয়া=পথ চাহিয়া; এবেঁ মোর সংপুন বএসে=এখন আমার সম্পূর্ণ (ভরা) বয়স অর্থাৎ যৌবন।

আমরিষে<অমর্ষ=অসন্তুষ্ট; ঝাঁট=ঝট্টি (প্রা)<ঝটিতি=শীঘ্র।

ভাঁগিলি<ভগ্ন+ইল+ই (স্ত্রীলিঙ্গ)=ভাঙ্গিলে। এবেঁ<এঅব্ব (অপ)< *এতত্বৎ=এখন; ঘুসঘুসাআ< √ঘুষ্=অল্প অল্প, ধিকিধিকি। পোড়ে< √পুট্=দগ্ধ হয় বা করে। পোটলী<পোট্টলী=গাঁটরী।

নহুলী<নবল্ল (প্রা)<নবল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)—তুলনীয় হিন্দী—নব্‌ল;=নব; বিথর=বিস্তর;

বিথর…………মোহোরে

কৃষ্ণের জন্য আমি তোমাকে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বাম হাতে চড় মারিযাছিলে।

উতাপঠ<উৎ— √পট=ব্যথিত। আসার=অসার=সারহীন। ছিণ্ডিআঁ—ছিন্ন>ছিণ্ড; ছিণ্ড+ইয়া=ছিঁড়িয়া (অসমাপিকা)।

পেলাইবোঁ—প্রের>পেল্ল (প্রা); পেল্ল+ইব+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=পেলাইবোঁ=ফেলিব। সিসের<শীর্ষ+র=মস্তকের।

মুছিআঁ পেলায়িবো…………………শংখচুর

তুলনীয়:

হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চুর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সীথিঁর সিন্দুর"

[নারায়ণদেব রচিত—পদ্মপুরাণ]

অথবা, সীথার সিন্দুর পোছি কত দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে ॥ [ বিদ্যাপতি ]

মুণ্ডিআঁ পেলাইবো.... ................ দেশান্তব

অনুরূপ পংক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়।

দিআর=দাও, ক্রিয়াপদ স্বার্থিক"র" প্রত্যয়। খোঁপা<খোম্পা ( অপ )=কবরী।

মাথে শম্ভু....... ... .... .বিদূর

মহাদেবের মত কববী ও বিলাস বেশ দেখিয়া কৃষ্ণ কেন দূরদেশে গমন কযিলেন!

[পৃঃ—১১৪]

পালাএ<পলায়তে=পলাযন কবে.। তিলাঞ্জলি দিআঁ=জলাঞ্জলি দিয়া। সুধিঞঁ <শুদ্ধি=সন্ধান।

কমণ সুধিঞঁ... . . . কোথায গোআলিনী

সুবদনী, তুমিই বলিয়া দাও, কোন পথে গেলে তাঁহার ( কৃষ্ণের ) সন্ধান পাইব। হে গোপনারী, তাহা জানিতে পাবিলে নানাপ্রকাব কৌশলে মুবারীকে আনিয়া দিব।

সোও=শয়ন কর। কি সুতিব·· ·· ·······মদনে

তুলনীয় : "চান কিরণ মোহি সহলো লই যায।
চানন শীতল মোহি ন শোহায॥" [ বিদ্যাপতি ]

পরিভায়<পরিভাবয়= ভাবিয়া দেখ। সিতল<সীতল<শীতল, বুলাঅ <বুলাও। খাউ<খাদতু (<খাদতাম্) (অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য )=খাউক।

জাউ<যায়তু (=যায়তাম্ ) ( অনুজ্ঞা, ভাববাচ্য )=যাউক। খরতর ধার= খরস্রোতে। পরিহর=পরিত্যাগ কর। মেল=রওনা হও, যাত্রা কর। এহি< এহি( প্রা )<এভিঃ=ইহা। ঘোড়াচুলে=চূড়াকারে সাজানো চুল, কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো চুল।

তুলনীয় : "পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়াচুলে" [ দানখণ্ড ]

চাহিহ<চক্ষ্ ( অনুজ্ঞা )=খোঁজ, অন্বেষণ কর। পিন্ধি<√পিন্ধ=পরিধান করিয়া; পাছু<পচ্ছা<পশ্চাৎ

তুলনীয় : হিন্দী পাছু<পচ্ছহুঁ ( অপ ), আগুপাছু=অগ্রপশ্চাৎ।

[পৃঃ—১১৬]

নিন্দভোলে=নিদ্রার ভাণ করিয়া, বাছা<বৎস। সুরঙ্গে=রঙ্গের সহিত।

তরুগণে=অপ্রাণিবাচক শব্দেব সঙ্গে বহুত্ব বোধক "গণ" শব্দের প্রয়োগ।

লগুড=মোটালাঠি—সম্ভবতঃ (কোল শব্দ) ; তথাঁ চাইহ নাবদমুনি সঙ্গে—পুরাণের প্রভাব, নারদমুনির প্রসঙ্গ জন্মখণ্ডেও রহিয়াছে। অশঙ্কেত<সঙ্কেত, "অ" এখানে অর্থহীন ।

ভাগীরথী কুলে=বৃন্দাবনে মানস গঙ্গাতীরে। বাত<বার্তা=খবর; সাগরের ঘরে=সাগর গোয়ালার ঘরে; পূর্বে জন্মখণ্ডে পাওয়া গিয়াছে।

পুছিহ<√পৃচ্ছ (অনুজ্ঞা)=জিজ্ঞাসা কর। বুলিহ বিনএ=বিনয় করিয়া বলিও। আঅর<অঅর<অপর=আর।

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ=যত্ন করিয়া চণ্ডী পূজা করিলে কৃষ্ণের দর্শন মিলিবে। চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে চণ্ডীপূজার প্রচলন ছিল।

সজাইআঁ=সাজাইয়া; সজাইআঁ চুকে=সাজানো হইয়াছে। বিকাএ<<বিক্রীণীতে= বিক্রয় হয়। তভোঁ=তবুও; ঝুরে<ঝুরই<ক্ষরতি=পতিত হয়। সাদ<সদ্ধা<শ্রদ্ধা=সাধ, ইচ্ছা।

মথুরার নাম........ .... দেখিবার—পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত পদাবলীতে পাওয়া যায়।

"মথুরার নামে শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥"

বউল<বউল (প্রা)<বকুল<মুকুল; কন্নত<কর্ণ+ত (সপ্তমী বিভক্তি)=কর্ণে। ধার=প্রান্ত। হিরার ধার=হীরার ঝালর; পিন্ধিআঁ√পিন্ধ=পরিধান করিয়া। ভোলে=মুগ্ধ।

[পৃঃ—১১৯]

যোগী যোগ................ ........আনে॥

যোগী যেমন করিয়া যোগের কথা চিন্তা করে, আমিও কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানি না।

মতিমোষে<মতিমর্ষ= মতিভ্রম। উয়ে<উম্হ<উষ্ম (নামধাতু)= দগ্ধ হয়।

এবেঁ মোর............পণী=এই ধরণের পংক্তি পূর্বে কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে।

যে পা দিগেঁ.. .........পণী

যেদিকে চক্রপাণি কৃষ্ণ গেলেন, সেই দিকের সংবাদ বসন্ত কি রাখে না? এখন আমার মন কুমারের পণির মত ধিকিধিকি করিয়া পুড়িতেছে।

আম্ব<আম্র; সাহার<সহআর<সহকার; সাহার+এ (কর্তৃকারকের চিহ্ন)=শাখে। গুঞ্জরে=গুঞ্জন করে; কুলিশের ঘাএ=বজ্রের আঘাত।

ডালে বসী...........ঘাএ=এই পংক্তিদ্বয়ও পূর্বে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে।

দেব অসুর............মনমথবাণে।

দেবতা, অসুর ও নর মদনের বাণে বশীভূত হয়। যেখানে নারায়ণ বাস করেন, সেখানে কি মদনের প্রবেশ নাই?

অশরীরশরে..........অরতীমবাৎ।

অনঙ্গশরে ক্লিশিতাঙ্গ-লতা তীব্র মনঃকষ্ট প্রাপ্তা নিরানন্দা আয়ান পত্নী দীর্ঘকাল শ্রীহরির চরিত্র কথা চিন্তা করিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

আহ্মা উপেখিআঁ=আমাকে উপেক্ষা করিয়া; এখানে আহ্মা শব্দের সঙ্গে কর্তৃ-কারকে বিভক্তি যুক্ত হয় নাই।

বঞ্চে<√বিন্চ্=বঞ্চনা করে, কাল যাপন করে।

যে কাহ্ন লাগিআঁ.............বঞ্চে বৃন্দাবনে

কৃষ্ণবিরহে রাধার আক্ষেপজনিত এই পদটি অতুলনীয়।

ঝাঁপ<ঝম্প; সুখাইল<শুষ্ক+ইল=শুষ্ক হইল। আভাগিনী<অভাগিনী=দুর্ভাগা।

দহবুলী ঝাঁপ............আভাগিনী

তুলনীয়:

"দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়" (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড)

পোআল—পুত্র<পুত্ত<পুঅ<পো; পো+আল প্রত্যয় (আদরার্থে)=ছেলে।

বাঢ়াইলোঁ—বৃদ্ধ>বড্‌ঢ>বাঢ়—বাঢ়+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি =বাঢ়াইলাম। বিকাসিলোঁ<বিকাশ+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=বিকাশ করিলাম।

সামী=স্বামী; দুরুবার<দুর্বার=দুর্দমনীয়। বাছে <√বাছ্=বিশ্লেষণ করে। প্রতি বোল ননন্দ বাছে=(আমার) প্রত্যেক কথায় ননন্দ দোষ ধরে।

সব গোপীগণ.......... ..আছে

তুলনীয়:

"লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোকে
কানু সনে রাধা আছে। [পদাবলী]

গোপীগণ আমার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছে যে কৃষ্ণের প্রতি রাধা আসক্ত।

নেহাত লাগী=স্নেহের জন্য; আসুখ না কর=দুঃখিত হইওনা! দেহগতি=দৈহিক অবস্থা। মোতে লাগে দুঃখ=আমার দুঃখ হয়। ভরস<ভরসা<ভদ্রআশা; তুলনীয় হিন্দী—ভরোস।

পুছিউ<* পৃচ্ছতু (=পৃচ্ছ); অনুজ্ঞা=জিজ্ঞাসা কর। আবসি=অবশ্য; থল<স্থল; গরু<গোরুঅ<গোরূপ; বেঢ়া<বেষ্ট=বেষ্টনী। বান্ধী জটা=জটা (বেণী) বাঁধিয়া। উয়ে<উঅঅ<উদয়=উদিত হয়।

যেন উয়ে.......গোটা=যেন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়।

বঅনে<বদনে; কয়ে<কন্‌ণ<কর্ণ। গীএ<গ্রীবা=গলা, জীএ<জিঅই<জীবতি=বাঁচিয়া থাকে। ঘাঘর<খগ্‌ঘর (প্রা)=কিঙ্কিনী। ঘাঘর মগর পাএ=ঘুঙুরযুক্ত মকরমুখবিশিষ্ট পদাভরণ।

সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে=তুলনীয়—"সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে"

[ পৃঃ-১২৩ ]

তথাঁত<তত্র+ত ( সপ্তমী বিভক্তি )=তথায়। রাখএ<রক্খই<রক্ষ্যতে=রাখে। কিশলয়ে শয়ন বিছাইয়া=নবপল্লবের মধ্যে শয্যা করিয়া। আগর<অগুরু। আঙ্গে<অঙ্গে। চালএ<চালয়তি=আন্দোলিত হয়।

তরুদল চালএ পবনে=বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হয়।

আশোআসে<আশ্বাস+এ বিভক্তি ( স্বরভক্তি )।

কদম্বস্য তলে...............নিরন্তরং ॥

সেইকদম বৃক্ষের মূলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মদন-শর পীড়িতা রাধা অনেকক্ষণ বিলাপ করিলেন।

রাতিহো=রাত্রেও; চখুত<চক্ষু+ত ( সপ্তমী বিভক্তি )=চক্ষে; নাইসে (নঞর্থক যৌগিক ক্রিয়া)=আসেনা।

দিনের সুরুজ............চান্দে।

দিনের সূর্য আমাকে দগ্ধ করে আবার, রাত্রিকালেও চন্দ্রের কিরণ সহ্য করিতে পারি না।

এই পদ কয়টিতে রাধার বেনামীতে যেন কবিরই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস।

দহে পৈস্ম কাল দূতী=কালস্বরূপিনী দূতীর জলে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়।

উথাআঁ পাথাআঁ<উদ্বোধ্য প্রবোধ্য=উদ্বোধিত প্রবোধিত করিয়া অর্থাৎ ভুলাইয়া।

আহ্মা আনিল=আমাকে আনিল, নিফলে=নিষ্ফলে; রসত লাগিআঁ=রসের জন্য অর্থাৎ সুখের জন্য। দুগুণ<দ্বিগুণ

দিন পাঁচ............সারে।

কয়েকদিনের সুখের জন্য আমার এখন দ্বিগুণ জলা-পোড়াই সার লইয়াছে।

[পৃঃ—১২৬]

একেঁ দহদহ.........ফুকে

একে ত কৃষ্ণবিরহে আমার অন্তর ঘুঁটের আগুনের মত ধিকি ধিকি করিয়া জলিতেছে। সেই আগুন আবার ফুৎকার দিয়া কে জ্বালাইয়া দিয়াছে।

দহদহ=দহনশীল; ফুকে<ফুক্কার ( প্রা )<ফুৎকার=ফুৎকার দ্বারা।

জালে=জ্বালায়; শাল<শল্য। আণ পাণী<অন্ন পানীয়=অন্নজল; ভাএ<ভাতি।

তুলনীয়ঃ সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়।
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥ [ চণ্ডীদাস ]

কি মোর যৌবন.........আশে

আমার রূপযৌবনে প্রয়োজন কি! ধনেই বা আমার কি প্রয়োজন! ঘর বাড়ী

নিয়া আমি কি করিব! অন্নজল কিছুতেই আমার রুচি নাই। আমি কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকিব!

আন্ধারী<অংধার (প্রা)<অন্ধকার+ঈ =অন্ধকার।

তুলনীয়: "দামিনী আও তুলা এল হে, একরাতি আঁধারী"। [বিদ্যাপতি]
অথবা, "মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার" [জ্ঞানদাস]

একসরী<একেশ্বরী=একাকী, ঝুরো<√ক্ষর=অশ্রুবর্ষণ করিতেছি। দেউ<দদতু (=দদাতু)=দাও।

নারিব<ন+পারিব—নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়া=পারিব না। সহকার ডালে=আম্রডালে; পতিআশে<প্রত্যাশা। তভোঁ<তবু+হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)=তবুও।

ভ্রমর ভ্রমরী.........সুন্দর

ভ্রমর-ভ্রমরী মনের সুখে গুঞ্জন করিতেছে। কোকিল আম্রডালে বসিয়া কুহুধ্বনি করিতেছে। কোকিলের গান আমার নিকট মোটেই সুখদায়ক নহে, যমদূতের তাডনার মত আমার চিত্তকে পীডা দেয়। যশোদা নন্দন আমার এই দুঃখ কবে দূর করিবেন! বড আশায় আমি বনে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তবু কৃষ্ণদর্শন মিলিল না।

বুঝে<বুজ্ঝই<বুধ্যতে। কাহ্নাঞি না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ=কানাই ইহা বুঝে না, দেবতারই এই বিধান। জাএ<যাতি, ঝাঁট<ঝট্টি (প্রা)<ঝটিতি=শীঘ্র। সেজা<সেজ্জা (প্রা)<শয্যা, বিছাইআঁ=বিছাইয়া; গহীন<গহন+গভীর (মিশ্রণ)=গভীর।

যদি কাহ্নাঞি.....নিস্তার

তুলনীয়: কুচযুগ কলসে জমুনা ভেলি পার। [বিদ্যাপতি]
[পৃ—১২৮]

তদা মাধবমন্বিষ্য..........জ্বরভরাতুরা॥

বনে বনে মাধবের অন্বেষণে ক্লান্তা মদনজ্বরে পীডিতা রাধা বৃন্দাকে ইহা বলিলেন।
পরিভাবিল<পরি- √ভাব+ইল=ভাবিলাম। কতী=কোথায়, সংপুণ<সম্পূর্ণ।

সংপ্রহৃষ্টোহদ্য..........গন্তুমুচ্যতাম্

অদ্য হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দ আমার সঙ্গে রমণ করিয়াছেন। অতএব বৃন্দে, তুমি তাঁহার নিকট প্রণাম জানাইবার উপায় নির্দেশ কর।

আনিছিল=আনিযাছিল—বাঁকুডী, বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ক্রিয়াপদের এইরূপ প্রয়োগ আছে। যথা—হল্‌ছিল, গেল্‌ছে, হল্‌ছে ইত্যাদি।

বিহাণে<বিহীন=ব্যতীত। সুতী=নিদ্রিতা। সন্তেদে=অবস্থায়।

সে নারীর জীবন.........তোষে

সুরত কেলিদ্বারা কৃষ্ণ যে নারীর সন্তোষ বিধান করেন, সেই নারীর জীবন ধন্য।

বাইআঁ=বাজাইয়া; জাইউ<যায়তু(=যায়তাম্)—অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য=যাওয়া যাক্। [পৃঃ--১৩১]

দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী=গোষ্ঠে কৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিলেন।

ততিখনে=ততক্ষণে; অথবেথেঁ<অস্তব্যস্ত=আছিলাহোঁ=আছিল+আহোঁ (উত্তম পুরুষের প্রত্যয়)=ছিলাম। মাইলোঁ=মারিল; বুযিলোঁ=বলিল।

আঁাজাইতেঁ=অর্জন করিতে, আনিতে; পাসরিলেঁ<প্র—স্মির্+ইল--বিস্মৃত হইল, নারিলোঁ<না+পারিলোঁ (নঞার্থক যুক্তপদ ক্রিয়া)=পারিলাম না।

ফুরে<ফুরই<স্ফুরতি=উদিত হয়। বহুআরী<ব্যবহারিকা=বধূ। লাজাই<লজ্জা=লজ্জা পাই (নামধাতু); ছার<ক্ষার=তুচ্ছ; হিরণ্য বিদারী=দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর নিধনকারী।

নরসিংহরূপে...........তরী

নৃসিংহ অবতাররূপে তুমি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করিয়াছ। কংসাসুরকে বধ করিবার জন্য তুমি গোকুলে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এখানে পুরাণের প্রভাব রহিয়াছে।

চাহিয়াঁ=কামনা করিয়া, ভৈল পাঞ্জর শেষ=পাঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তুলনায়: "পাঁজর হইল শেষ" [চণ্ডীদাস]।

পড়িলাহা ভোলে=মুগ্ধ হইয়া।

[পৃ—১৩৩]

উনমতকালে=যে বয়সে ভাল-মন্দ জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ শৈশবে।

খণ্ডহ=খণ্ডন কর; আবোল=যাহা বোল নহে, অর্থাৎ মন্দ বাক্য।

সঙ্কে=সঙ্গে, সহিত। ধামালা=কেলি কৌতুক; প্রাচীন সাহিত্যে ধামালী, ঢামালী শব্দগুলির প্রয়োগ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীতে ধমারী<ধর-মার+ইকা। আবালী সতী=বাল্যকাল হইতে সতী।

তবে নাম পাড়ায়িলো আহ্মে আবালী সতী=শিশুকাল হইতে তুমি সতী বলিয়া প্রচার করিলে।

পোটলী বান্ধিঞা রাখ নহুলী যৌবন—এই পংক্তির পুনরুক্তি স্থানে স্থানে রহিয়াছে।

আইস বন মাঝেঁ...........নলীন—পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর বনে আসে। মতী=মতি, অনুরক্তি।

[পৃঃ—১৩৫]

কাহ্ন মোর কুটুম্ব...........দূতী

কানাই আমার দূর সম্পর্কের কুটুম্ব। আমার চিত্ত নিকট সম্পর্কিত জ্ঞাতির প্রতি আসক্ত নহে। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। দূতীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।

পতিআশে<প্রত্যাশায় ; খোপা<গুম্ফক=কবরী। পরসন=প্রসন্ন ; সমান=সম্মান ; পৃয়=প্রিয়।

যাচক জনেরে কাহ্ন করহ তোষণ=যে যাচ্ঞা করিয়া সুরতি প্রার্থনা করে, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

অহোনিশি<অহর্নিশ=দিবারাত্র ; ধেআই=ধ্যান করি। রহাই<রক্খই< রক্ষ্যতে=রাখি

মন পবন গগনে রহাই=মন ও পবনকে প্রভাস্বর গগনে অর্থাৎ লয়স্থানে রক্ষা করিতেছি। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে বাহ্য জগত সম্বন্ধীয় মায়া দূরীভূত হয়।

আহোনিশি... .........রহাই

এখানে চর্যাগীতিতে বর্ণিত যোগসাধনার সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

তুলনীয় : "কাহ্নু কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ-নঅরী বিহরই একাকারে" (চর্যা-১১)

ব্রহ্মগেআন<ব্রহ্মজ্ঞান।

মূল কমলে······ব্রহ্মগেয়ান

পরম শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মিলনজনিত সুখ অনুভূত হইয়াছে। এখন আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি।

ইডা পিঙ্গলা.........যোগবাট

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থলে আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে মন ও পবনকে স্থাপন করিয়াছি। নবদ্বারের অতিরিক্ত দশম দ্বার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উর্ধ্বে আমার চিত্ত লীন হইয়াছে অর্থাৎ আমার চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়াছে। দশমী দুয়ার হইল নবদ্বারের অতিরিক্ত বৈরোচন দ্বার। পরমার্থতত্ত্ব বা নির্বাণলাভের পথকে বৈরোচন দ্বার বলা যায়। এখানে ষট্‌চক্র ভেদের কথা বলা হইয়াছে। দেহের অভ্যন্তরে ইডা, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী এবং ষট্‌চক্রের সংস্থান রহিয়াছে। এই চক্রগুলিতে শক্তিরূপিনী দেবীগণ বিরাজ করেন। পৃষ্টস্থ মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইডা ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। এই দুইটি নাড়ীর মধ্যস্থলে অবস্থিত সুষুম্না নাড়ী মস্তক পর্যন্ত গিয়াছে। ষট্‌চক্র হইল মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। সুষুম্না নাড়ীর অগ্রভাগে অবস্থিত আধার পদ্ম। এই পদ্মে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু বাস করেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কুলকুণ্ডলিনীশক্তি অবস্থান করেন।

চৈতন্যস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী সমস্ত শক্তির মূলাধার। তাঁহাকে জাগাইয়া মস্তকস্থ সহস্রার কমলে নিয়া যাইতে পারিলে পরমামৃতের আস্বাদ লাভ করা যায়। গুরুর উপদেশানুযায়ী প্রাণায়ামাদির সাহয্যে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। অনন্তর ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদল কমলে অবস্থিত পরম শিবের সহিত মিলনসাধন করাইতে পারিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। পরমামৃত পানে পরিতৃপ্ত কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে আবার যথাস্থানে (অর্থাৎ মূলাধার পদ্মে) ফিরাইয়া আনাই সাধকের কাম্য॥

[ পৃঃ—১৩৬ ]

গেআন বাণে<জ্ঞান বাণে=জ্ঞানরূপ বাণ দ্বারা। ছেদিলোঁ=ছেদন করিলাম; ভোলো=ভুলি, মুগ্ধ হই।

গেআনবাণে.........সংসার

যোগ সাধনায় আমার পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে। জাগতিক কামনা-বাসনার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। সংসারের যাবতীয় বস্তুই এখন আমার নিকট অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমার দেহে ও মনে আর কোন বিকার নাই।

চিরাদমধুরং......করুণান্বিতং=অনেকক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অকরুণ বাক্য শুনিয়া জগদ্রম্যা রাধারাণী সকরুণ বাক্য বলিলেন।

বালী<বালিকা, নবলীদলকাঅলী=নোয়াড়ি তৃণের পত্রসম কোমলা। তিরিবধ =স্ত্রীবধ; আর জরমের পুনে ল=অন্য জন্মের পুণ্যের ফলে।

[ পৃঃ ১৩৮ ]

পরধান<প্রধান (বিপ্রকর্ষ), রঘুবংশ পরধান ইত্যাদি=এখানেও পুরাণের প্রভাব দেখা যায়। যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম। ত্রেতাযুগে তিনি রাবণকে সবংশে নিধন করেন। নিবারিল=নিবারণ করিলাম। আহ্মে চিত্ত নিবারিল তোরে =আমার চিত্ত আর তোমার প্রতি আসক্ত নহে।

বাপ বসুল=পিতা বসুদেব, মাঅ–মাতা, আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে= পরস্ত্রীতে আমি অনুরক্ত নহি।

নেবারী=নিবারণ করিয়া।

আহ্মে হরি......নেবারী

তুলনীয় "পরিত্রাণায় চ সাধূনায় বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

এভহোঁ=এবে+হোঁ=এখনও, নিলজী=নির্লজ্জা; আশে<আশা+এ বিভক্তি (এখানে কর্মকারকে "এ" বিভক্তি হইয়াছে)। জবে=যবে, যখন।

তোহ্মে জবে... ..সেবিঞাঁ

তুমি যখন যোগী হইযা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ, আমিও যোগিনী হইয়া তোমার সেবা করিব।

সপনে গেআনে মনে=স্বপ্নে, জ্ঞানে ও মনে মনে অর্থাৎ চিত্তের সর্বাবস্থায় আমি তোমাকে চিন্তা করিয়াছিলাম।

পরিভাব=বিচার কর;

আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী=আমি অনাথি নারী, তোমার প্রতি আমার আনুগত্য ও ভক্তি রহিয়াছে।

পরিহরহ=পরিত্যাগ কর; এখোখণে=ক্ষণমাত্রও।

[ পৃঃ—১৪০ ]

সত্য ত্রেতা…………কায়া

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে আমি কোন পাপ কর্ম করি নাই। আমার দেহ পবিত্র ও চিত্ত নির্মল।

শূন্যপুরাণে আছে—"নিরঞ্জন কায়া"। ছারেঁ<ক্ষার; খারেঁ<ক্ষার। কশ্যপ=অদিতির পুত্র।

কুয়র<কুমর ( প্রা )<কুমার : কোঁয়রী<কুমারী।

সাগর কোঁয়রী=রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা; প্রচলিত পদাবলীতে বৃষভানু নন্দিনী।

সব দৈত্যগণ………আন্তরে=তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি সমস্ত দৈত্যগণ নিধন করিলাম।

খাঁখারে<কলঙ্ক+আকাব ( মিশ্রণ ); =কলঙ্ক, অপবাদ।

এবেঁ গুণী……শেষ=এখন তোমার গুণ স্মরণ করিয়া আমার শরীর শেষ হইল।

ছার তিরী……খনে=স্ত্রী জাতির মধ্যে নানা প্রকার দোষ দেখা যায়। সেই জন্য তাহারা প্রতিকূল আচবণ কবে। তাহাদেব জীবনে ধিক্। তাহাদের প্রতি বেশীক্ষণ ক্রোধ করা উচিত নহে।

আরী<অরি; বালেন্দু=প্রতিপদেব চাঁদ অর্থাৎ দুর্লভ বস্তু।

মাউলানী<মাতুলানী; দুতর<দুত্তর ( প্রা )<দুস্তব; তুলনীয়—"দুতর রজনী দূর অভিসার" [ বিদ্যাপতি।।

লাজেপিঠ দিআঁ=লজ্জা বিসর্জন দিয়া। চিহ্নিলেঁ=চিনিলে; তেআগিল=ত্যাগ করিলাম। মাহাদানী=শ্রেষ্ঠ শুল্ক আদায় কারী (দানী শব্দের অর্থ, যে শুল্ক আদায় করে)।

রতীঞঁ=রতির জন্য; নিয়ড<নিকট, চর্যায়—নিয়ড়ি।

জুণি সুধি পাএ=যদি সন্ধান পায়; জুআএ<যুজ্যতে= যোগ হয়।

সকল সংপুন্ন…… ……চক্রপাণী

আমার এখন পূর্ণযৌবন; আমাকে পরিত্যাগ করা দেবরাজ কৃষ্ণের সঙ্গত নহে।

হে চক্রপাণি কৃষ্ণ, রাম বিনা দোষে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে উভয়েই অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিযাছিলেন।

[ পৃঃ—১৪৩ ]

তোহ্মাত……… .তোহ্মাএ=আমার জন্য যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্ত্রীবধজনিত পাপ তোমার হইবে।

আবথা<অবস্থা; তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন=চল একবার আমরা উভয়েই বৃন্দাবনে যাই।

বেলিতে=বেলায়; উপাএ=উপায়; জুড়িএ<√জুড়্ (বন্ধনে)=জোড়া দেওয়া যায়। "জুড়ি" সম্ভবতঃ দ্রাবিড় শব্দ।

সোনা ভাঙ্গিলে.........বাপে

তুলনীয় : "সুজনক প্রেম হেম সমতুল"
দহইতে কণক দ্বিগুণ হোয় মূল" [ বিদ্যাপতি ]

সোনা ভাঙ্গিলে আগুনের তাপে গলাইয়া আবার জোড়া দেওয়া যায়। কিন্তু একবার পুরুষের স্নেহ ভাঙ্গিলে তাহা জোড়া দেওয়া অসাধ্য হয়।

[ পৃঃ—১৪৫ ]

নহোঁগ নহোঁগ=ওগো নহি, নহি ( জোর দেওয়ার জন্য পুনরুক্তি ); পোহো <পোঅ<পুত্র+হো [ নিশ্চয়ার্থক ]=পুত্রও; সিধি<সিদ্ধি।

ব্রাহ্মণে চিন্তনে......—কাএ=আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার চিত্ত নির্বিকল্প। দেহও পবিত্র। দিনরাত আমি যোগমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্যান করি।

মৈনাক—মৈলাক=মৃত ব্যক্তিকে; মাহাসিধি<মহাসিদ্ধি। আপণেঞিঁ =আপনিও ( Double nasalization )

মতিমোষে=বুদ্ধিভ্রংশে; উপজিবে=উপজাত হইবে।

কাহ্নে তোর নেহে............জানোঁ=কৃষ্ণ, তোমার স্নেহকে আমি বড় বলিয়া মনে করি। তুমি যে রুষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝি নাই।

শরণ পশিলোঁ=শরণ নিলাম।

তেরছ<তির্যচ; তেরছ নয়নে=তিযক নেত্রে অর্থাৎ ইঙ্গিতে। ঘোষসি= ঘোষণা কর ( মধ্যম পুরুষে সংস্কৃতের "সি" প্রত্যয় ); জিআঁঅ<জীবন ( নামধাতু, অনুজ্ঞা )=বাঁচাও। ছিনারী<ছিন্ন+আরী ( প্রত্যয় )=নষ্টা, ভ্রষ্টা। পামরী<পামর +ঈ ( প্রত্যয় )=পাপিষ্ঠা।

[ পৃঃ—১৪৮ ]

টালিআঁ=ঠেলিয়া; বোল না ধরিলে............টালিআঁ=কথা শুনিলে না; অধিকন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত পান বামপায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছ।

যেহেন প্রকারেঁ...............তাহারে

যে ভাবে তুমি বড়ায়িকে প্রহার করিয়াছ, তাহাতে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটা অসম্ভব ছিলনা। আমি শ্রীহরি নারায়ণ বলিয়া তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

[ পৃঃ—১৪৯ ]

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য............ বচঃ

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধা বৃন্দার নিকট গেলেন এবং নিজ প্রাণ রক্ষার উপায় বলিলেন।

জিএ<জীঅই<জীবতি=জীবিত রহে, বাঁচিয়া থাকে। পাসত<পার্শ্ব+ত ( সপ্তমী বিভক্তি )=পার্শ্বে। খোজা<খোজ্জ ( প্রা )=খুঁজি। চিআয়িঞাঁ<চিৎ ( জাগরণে )+ইঞাঁ=জাগরিত হইয়া।

এমোর যৌবন............ ..দূতারে

আমার যৌবন বোঝা স্বরূপ; সংসারের যাবতীয় জিনিষ আমার নিকট অসার হইল। অগ্নিই হইবে আমার আশ্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ আগুনে প্রবেশ করিয়া আমি প্রাণ বিসর্জন দিব।

বিসরামে<বিশ্রাম,

যে ডালে.......... . .. .বিসরামে।

যে ডালে আমি আশ্রয় করি, তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমন কোন ডাল নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সুখে বিশ্রাম করিতে পারি।

তুলনায় :—"যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গিয়া যায়" [ মৈমনসিংহ গীতিকা ]

আনচানে<আনছান<অন্নছন্ন<অন্যচ্ছন্দ=প্রলাপ

একমান=সমতুল্য, পুরুষ ভ্রমর দুইহো একমান=পুরুষ ও ভ্রমর দুইই এক প্রকার। নানাস্থানে ঘুরিয়া মধু আহরণ করে।

মতি ভোলে=মনের ভ্রান্তি বশতঃ, দগধ কপালী=পোড়া কপালী

[ পৃঃ—১৫১ ]

মতি মোষে=বুদ্ধিভ্রংশে, পালি<পংক্তি, কোকিল কৈল পালি গানে=কোকিল ধুআ ধরিল। আগুনি=অগ্নি। পাছু<পচ্ছা<পশ্চাৎ=পরিণাম; আছিদরী< আ-ছিত্বর+ঈ ( স্ত্রীলিঙ্গে )=ধূর্তা, ভাগে<ভাগ্য; ছন্দেবন্দে=কলে কৌশলে।

বন্ধুজন করাআঁ...... ...কমনে=আপন জনকে রুষ্ট করিয়া কেমন করিয়া কলে কৌশলে সন্তুষ্টি বিধান করিবে।

[ পৃঃ—১৫২ ]

জয়তী বচনং.. .... . . .বাণ্ডয়া=বৃন্দার বাক্য শুনিয়া মদনজ্বরে কাতরা রাধা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় সখীগণকে বলিলেন—

আমার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞি=কানাইএর প্রসঙ্গে আমার অন্তর চন্দনের মত স্নিগ্ধ হয়।

কি মোর জীবন . ধন বাসে

অন্যত্র "কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধনবাসে।"

কাহ্ন বিনি মো . ... দেশে

অন্যত্র "মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।"

মুরুছা পাইল=মূর্চ্ছিতা হইল,

নিদুখ=দুঃখহীন অর্থাৎ আনন্দিত চিত্ত।

তনের উপর হারে ইত্যাদি

তুলনীয় : "স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥" [ গীতগোবিন্দ-চতুর্থসর্গ ]

মানএ<মান্যতে=অনুভব করে। খিনী<ক্ষীণ+ঈ; বিষম=বিষবৎ।

সরস চন্দন পঙ্কে............শশাঙ্কে

তোমার বিরহে সন্তপ্তা রাধা গায়ের উপর সরস চন্দন প্রলেপকেও বিষবৎ মনে করিয়া সভয়ে দেখে। রাত্রিকালে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণও যেন তাহার অন্তরকে দগ্ধ করে।

[ পৃঃ—১৫৫ ]

দগধিলী=দগ্ধা, সন্তপ্তা,

তোর বিরহ দহনে.........ইত্যাদি।

তুলনীয় : "জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া" [ গীতগোবিন্দ-ষষ্ঠ সর্গ ]

তোমার বিরহে কাতরা রাধা তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় এখন পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে।

কুসুমশর হুতাশে ....... ইত্যাদি।

তুলনীয় : "শ্বসিত-পবন মনুপমপরিণাহম্।"
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালম্॥" [ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

কামদেবের নিক্ষিপ্ত শরে তাহার প্রাণ হাহাকার করে এবং তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

হুতাশে<হুতাশ, ছাড়এ<ছর্দতি=ছাড়ে; সঘন ছাড়এ......ইত্যাদি।

তুলনীয় : "মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়॥" [ চণ্ডীদাস ]

ক্ষেপে সজল নয়নে.........খনে খনে=ক্ষণে ক্ষণে দশ দিকে সজল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

নালহীন কৈল.........নলিনে=রাধাকে দেখিয়া মনে হয় যেন নীলপদ্ম মৃণালহীন হইয়াছে।

দেখি পল্লব.............সমানে=কোমল পল্লব রচিত শয্যাকে জলন্ত অঙ্গার সদৃশ মনে হয়।

তরাসিত<ত্রাসিত=ত্রস্ত, ভীত।

বাম করতে......নয়নে।

তুলনীয় : "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।" [চণ্ডীদাস]

'খনে হাসে.......তরাসে

পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এখানে লক্ষণীয়।

কাঁপএ<কম্পই<কম্পতে=কাঁপে; তরাসে<ত্রাসে। করএ<করই<করোতি =করে। নিন্দএ<নিন্দই<নিন্দতি=নিন্দা করে।

নিন্দএ চান্দ.........ইত্যাদি।

তুলনীয়: নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্

[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

নিন্দএ.........পবনে

বিরহজ্বরে সন্তপ্তা রাধার নিকট চন্দ্রের কিরণ ও চন্দন অসহ্য মনে হইতেছে। বসন্ত ঋতুতে প্রবহমান মলয় পবনকে বিষবৎ মনে করে।

[ পৃঃ—১৫৬ ]

করে মনসিজশর.........আলিঙ্গনে

শ্রীমতী রাধা কামদেবের তীক্ষ্ণ শরজালের উপর নিজেকে শায়িত করিয়া তোমাকে পাওয়ার নিমিত্ত ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন; অর্থাৎ তোমার সঙ্গলাভের আশায় বিরহজ্বালা সহ্য করিতেছেন।

দগধিলী=দগ্ধা, সন্তপ্তা।

দগধিলী............শরণে=সন্তপ্তা রাধা তোমার শরণাপন্না হইলেন।

সংনাহা<সন্নাহ=বর্ম।

হৃদয়ে.........করে=হৃদয়ে পদ্মপত্রের বর্ম রচনা করে।

আহোনিশি.........করে

তুলনীয়: "অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্মণি-বর্মকরোতি সজলনলিনী দলজালম্॥"

[ গীতগোবিন্দ চতুর্থ সর্গ ]

মদন তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অনুক্ষণ শর নিক্ষেপ করিতেছে। যেহেতু তুমি সর্বদা তাঁহার অন্তরে বাস কর, সেজন্য তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাধা তাঁহার হৃদয়ে পদ্মপত্রের বর্ম রচনা করিতেছে।

গালিল=নিঃসৃত করিল।

নয়নশলিল............সুধাধার

তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্বদা নয়নধারা ঝরিতেছে; মনে হয় যেন রাহু চন্দ্রের অমৃতধারা নিঃসৃত করিল।

প্রণামগণ=পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

নয়নশলিল............স্বরূপ

তুলনীয়: "বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমল মুদারম্।
বিধুমেব বিকটবিধুন্তুদ দন্তদলনগলিতামৃত ধারম্॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচুতম্॥"

[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

উৎকণ্ঠা দূরীকরণের নিমিত্ত মদনমোহনরূপে তোমার নাম লিখিয়া রাধা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিলাম।

সংমুখ=সম্মুখ।

তোহ্মাক সংমুখ……… .. …কবে মনে॥

তোমাকে ধ্যানে সম্মুখে দেখিয়া সখী কখনও হাসে, কখনও রুষ্টা হয়, কখনও কাঁদে, কখনও বা ভয়ে কাঁপে।

তুলনীয়ঃ

"ধ্যানলযেন পুবঃ পবিকল্প্য ভবন্তমতীবদুবাপম।
বিলপতি হসতি বিষীদতি বোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥"

[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ]

জাল সখিগণে=সখীগণ বন্ধন স্বৰূপ হইযাছে।

ঘব বন ভৈল· … ··জাল সখিগণে

তোমার বিবহজ্বরে সন্তপ্তা রাধাব পক্ষে গৃ- এখন অরণ্য সদৃশ। সখীরাও বন্ধন-স্বৰূপ হইযাছে।

বাঢে<বড্ঢই<বর্দ্ধতে=বাড়ে। তবাসিনী<ত্রাসিনী=ভীতা, সন্ত্রস্তা।

বনেব হবিণী·· · · · নয়নে

বনের হবিণী যেমন ত্রাস্তভাবে চতুর্দিক নিবীক্ষণ কবে, রাধাও উৎকণ্ঠিতা নয়নে চতুর্দিকে দেখেন।

[ পৃঃ—১৫৭ ]

অধুনাপি·· · ·· ·· মদন কদনম॥

এখনও তুমি কেন অন্য কোন নাবীকে সদয হৃদয়ে গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা কবিতেছ! হে গত তৃষ্ণ কৃষ্ণ তোমাব বিরহে কামদেব স্বতন্ত্র বাধাব দুঃখ উৎপাদন করিতেছে।

লুণী<লোণী<নোনীঅ ( প্রা )<নবনীত।

বাধাব পবাণে … না পাবী=আমি বাধার দুঃখ সহ্য কবিতে পারি না।

বোল পালহ=কথা পালন কব। বৈসু=বসুক, উপবেশন করুক।

খণেক ভৈল . সদৃশে=বাধাব নিকট এক মুহূর্ত এক যুগ বলিযা মনে হইল।

[ পৃঃ—১৫৮ ]

মাধবস্য নিদেশন .জনমনোহবং=মাধবের আদেশে উৎফুল্লা বৃন্দা হৃষ্টচিত্তা বাধাকে মনোহব বেশ পবাইয়া দিল।

শম্ভুসদৃশ খোম্পা·· ·· · =এই পংক্তি কয়টি পূর্বে পাওয়া গিযাছে।

খোম্পা<গুম্ফক=খোঁপা। বেঢ়িআ<বেষ্টিত=বেষ্টন করিয়া; চম্পা<চম্পঅ<চম্পক; সিসত<শীর্ষ+ত ( সপ্তমী বিভক্তি ), নবসূবে<নবসূর্য।

গিএ<গ্রীবা, সুবেশরী<সুরেশ্বরী=গঙ্গা।

অন্যত্র—"গিএ শোভে গজমতী" [ দানখণ্ড ]

পন্ধাইল=পরাইল, ভূষণগণ=অলঙ্কারসমূহ। হেমকরগণ=স্বর্ণকারগণ, সেকরারা।

মিলি হেমকরগণে............=স্বর্ণকারগণ যত্ন সহকারে শঙ্খকে রত্নে জড়াইল।

কুতূহলে<কৌতূহলে ; জয়ধুনী<জয়ধ্বনি ; কিঙ্কিনী =ঘুঙুর। গান্থি<গ্রন্থি= গাঁথিয়া ; মাঝে<মজ্ঝ<মধ্য। পাসলীনিকর=পায়ের আঙুলের আংটিসমূহ। আতি রূপসী স্বভাবে=অতি রূপসীর বেশ ধারণ করিয়া। লাসবেস<লাস্যবেশ= বিলাস বেশ।

[ পৃঃ—১৫৯ ]

রাধিকাং..............ক্রমাৎ ॥

কামজ্বর-কাতরা এবং মণ্ডনজনিত দ্বিগুণ মনোমোহিনী রাধাকে দেখিয়া কামাতুর হরি ক্রমশঃ এইরূপ বর্ণ আরম্ভ করিলেন।

রাধাহো=রাধাও ; দসনে<দশনে=দন্ত। পীল=পান করিল। উচিত হিল্লোল পড়িল=আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। নিধুবনে=বিলাসকুঞ্জে ; রসপ্রবন্ধে= রতিবিলাস। মেলাণী=বিদায়।

[ পৃঃ—১৬১ ]

তুলনীয় : "লাজ ডর নাহি তো পরাণী, দে মেরাণীরে।" [ বিদ্যাপতি ]

বিদায় এর পরিবর্তে মেলাণী শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বিনএ=বিনয় সহকারে, বিনীতভাবে।

কথোখণে<কতক্ষণ =কিয়ৎক্ষণ ; চিআইলী< =জাগরিতা হইল। উরে<উর ; নিন্দত=নিদ্রাতে। জিয়ন্তে মরিলোঁ=জীবন থাকিতেই মরিলাম। এড়িঞা< বাং√এড্+ইঞাঁ=ত্যাগ করিয়া। তিরীক<স্ত্রী+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি) ; রঞ্জে= রঞ্জন করে, ভুলায়।

[ পৃঃ—১৬৩ ]

নানা বোলে..........রঞ্জে=নানা কথায় ভুলাইয়া স্ত্রীজাতির সঙ্গে কেলিবিলাস করে। পড়িহাসে<প্রতিভাসতে=মনে হয়।

একাকিনী পরিভ্রম্য.........শৃণু ॥

রাধে, একাকিনী বন ভ্রমণজণিত গুরুতর পরিশ্রমে আমি এখন পরিশ্রান্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধুসূদনের দেখা মিলিল না। বৃন্দে, তোমার কথায় আমার নিকট পৃথিবী শূন্য মনে হইতেছে আমি ব্যাকুলচিত্ত হইযাছি। আমার কথা শুন।

একসরী<একেশ্বরী=একাকিনী।

কেমনে .......ভুঞ্জে=আমি কেমন করিয়া একাকী কুঞ্জে যাপন করিব ; কানাই অন্য কাহাকে নিয়া অন্যত্র রতি সুখ যাপন করিতেছে।

[ পৃঃ— ৬৪ ]

সুতীথে=সুতীর্থে ; রএ<রব ; থির<স্থির। রাএ<রব ; পুনমতী<পুণ্যবতী ; বাটে<বট্‌ট<বর্ত্ম+এ বিভক্তি ; ভীতে<ভিত্তি+এ (সপ্তমী বিভক্তি) ; একচীত্তে =একচিত্তে। কাকু করি=কাকুতি মিনতি করিয়া ; ছাওয়াল <শাব+আল ( প্রত্যয় )=ছেলে।

[ পৃঃ—১৬৫ ]

হর আৰ্দ্ধ............শরীরে

মহাদেবের জটায় গঙ্গাশোভা পান; অর্থাৎ হরগৌরী একদেহেই বিরাজ করেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, নারী যেন নিজ দেহেরই অঙ্গ। সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মিলন একাঙ্গেই হইবে।

বড়ায়ি আইলী চিরক্ষণে=দীর্ঘকাল পরে বডায়ি আসিল। আদিবস< অদিবস=দুর্দিন। আসেস<অসেস (প্রা)<অশেষ=শেষ।

জিবোঁ=জীবন ধারণ করিব, উতরলী=উত্তরল+ঈ ( স্ত্রীলিঙ্গ )=অতিশয় চঞ্চলা। আনাহী<অন্য+হী ( নিশ্চযার্থক )=অন্য কেহ; তা<তা, তাব< তাবৎ; আমুখর<অমুখর=অনুচিত বাক্য।

[ পৃঃ—১৬৮ ]

নিনায়·· ··· ··জরতীমিদং=রাধা কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কিছুদিন কষ্টে অতিবাহিত করেন; পরে অধিভবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাকে ইহা বলিলেন।

ফুটিল কদমফুল ইত্যাদি.. .... ....... ......এখানে রাধার বারমাস্যা বর্ণনায় তাঁহার তীব্র অন্তর্বেদনা পবিস্ফুট হইয়াছে।

নোঁয়াইল<√নুআ, নোয়া+ইল=অবনমিত হইল।

নাইল<না+আসিল ( নঞার্থকযুক্ত ক্রিয়াপদ )

ওহাডিআঁ<অববেষ্ট+ইয়া=ঢাকিযা, আচ্ছাদন কবিয়া,

তুলনীয়: হিন্দী "ওহার"; পূববঙ্গের উপভাষায় ওসার, ওয়ার।

বিহডাইল<বিঘট+আ+ ইল ( অতীতে )=বিচ্ছিন্ন করিল।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ . . . .শঙ্খচুর=এই পংক্তিগুলি পূবে আরও কয়েকবাব পাওয়া গিয়াছে।

পোডএ পরাণী=প্রাণ পোড়ে।

বিষাইল=বিষাক্ত (বিশেষণ অর্থে "ইল" প্রত্যয়), কাণ্ডের=বাণের; গঢ়িল= গঠিত; জেঠ<জেট্‌ঠ<জ্যৈষ্ঠ। সামল=শ্যামল।

[ পৃঃ—১৬৯ ]

চতুরে...... ........কাচন ॥

চতুরে রাধে, মেঘমেতুর চারিমাস অতিবাহিত কব, কারণ এবিষয়ে আমার কোন শক্তি নাই।

গরজএ<গর্জতে=গর্জন করে; মদনে কদনে=মদনেব পীডনে। আষাঢ় মাসে ...ইত্যাদি। তুলনীয়: "মাস আখাঢ় উন্নত নব মেঘ।

পিয়া বিশলেখে রহঞো নিরথেঘ।" [ বিদ্যাপতি ]

বঞ্চিবোঁ=যাপন করিব; বারিষা<বর্ষা; সুতিআঁ<শয়িত্বা=শুইয়া।

নিবড়ে<নিবর্ত্ততে=নিবৃত্ত, শেষ হয়। "নিবড়ে" শব্দটি কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়।

ভাদর মাসে……………বুক।

তুলনীয় : "ভাদর মাস ববিস ঘন ঘোর।"
সভ দিস কুহ কয় দাদুল মোর॥
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

বারিষী<বর্ষা+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ); কাশী=কাশফুল।

মাখেদং……………করিষ্যতি=রাধে, দুঃখ করিও না, চিত্ত স্থির কর। শীঘ্রই কৃষ্ণ আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন।

মানী=মানিয়া, অঙ্গীকার করিয়া। হাথে চান্দ মালী=হাতে চাঁদ দিবে বলিয়া।

পীঠ<পৃষ্ঠ; আশোআশ<আশ্বাস।

আশোআশ দিআঁ=তুমি আমাকে আশ্বাস দিযা একদিকে সবিযা পড়িয়াছ।

আছুক=অনুজ্ঞা, ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "ক" প্রত্যয।

আছুক…… ……নাহি=স্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

ঝালিআর<ঝালিআ<ঝল্লিকা+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)=সূর্যের প্রখর উত্তাপে (দৃষ্টি বিভ্রম বশতঃ) জল যেমন অদৃশ্য হয়, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও তেমনি মরীচিকাবৎ হইল।

[পৃঃ—১৭১]

জানে…………রা ধিকেহধুনা

রাধে, হরির সন্ধান আমি জাঁনি বা নাই জানি তাহাতে কি যায় আসে? আমি এখন গমন করিতে একান্তই অপারগ।

রতন মুদড়ী<রত্নমুদ্রিকা=রত্ননির্মিত আংটি। মোঁ<* মযেন (=ময়া)=আমি; নিকুপেঁ=কুপিত না হইষা অর্থাৎ নিঃশব্দে।

বোল পালী……দেবরাজে=বোল পালন করিয়া দেবরাজ গেলেন। আলিসের পরসাদেঁ=আলস্যের প্রসাদে, অর্থাৎ আলস্যবশতঃ

উপজএ<উপজায়তে=উৎপন্ন হয। আনুখর<অনুখর<অনুক্ষর=দুর্বাক্য। ঠাঁঠী =লজ্জাহীনা (দেশী শব্দ)।

[পৃঃ—১৭২]

হাঁঠীবাক বল=হাঁটিবাব শক্তি; ঝঙ্কারিবী=ঝঙ্কার করিবে, গালাগালি দিবে।

হের শির…………আর=তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে তোমাকে আর দুঃখ দিব না।

মথুরানগরীং…………পরমাক্ষরম্॥

মথুরা নগরে গমন করিয়া বৃন্দা মধুসূদনকে বলিলেন, "বিরহে কাতরা রাধা

তোমার শরণাগতা"। ইহা শুনিয়া নাগর হরি রাধার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বৃন্দাকে কঠোর বাক্য বলিলেন।

[পৃঃ—১৭৩]

নঠী<নটুঠ<নষ্ট+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)=নষ্ট চরিত্রা। দুঠ<দুষ্ট; বিথর<বিস্তর; উপেখহ=উপেক্ষা কর।

যাচিতেঁ.......... আমৃত=যাচ্ঞা করিয়া যে অমৃত বিতরণ করিতে চায় তাহা তুমি উপেক্ষা কর।

পাসক=পার্শ্বে।

মোর বোলেঁ.........ইত্যাদি=তুমি এখন আমার কথায় রাধার পাশে আসিবে না বটে কিন্তু পশ্চাৎ বিরহ জ্বালায় তোমার নিশ্চয়ই মনস্তাপ পাইতে হইবে।

[পৃঃ—১৭৪]

শাকর<শক্করা<শর্করা=চিনি; আদরাহ=আদর করিতেছে।

ভাত............কেহে=তখন তাহার জন্য পাগল হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিলে, এখন শর্করার প্রতি তোমার আসক্তি থাকিবে কেন?

ভাঁগিল...........মুরারী=পূর্বে অনুরূপ পংক্তি পাওয়া গিয়াছে।

যুড়ীবাক=যোড়া দিতে। পুণি=পুনঃ; উড়িয়ায় "পুণি"।

পুণি............ঘট=যে আবার অধম জন তাহার অন্তর কপটতায় পূর্ণ। তাহার স্নেহও কৃত্রিম; মাটির ঘটের মত ভাঙ্গিয়া যায়।

মাটি<মট্টিআ<মৃত্তিকা; ফুরে<ফুরই<স্ফুরতি=ইচ্ছা হয়। বাহুড়ী<বি-আ, ঘুটৃ=প্রত্যাবর্তন করা।

বাহুড়ী যাহ=ফিরিয়া যাও, বিনাস<বিনাস (প্রা)<বিনাশ=ধ্বংশ; লেম্বু<নিম্বুক=অম্লরসাত্মক ফল বিশেষ।

## সমাপ্ত

# আলোচিত গ্রন্থপঞ্জী

এই গ্রন্থ রচনাকালে যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল :


| | |
|---|---|
| The origin and development of the Bengali Language | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা | " |
| ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ | " |
| বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস | সুকুমার সেন |
| ভাষার ইতিবৃত্ত | " |
| শ্রীকৃষ্ণকীর্তন | বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ |
| বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা | শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| বাঙ্লা সাহিত্যের আলোচনা | মদনমোহন কুমার |
| গীতগোবিন্দ | হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় |
| চর্যাপদ | মণীন্দ্রমোহন বসু |
| মৈমনসিংহ গীতিকা | দীনেশচন্দ্র সেন |
| পূর্ববঙ্গ গীতিকা | " |
| বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | " |
| বঙ্গসাহিত্য পরিচয় | " |
| বাঙ্গালা ভাষার অভিধান | জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস |
| চলন্তিকা | রাজশেখর বসু |
| পালি প্রকাশ | বিধুশেখর শাস্ত্রী |
| The Students Sanskrit Eng. Dictionary | V. S. Apte. |
| Introduction to Prakrit | Woolner. |
| Elements of the Science of Language | I. J. S. Taraporewala |
| An Introduction to Comparative Philology | P. D. Gune |
| The Sanskrit Language | T. Burrow |
| বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস | চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| বিদ্যাপতির পদাবলী | খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার |

# অশুদ্ধি সংশোধন

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃ |
|---|---|---|
| পূর্বাভাষ | পূর্বাভাস | |
| কাম-গন্ধহীন | কামগন্ধহীন | ১ |
| কৃষ্ণভানু | বৃষভানু | ২ |
| রাসনীল | রাসলীলা | ৩ |
| রাসমণ্ডনে | রাসমণ্ডলে | ৩ |
| বেকল | বেকত | ৬ |

২৩ পৃষ্ঠার শেষের দিকে—

"মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী……ইত্যাদি"

এই উদ্ধৃতির পাশে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রহিয়াছে।" এই পদ থাকিবে।

| | | |
|---|---|---|
| কণয়া | বলযা | ১২২ |
| পাণি | পালি | ১৯০ |
| দেষ | দোষ | ১৯২ |

# সাঙ্কেতিক চিহ্ন

সংস্কৃত—সং।

প্রাকৃত—প্রা।

মাগধী প্রাকৃত—মা প্রা।

অপভ্রংশ—অপ।

প্রাচীন বাংলা—প্রা বা।

প্রাকৃত পৈঙ্গল—প্রা পৈ।

>—বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন।

<—পূর্ববর্তী রূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন।

√—ধাতুবাচক চিহ্ন।